আর্য্যকৃষ্টি

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

কিছু কথা

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন- দ্যাখ, আমার এই *dictation*-গুলি (বাণীগুলি), এগুলি কিন্তু কোন জায়গা থেকে নোট করা বা বই পড়ে লেখা না। এগুলি সবই আমার *experience* (অভিজ্ঞতা)। যা' দেখেছি তাই। কোন *disaster*-এ (বিপর্য্যয়ে) যদি এগুলি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আর পাবিনে। এ কিন্তু কোথাও পাওয়া যাবে না। তাই আমার মনে হয় এর একটা কপি কোথাও সরিয়ে রাখতে পারলে ভাল হয় যাতে *disaster*-এ (বিপর্য্যয়ে) নষ্ট না হয়।

(দীপরক্ষী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা)

প্রেমময়ের বাণীগুলো সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য আমাদের প্রতিটি সৎসঙ্গীর চেষ্টা থাকা উচিত। সেই লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ শাখা সৎসঙ্গের তথ্য প্রযুক্তি ও গবেষণা বিভাগ ঠাকুরের সেই বাণীগুলোকে অবিকৃতভাবে সকলের নিকট পৌছে দেয়ার জন্য কাজ করছে।

ঠাকুরের এই বাণী সম্বলিত গ্রন্থগুলো বর্তমানে সর্বত্র সহজলভ্য নয়। তাই আমরা এই গ্রন্থগুলো অনলাইনে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহন করেছি, যেন পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে যে কেউ গ্রন্থগুলো ডাউনলোড করে পড়তে পারেন। ভুলত্রুটি বা বিকৃতি এড়ানোর জন্য আমরা গ্রন্থগুলো স্ক্যান করে পিডিএফ ভার্শনে প্রকাশ করছি। কোন ব্যক্তিগত বা বানিজ্যিক স্বার্থে নয়, শুধুমাত্র প্রেমময়ের প্রচারের উদ্দেশ্যেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

'আর্য্যকৃষ্টি' গ্রন্থটির অনলাইন ভার্শন 'সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর' কর্তৃক প্রকাশিত ৪র্থ সংস্করণের অবিকল স্ক্যান কপি। এজন্য আমরা সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘরের উদ্দেশ্যে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে, পরম কারুনিক পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের রাতুল চরণে সকলের সুন্দর ও সুদীর্ঘ ইষ্টময় জীবন কামনা করি।

জয়গুরু।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা কর্তৃক অনলাইন ভার্সনে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ ডাউনলোড করতে গ্রন্থের নামগুলোতে ক্লিক করুন-

- ✓ সত্যানুসরণ
- ✓ সত্যানুসরণ (ইংরেজি)
- ✓ আলোচনা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড
- ✓ আলোচনা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড
- ✓ আলোচনা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড
- ✓ আলোচনা প্রসঙ্গে ৪র্থ খণ্ড
- ✓ আলোচনা প্রসঙ্গে ৫ম খণ্ড
- ✓ আলোচনা প্রসঙ্গে ৬ষ্ঠ খণ্ড
- ✓ আলোচনা প্রসঙ্গে ৭ম খণ্ড
- ✓ আলোচনা প্রসঙ্গে ৮ম খণ্ড
- ✓ আলোচনা প্রসঙ্গে ৯ম খণ্ড
- ✓ আলোচনা প্রসঙ্গে ১০ম খণ্ড
- ✓ আলোচনা প্রসঙ্গে ১১শ খণ্ড
- ✓ আলোচনা প্রসঙ্গে ১২শ খণ্ড
- ✓ আলোচনা প্রসঙ্গে ১৩শ খণ্ড
- ✓ আলোচনা প্রসঙ্গে ১৪শ খণ্ড
- ✓ আলোচনা প্রসঙ্গে ১৫শ খণ্ড
- ✓ আলোচনা প্রসঙ্গে ১৬শ খণ্ড
- ✓ আলোচনা প্রসঙ্গে ১৭শ খণ্ড
- ✓ আলোচনা প্রসঙ্গে ১৮শ খণ্ড
- ✓ আলোচনা প্রসঙ্গে ১৯শ খণ্ড
- ✓ আলোচনা প্রসঙ্গে ২০শ খণ্ড
- ✓ আলোচনা প্রসঙ্গে ২১শ খণ্ড
- ✓ আলোচনা প্রসঙ্গে ২২শ খণ্ড
- ✓ অনুশ্রুতি ১ম খণ্ড
- ✓ অনুশ্রুতি ২য় খণ্ড
- ✓ অনুশ্রুতি ৩য় খণ্ড
- ✓ অনুশ্রুতি ৪র্থ খণ্ড
- ✓ অনুশ্রুতি ৫ম খণ্ড
- ✓ অনুশ্রুতি ৬ষ্ঠ খণ্ড
- ✓ অনুশ্রুতি ৭ম খণ্ড
- ✓ পুণ্য-পুঁথি
- ✓ ভক্তবলয়
- ✓ দীপরক্ষী ১ম খণ্ড
- ✓ দীপরক্ষী ২য় খণ্ড
- ✓ দীপরক্ষী ৩য় খণ্ড
- ✓ দীপরক্ষী ৪র্থ খণ্ড
- ✓ দীপরক্ষী ৫ম খণ্ড
- ✓ দীপরক্ষী ৬ষ্ঠ খণ্ড
- ✓ কথা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড
- ✓ কথা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড
- ✓ কথা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড
- ✓ নানা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড
- ✓ নানা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড
- ✓ নানা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড
- ✓ নানা প্রসঙ্গে ৪র্থ খণ্ড
- ✓ ইসলাম প্রসঙ্গে
- ✓ অমিয় বাণী
- ✓ অমিয় লিপি
- ✓ নারীর নীতি
- ✓ নারীর পথে
- ✓ পথের কড়ি
- ✓ চলার সাথী
- ✓ তাঁর চিঠি
- ✓ আশীষ বাণী ১ম খণ্ড
- ✓ আশীষ বাণী ২য় খণ্ড
- ✓ জীবন দীপ্তি ১ম খণ্ড
- ✓ জীবন দীপ্তি ২য় খণ্ড
- ✓ জীবন দীপ্তি ৩য় খণ্ড
- ✓ সুরত-সাকী ও শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্তলিপি
- ✓ বিবাহ-বিধায়না
- ✓ ধৃতি-বিধায়না ১ম খণ্ড
- ✓ ধৃতি-বিধায়না ২য় খণ্ড
- ✓ দর্শন-বিধায়না
- ✓ কৃতি-বিধায়না
- ✓ নিষ্ঠা-বিধায়না
- ✓ নীতি-বিধায়না
- ✓ সেবা-বিধায়না
- ✓ শিক্ষা-বিধায়না

- ✓ সদবিধায়না ১ম খণ্ড
- ✓ সদবিধায়না ২য় খণ্ড
- ✓ তপোবিধায়না ১ম খণ্ড
- ✓ তপোবিধায়না ২য় খণ্ড
- ✓ বিকৃতি-বিনায়না
- ✓ শাশ্বতী
- ✓ সম্বিতী
- ✓ স্বাস্থ্য ও সদাচার-সূত্র
- ✓ চর্য্যা-সূক্ত
- ✓ দেবী-সূক্ত
- ✓ যাজী-সূক্ত
- ✓ বিবিধ সূক্ত ১ম খণ্ড
- ✓ বিবিধ সূক্ত ২য় খণ্ড
- ✓ আদর্শ বিনায়ক
- ✓ বিধান-বিনায়ক
- ✓ প্রীতি-বিনায়ক ১ম খণ্ড
- ✓ প্রীতি-বিনায়ক ২য় খণ্ড
- ✓ বিধি-বিন্যাস
- ✓ আচার-চর্য্যা ১ম খণ্ড
- ✓ আচার-চর্য্যা ২য় খণ্ড
- ✓ আর্য্যকৃষ্টি
- ✓ বিজ্ঞান-বিভূতি
- ✓ যতি-অভিধর্ম্ম
- ✓ সমাজ-সন্দীপনা
- ✓ সংজ্ঞা-সমীক্ষা
- ✓ আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ ১ম খণ্ড
- ✓ আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ ২য় খণ্ড
- ✓ আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ ৩য় খণ্ড
- ✓ আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ ৪র্থ খণ্ড
- ✓ আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ ৫ম খণ্ড
- ✓ আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ ৬ষ্ঠ খণ্ড
- ✓ আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ ৭ম খণ্ড
- ✓ আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ ৮ম খণ্ড
- ✓ আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ ৯ম খণ্ড
- ✓ আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ ১০ম খণ্ড
- ✓ আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ ১১শ খণ্ড
- ✓ আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ ১২শ খণ্ড
- ✓ আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ ১৩শ খণ্ড
- ✓ আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ ১৪শ খণ্ড
- ✓ আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ ১৫শ খণ্ড
- ✓ আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ ১৬শ খণ্ড
- ✓ আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ ১৭শ খণ্ড
- ✓ আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ ১৮শ খণ্ড
- ✓ আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ ১৯শ খণ্ড
- ✓ আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ ২০শ খণ্ড
- ✓ আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ ২১শ খণ্ড
- ✓ আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ ২২শ খণ্ড
- ✓ আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ ২৩শ খণ্ড
- ✓ অখণ্ড জীবন-দর্শন
- ✓ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র (রচয়িতাঃ সতীশচন্দ্র জোয়ারদার)
- ✓ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ১ম খণ্ড (রচয়িতাঃ ব্রজগোপাল দত্তরায়)
- ✓ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ২য় খণ্ড (রচয়িতাঃ ব্রজগোপাল দত্তরায়)
- ✓ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ৩য় খণ্ড (রচয়িতাঃ ব্রজগোপাল দত্তরায়)
- ✓ The Message Vol 1
- ✓ The Message Vol 2
- ✓ The Message Vol 3
- ✓ The Message Vol 4
- ✓ The Message Vol 5
- ✓ The Message Vol 6
- ✓ The Message Vol 7
- ✓ The Message Vol 8
- ✓ The Message Vol 9
- ✓ Magna Dicta

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

আর্য্যকৃষ্টি

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

ভূমিকা

মানুষের অন্তরতম কামনা হ'লো অমৃতের অধিগমন। তার জন্য অপরিহার্য্য প্রয়োজন হ'লো জীবনভূমির বিহিত কর্ষণায় অন্তর-বাহিরের পোষণ-বর্দ্ধনী সাত্বত সম্পদ-সম্ভারের সংস্থজন, সংরক্ষণ, সম্প্রয়োগ ও সঞ্চারণার ভিতর-দিয়ে অনন্ত বিবর্দ্ধনের পথে এগিয়ে চলা। আর্য্যকৃষ্টির মর্ম্মগত তাৎপর্য্যও এই-ই। আর্য্য কথাটি এসেছে 'ঋ'-ধাতু থেকে, 'ঋ'-ধাতুর মানে গতি, শুধু গতি নয়, ঊর্দ্ধমুখী গতি, আর কৃষ্টি কথাটি এসেছে 'কৃষ্'-ধাতু থেকে, যার মানে কর্ষণ, প্রাপণ, আকর্ষণ, সঞ্চালন ও আধিপত্য-অর্জ্জন। তাহ'লেই আর্য্য-কৃষ্টি মানে সেই কর্ষণ বা অনুশীলন যা' আমাদের নিত্য সঞ্চালিত ক'রে উন্নত প্রগতির অধিকারী ক'রে তোলে। মানুষের সমাজ একটা অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে ব'য়ে চলে। অতীতের জঠর থেকে জন্ম নেয় বর্ত্তমান, বর্ত্তমান উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে ভবিষ্যতে। কৃষ্টির তাই একটা ধারাবাহিকতা চাই, যাতে অতীতের সাধনার সুফল আত্মগত ক'রে তারই উপর দাঁড়িয়ে বর্ত্তমানের বাধা, বিঘ্ন, সমস্যা ও জটিলতার সুষ্ঠু সমাধানে ঋদ্ধতর আয়ুধ-সমন্বিত হ'য়ে অনাগতের আমন্ত্রণে এগিয়ে যাওয়া যায়—সম্বর্দ্ধনী পদ-বিক্ষেপে। তাই এককথায় বলা চলে, ধর্ম্মদ অর্থাৎ সত্তা-সম্বর্দ্ধনী জীবনচর্য্যার সুসম্বদ্ধ রীতি, পদ্ধতি, প্রণালী ও বিধান-সমাহৃতিই আর্য্যকৃষ্টি। সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে একটি অখণ্ড জীবনবিজ্ঞান—যা' মানবের সহস্র-সহস্র বৎসরের জীবন-সংগ্রামের মথিত নবনীবিশেষ। এই নবনীত-সুধার অক্ষয় ভাণ্ডারী হ'লেন বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ মহামানব, যুগে-যুগে আবির্ভূত হ'য়ে যাঁরা আমাদের সঙ্কট থেকে ত্রাণ করেন আর দেখিয়ে দেন সাত্বত চলনের উদাত্ত ছন্দ। পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরও আজ সর্ব্ববিধ মানবীয় সমস্যা-সমাধানকল্পে কতকগুলি মৌলিক সূত্র ও নীতি-অনুবর্ত্তিতার অকাট্য প্রয়োজনীয়তার উপর কার্য্যকারণসহ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সেগুলি হ'লো অবতার-পারম্পর্য্যের স্বীকৃতি, যুগপুরুষোত্তমে নতি, পিতৃপুরুষ ও পিতৃকৃষ্টির প্রতি সক্রিয় শ্রদ্ধা, সহজাত সংস্কারানুপাতিক আত্মবিকাশ, বৃত্তি ও শ্রেণীবিন্যাস অর্থাৎ বর্ণাশ্রমের পরিপালন, বৈশিষ্ট্যসম্মত, শ্রেয়কেন্দ্রিক শিক্ষা, সুবিবাহ, প্রতিলোমের স্থগিতি, বিধিসিদ্ধ সবর্ণ

ও অনুলোম বিবাহের প্রবর্ত্তন, সুজনন, সদাচার, আত্মবিকাশনী দশবিধ-সংস্কারের অনুষ্ঠান, দৈনন্দিন যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান, প্রতিগ্রহ, নিত্যপঞ্চ-মহাযজ্ঞ, পরিবেশের ইষ্টানুগ সেবা ও সম্বর্দ্ধনা, অসৎ-নিরোধী পরাক্রম ইত্যাদি। শ্রীশ্রীঠাকুর বিশদ বিশ্লেষণ-সহকারে দেখিয়েছেন—এইগুলির পরিপালনে কেমন ক'রে ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত জীবন যুগ-যুগ ধ'রে অন্তরে-বাহিরে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হ'য়ে দিব্য-বিবর্ত্তনের পথে আরোতর সম্বেগে এগিয়ে চলে। সাধনা ও সুজনন পরিক্রমায় উন্নততর জৈবী সংস্থিতি ও মহত্তর সহজাত-সংস্কারের অধিগমন ও সংক্রমণকে বংশপরম্পরায় কেমন ক'রে অব্যাহত ও প্রগতিপন্ন ক'রে ধ'রে রাখা যায়, তার অভ্রান্ত ইঙ্গিত এই পুস্তকের পাতায়-পাতায় ছড়িয়ে আছে। এই সবকিছু নিয়েই আর্য্যকৃষ্টি—যার অনুশীলন মনুষ্য-সমাজকে সাত্বত ক্রমোন্নতির পথে পরিচালিত করবেই কি করবে।

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর এই প্রসঙ্গে কুল-সংস্কৃতি, সতীত্ব, কৌলীন্য, পিতৃ-তর্পণ, কুলপঞ্জী-সংরক্ষণ, আত্মসম্ভ্রম, আভিজাত্য, গোত্রগৌরব, পঞ্চবর্হি ও সপ্তার্চ্চি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, বাক্য, ব্যবহার, আহার, বিহার, চাল-চলন, পরণ-পরিচ্ছদ, ভাষা, আচার, নিয়ম, যৌনজীবন, ঐতিহ্য, প্রথা, বৃদ্ধোপসেবা, প্রাচীন কীর্ত্তি, পাণ্ডুলিপি, গুপ্তবিদ্যা ইত্যাদি সঞ্চয় ও সংরক্ষণ, গবেষণা, পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, বর্ণাশ্রমের উপযোগিতা, বর্ণাশ্রম নষ্ট করার কুফল, আত্ম-বিনায়ন, পরিবেশের পরিশুদ্ধি, বৈশিষ্ট্যের পোষণ, যোগ্যতা আহরণ, নিষ্ঠা, আনুগত্য, কৃতিসম্বেগ, শ্রমসুখপ্রিয়তা ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বহু বিষয়ের উপর এক নূতন আলোকপাত করেছেন।

বর্ত্তমান সভ্যতা আজ বিশেষ ক'রে দেখিয়ে দিচ্ছে যে বিজ্ঞানের বলে আমরা বহিঃ-প্রকৃতির উপর যতই আধিপত্য লাভ করি না কেন, আমাদের অন্তঃপ্রকৃতি যদি উৎসমুখী, উন্নীত ও সুবিনায়িত না হয়, তাহ'লে সম্পদ ও শক্তি আমাদের কল্যাণের কারণ না হ'য়ে ধ্বংসের অগ্রদূত হ'য়ে উঠবে। চাই এই দু'য়ের সঙ্গতিশীল ঈশ্বরৈকলক্ষ্য বিকাশ। আর, তারই গোপন চাবি-কাঠিটি শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন, আর্য্যকৃষ্টির মূল তত্ত্ব ও তথ্যের বাস্তব মূর্ত্তির উদ্ঘাটন ক'রে। এ যেন পুরাতন, প্রচ্ছন্ন ও ছিন্নসূত্র যা' তার যুগোপযোগী নবীন আবিষ্কার, যা' সার্ব্বজনীন আবেদনে ও প্রত্যয়প্রদীপনায় প্রদীপ্ত ভাস্করের মত অমোঘ-উজ্জ্বল।

পরমপিতার চরণে প্রার্থনা করি, এই সাত্বত বিজ্ঞান ও শাশ্বত জীবনবেদের

পঠন, পাঠন ও অনুশীলন আমাদের প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও দেবত্ব অর্জ্জনের সাধনায় উদগ্র ও চির-উদ্যত ক'রে রাখুক। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ (দেওঘর)
৩রা ফাল্গুন, রবিবার, ১৩৭০
ইং ১৬।২।১৯৬৪

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

পরম দয়ালের 'আর্য্যকৃষ্টি'-র চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হল। আর্য্য-চলনার পাথেয়রূপে এই গ্রন্থ মানুষকে প্রেরিত করে তুলবে—এই আমার বিশ্বাস। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
৩০ জুলাই, ২০১৭ **ড. অনিন্দ্যদ্যুতি চক্রবর্ত্তী**

আমার কথাগুলি যদি তোমার-
শুধু কথা-চিন্তারই খোরাক মাত্র হয়-
করার বা আচরণের ভেতর দিয়ে
সেগুলিকে যদি-
বাস্তবেই ফুটিয়ে তুলতে না পার-
তবে-
পাওয়া যে তোমার
উষ শূন্যই রয়ে যাবে-
তা কিন্তু অতি নিশ্চয়-

তোমারই "আমি"
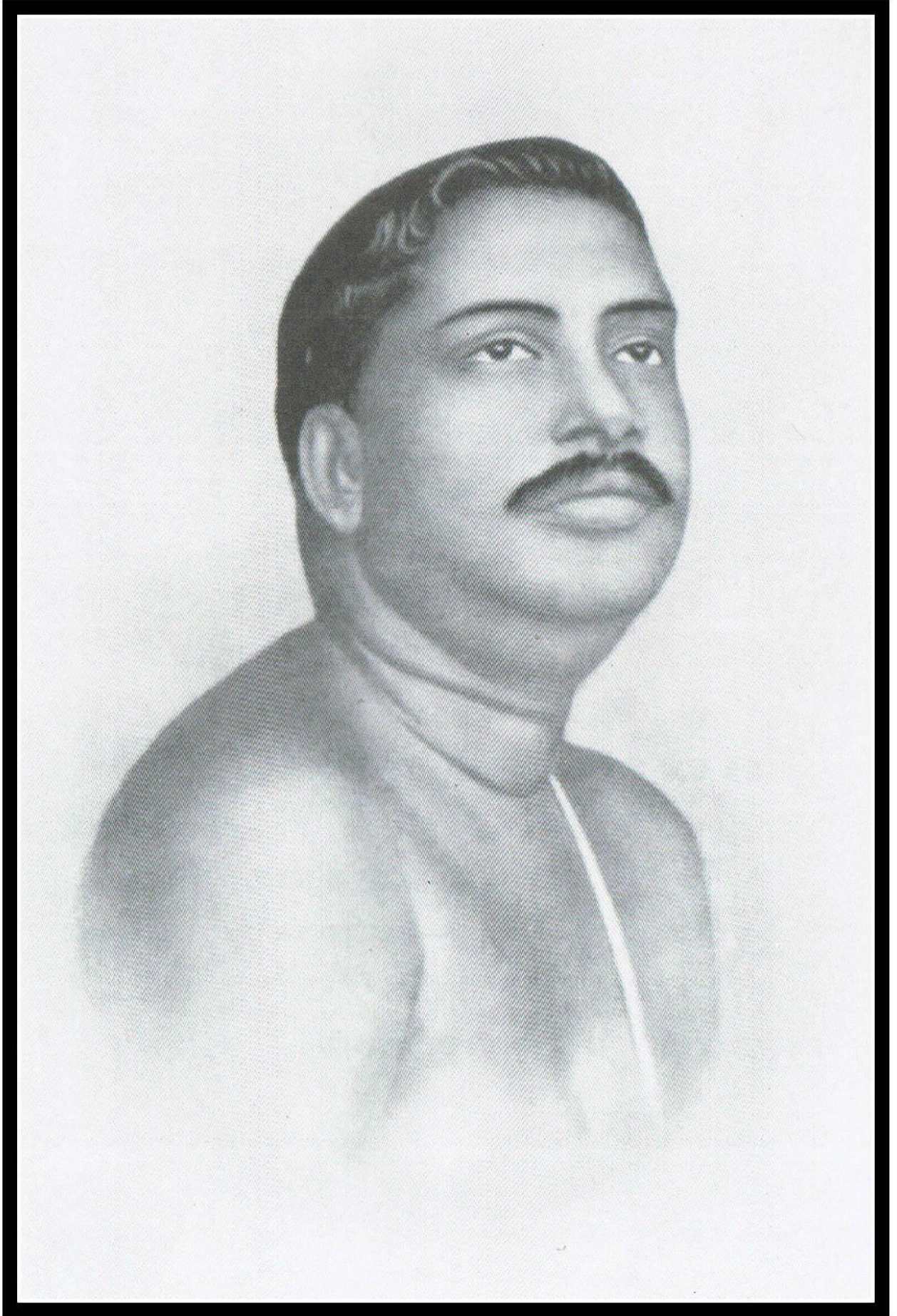
যে নিয়মানুশাসনবাদ
যে-কার্য্যে পরিপালন ক'রে
তা'র সমাধান হয়,—
তা'ই তো তা'র আশীর্ব্বাদ ;
তাই, কর্ম্মকুশল গুরুজনদের
নিকট হ'তেই
আশীর্ব্বাদ গ্রহণ ক'রতে হয় ;
তাঁ'দের কাছ থেকে
কাজের অনুশাসন
অর্থাৎ কেমন ক'রে কী ক'রতে হয়
তা' জেনে নিয়ে
যেমন ক'রে যা' ক'রতে হয়,
তা' কর—
বিহিত কুশল-পরিচর্য্যায় ;
আশীর্ব্বাদ তোমাতে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠুক।

আর্য্যকৃষ্টি

চৈতন্যে পার্থিবতার
সফল ও সার্থক বিকলনে
অবিদ্যমানতাকে অতিক্রম ক'রে
অর্থাৎ মৃত্যু পার হ'য়ে
অমৃতত্বে শাশ্বত হ'য়ে চলা—
আর্য্যকৃষ্টির বৈশিষ্ট্যোচ্ছল অভিধর্ম্ম। ১।

মানবিকতার মানদণ্ডই হ'চ্ছে
আভিজাত্যবোধ ও বৈশিষ্ট্যানুপ্রাণতা। ২।

বৈশিষ্ট্য যতই বিদলিত ও নিন্দিত,—
নিকৃষ্টও ততই বর্দ্ধিত। ৩।

বৈশিষ্ট্যানুগ কৃতবিদ্যতা ও জীবিকা—
বিশেষত্বের পরিবর্দ্ধনী পরিপোষক। ৪।

আভিজাত্যানুগ বৈশিষ্ট্যে
যা'রা হানা দেয়—
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির অনুচর্য্যাকে
অগ্রাহ্য ক'রে,—
তা'রা নিজের শত্রু তো বটেই,
তা' ছাড়া, জাতিরও ঘৃণ্য শত্রু। ৫।

ঐশী-প্রভাব

তুমি যে-বৃত্তির দ্বারাই
বিশেষিত ক'রে চ'লবে,—
তোমার সংস্কৃতিও হবে
তেমনতর,
প্রকৃতিও হ'য়ে উঠবে তেমনি,
তুমি হবেও তা'ই,
পরিণতিও হবে অমনতর। ৬।

বৈশিষ্ট্য যদি পূতধারায় চলে,
বিকৃতি-বিক্ষুব্ধ না হয়,
অসৌষ্ঠব-সংযোগে বিড়ম্বিত না হয়,
বিক্ষিপ্ত বিন্যাসে ছন্নছাড়া সংযোগে
নিজেকে গ'ড়ে
একসা ক'রে না তোলে,
তবে সে যে-অবস্থায়ই পড়ুক না কেন,
যদি বজায় থাকে,
সে পরিস্ফুরিত হ'য়ে ওঠে কি ওঠেই—
স্ফোটন-বিভায়। ৭।

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শে
সুদৃঢ় হ'য়ে ওঠ,
অচ্যুত সুকেন্দ্রিক আত্মনিয়ন্ত্রণ-তৎপর
হ'য়ে চল,
সঙ্গীতিহারা বৈষম্য—
অর্থাৎ যা' মানুষকে
ঘৃণা ক'রতে অভ্যস্ত ক'রে তোলে,

অশ্রদ্ধার সৃষ্টি করে,
অস্নেহ-তৎপর ক'রে তোলে,—
তা'র প্রশয় দিও না ;
আবার, বেশ ক'রে নজর রেখো—
বৈশিষ্ট্যও যেন ব্যাহত না হয়,—
যা' মানুষের বর্ণ, কুল,
প্রকৃতি-সঞ্জাত শুভ-সংস্কার
ও বিশেষত্বকে
বিশেষ ধারায় উদ্ভিন্ন ক'রে তোলে—
শ্রদ্ধায়, জ্ঞানে, বাক্যে, ব্যবহারে, অনুচর্য্যায় ;
অসঙ্গত-বৈষম্য-অপনোদনের বনামে
বৈশিষ্ট্যকে ব্যর্থ হ'তে দিও না
কিছুতেই । ৮ ।

কোন বৈশিষ্ট্যকেই
অবহেলা ক'রো না,
প্রত্যেকেরই বিশেষত্বের
অভিনন্দনী আপ্যায়না নিয়ে চ'লতে থাক—
আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টির সার্থক সঙ্গতির
এক-কথায় সত্তাপোষণী যা'
তা'র ব্যতিক্রম ও বিপর্য্যয় নিয়ে আসে
এমনতর যা'-কিছু ছাড়া,
ঐ বিপর্য্যয়ী যা'
তা'কে নিরোধ ক'রতে হ'লে
নিরোধী অনুচলন নিয়ে
হৃদ্য অনুকম্পাশীল হ'য়ে থাক—

আত্মমর্য্যাদা,
বংশ-মর্য্যাদা,
ও তপোমর্য্যাদার
পুরশ্চরণী অনুদীপনা নিয়ে ;
স্মরণ রেখো—
কা'রও বৈশিষ্ট্যের প্রতি অবজ্ঞা
বা অবহেলা
তোমাকেও অবজ্ঞার পাত্র
ক'রে তুলবে। ৯।

বৈশিষ্ট্যকে লোপাট ক'রে
লুব্ধ-কুলটা-ঔদার্য্যকে
প্রশ্রয় দিতে যেও না ;
যা'তে তোমার আভিজাত্য-উৎকর্ষ-বিশেষত্ব
একটা বিশাল পতনের
শিকার হ'য়ে ওঠে,—
তা'তে তোমার ভাল নেইকো,
কারণ, তা' তোমার বৈশিষ্ট্যকে
পাতিত্যের অঙ্কে আহুতি দেবে,
আর, যা'র লোভে লোপাট দিচ্ছ
তা'কেও বিমর্দ্দিত ক'রে তুলবে ;
যা'র যেমন আভিজাত্য,
তা'ই তা'র ভাল,
প্রত্যেকের আভিজাত্যকে
সমীচীন সম্মানে
অভিনন্দিত ক'রে তোল। ১০।

ব্যষ্টিবৈশিষ্ট্যকে অবজ্ঞা ক'রে
বা ব্যত্যয়ী-আচার-সংবিদ্ধ ক'রে
যে নীতি বা অনুশাসনের অবতারণা
তা' কিন্তু কোন প্রেরিতপুরুষের
সুবীক্ষণী সিদ্ধনীতি বা অনুশাসন নয়কো,
এক-কথায়,
প্রেরিতপুরুষের কথাই নয় তা',
এমন-কি,
তা' মনীষী-বাদও নয় ;
তেমনি প্রকৃতির অস্তিবৃদ্ধিকে
অবদলিত বা বিড়ম্বিত ক'রে
যে নীতি বা অনুশাসনের অবতারণা
তা'ও কিন্তু কোন প্রেরিতপুরুষের
বিধিবীক্ষণী নীতি বা অনুশাসন নয়কো ;
আবার,
শ্রেয়কেন্দ্রিক রাগদ্যোতনাকে উপেক্ষা ক'রে
বা আচার্য্য-অনুরাগকে উপেক্ষা ক'রে
বা সাত্ত্বিক ধৃতিকে বা ধর্ম্মকে
উপেক্ষা ক'রে
সঙ্গতিহারা বাতুল বিপর্য্যয়ী
নীতি বা উপদেশ—
তা'ও কিন্তু কোন প্রেরিতপুরুষোত্তমের
অনুবেদ্য বাণী নয়কো। ১১।

মানুষের কুলকৃষ্টি যেমনতর দক্ষতপা,—
তৎকুলসঞ্জাত জাতকের
বৈধানিক ধাতুর ঔপাদানিক সমাবেশও
তেমনতর প্রায়শঃ। ১২।

কোন কৃষ্টিই তা'র সম্বর্দ্ধনী জলুস
সৃষ্টি ক'রে চ'লতে পারবে না—
যতদিন প্রতিলোম বিবাহ
ও সতীত্বহীনতা
অবাধগতিতে চ'লতে থাকবে। ১৩।

অনুলোম-বিবাহ-সঞ্জাত সন্তান-সন্ততিদিগের
পিতৃপদবীর সহযোগে
জন্মগত পর্য্যায়ী পদের ব্যবহার
নিতান্তই প্রয়োজনীয়,
তা' না ক'রলে
বহুপ্রকার প্রমাদপদক্ষেপে
সমাজের ও বংশের
অপলাপ হ'য়ে উঠতে পারে,
তাই, ঐ পর্য্যায়ীপদকে উল্লেখ না করা
শুধু অপরাধ নয়, পাপও,
কারণ, ঐ গা-ঢাকা ব্যাপারের ভিতর-দিয়ে
প্রতিলোম-সংস্রব ঘটে,
পরিবার ও সমাজের
সাংঘাতিক আঘাত সৃষ্টি ক'রতে পারে,
যদিও তা'দের গোত্র ও বর্ণ
পিতারই গোত্র ও বর্ণ—
পর্য্যায়ী ভেদ থাকা সত্ত্বেও। ১৪।

তোমার জন্ম-উৎস
পবিত্র আচারশীল হো'ক,
জন্ম ও জীবন পরিশুদ্ধি লাভ করুক,

তুমি সাত্বত-আচারশীল
অর্থাৎ সদাচারশীল হও—
বাস্তব কৃতি-চলন নিয়ে,
প্রীতি-অনুস্যূত কৃষ্টি অঙ্কে
তুমি সম্বর্দ্ধিত হও,
আর, ঐ বর্দ্ধনা
তোমার পরিবেশকেও
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলুক ;
তুমি অমৃত লাভ কর। ১৫।

দুনিয়ার আবর্ত্তনে
যেমনই আবর্ত্তিত হ'তে হো'ক না কেন,
সব সময়ই নজর রেখে চ'লো—
বৈশিষ্ট্যপালী, সত্তাপোষণী,
দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী,
কৃষ্টি-পরিচারী বিহিত বিবর্ত্তন
তোমার যেন অব্যাহত থাকে—
সুজনন-সংস্কৃতিকে সৌষ্ঠবমণ্ডিত রেখে,
আবর্ত্তনকে পোষণীয় ক'রে
তোমার সত্তাসংস্কৃতির ;
সংহত হও ইষ্টানুগ চলনে,
বিবর্দ্ধিত হও,
আবর্ত্তিত দুনিয়ার যা'-কিছুর ভিতর থেকেই
পোষণীয় সংগ্রহ কর,
বৈশিষ্ট্যে অটুট থেকে
কৃষ্টি-অনুচর্য্যায় বিবর্ত্তিত হ'য়ে চল ;
এমনতর দক্ষ চলনাই

বিজ্ঞ মস্তিষ্কের পরিচায়ক,
নয়তো, তোমার স্বপ্রতিষ্ঠ অস্তিত্ব
বিলয়ে বিসর্জ্জন লাভ ক'রবে। ১৬।

কৌলিন্যকে ত্যাগ ক'রো না,
বৈশিষ্ট্যপালী আভিজাত্যকে
অবজ্ঞা ক'রো না,
সৎ-সন্দীপনী আচার,
শৌর্য্য-অভিনিষ্যন্দী বিনয়,
সুসঙ্গত বোধিতৎপর বিদ্যা,
ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব,
শ্রেয়ানুচর্য্যী তীর্থ-দর্শন,
ইষ্টানুধ্যায়ী সত্তাপোষণী নিষ্ঠা,
সংস্কৃতি-অনুগ বৃত্তি,
সুকেন্দ্রিক সার্থক তপশ্চরণ,
গণহিতী, প্রবুদ্ধ দান—
কুলমর্য্যাদাসূচক এই নয়টি সহজ সদ্‌গুণকে
স্বতঃ ও সলীল ক'রে রাখ—
সন্তান-সন্ততিতে সংক্রামিত হয়
অভ্যাস ও ব্যবহারের মর্য্যাদার ভিতর-দিয়ে
—এমনতর ক'রে ;
তুমিও বাঁচবে,
সম্বর্দ্ধনার ফাল্গুনী আবহাওয়ায়
উৎফুল্ল হ'য়ে উঠবে তুমি,
সপরিবেশ তোমার সন্তান-সন্ততিও
গজিয়ে উঠবে তেমনি। ১৭।

সতী-সম্ভার-সজ্জিত
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
সার্থক সঙ্গতিপূর্ণ ভূমিতে দাঁড়িয়ে
তোমার বিকাশ ও বর্দ্ধনাকে
অজচ্ছল ক'রে চল,
আর, উচ্ছলতা
তোমার প্রত্যেক পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে
অমনতর ঔজ্জ্বল্যে
উচ্ছল ক'রে তুলুক,
তোমার থাকা ও বাড়ার
সমীচীন ইন্ধনের উপর দাঁড়িয়ে
অর্জ্জনপটু হ'য়ে ওঠ,
আর, বিহিতভাবে
তোমার পরিবেশের প্রত্যেককে
যেখানে যেমন ক'রে যা' ক'রলে
তা'দের স্বস্তি ও বর্দ্ধনা
উৎসারিত হ'য়ে চ'লে,
ব্যক্তিত্ব দক্ষ-যোগ্যতায়
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,—
তেমনি ক'রেই চল,
ভারতের ভূতিতপা বৈশিষ্ট্যই হ'চ্ছে
এমনতর প্রাণন-প্রতিষ্ঠায়,
শুধু ভারতের কেন, সারা দুনিয়ার। ১৮।

সুসংস্কৃত বংশে
জন্মগ্রহণ ক'রেও

যা'রা সংস্কৃতিকে অবহেলা ক'রে
অসংস্কৃত হ'য়ে আছে—
তা'দিগকে সুসংস্কৃত ক'রে তোল,
যা'রা সুসংস্কৃত হয়নি—
স্বভাব ও চরিত্র-চলনে—
তা'দিগকে শিষ্ট-সংস্কারে
সংস্কৃত ক'রে তোল,
বিজ্ঞতা যেখানে অবসন্ন—
সংস্কৃতির বিভা
যা'দের বিবেক-বুদ্ধিতে ধরেনি—
আচার, ব্যবহার ও সংস্কৃতির
সমীচীন শুভ অধি-অয়নে
তা'দের উঁচু ক'রে তোল,
অর্থাৎ ধৃতিপথে কৃতী ক'রে তোল,
সবাই তা'তে অভ্যস্ত হ'য়ে উঠুক—
প্রাজ্ঞপ্রদীপ্ত পরিবেদনায়। ১৯।

যা'রা
আচার্য্য বা পিতামাতার প্রতি
বিশিষ্টভাবে অনুরাগদীপ্ত
সঙ্গ ও সেবা-সমাসীন
না হ'য়ে চলে,
তা'রা প্রায়শঃই
অবৈধ রঞ্জনার খপ্পরেই প'ড়ে থাকে—
তা' পুরুষই হো'ক,
আর, মেয়েই হো'ক ;
যদি সংস্কৃতি-উচ্ছল হ'তে চাও,
সাত্বত জীবনকে

উচ্ছল ক'রে তুলতে চাও,
সবাইকে উজ্জ্বল ক'রতে চাও,—
তবে কখনই
ঐ সেবাসঙ্গতি-সমাসীনতাকে
বিসর্জ্জন দিও না,
তাঁ'তে বা তাঁ'দিগতেই
পরম আনতি-অনুনয়নে
নিবিষ্ট থাক,
সেবাচর্য্যায় নিরত থাক,
সঙ্গে-সঙ্গে
সংস্কৃতি-উচ্ছল হ'য়ে ওঠ,
দেখবে—
অনেক বালাই হ'তে রেহাই পাবে। ২০।

তুমি যতক্ষণ পর্য্যন্ত
তোমার ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যকে
সংস্কৃতি ও কুলসংস্কারের সাথে
সঙ্গতিসম্পন্ন ক'রে
কুলানুশ্রয়ী প্রবণতাগুলিকে
সুসঙ্গত বোধি-পরিপ্রেক্ষায় সমাবেশে এনে
তা'র সুবিন্যাস ক'রতে না পারছ—
তোমার যৌন জীবনকে
তোমার কৌলিক জীবনের সাথে
সঙ্গতিশীল ক'রে,—
ততক্ষণ পর্য্যন্ত
তোমার আভিজাত্যই হো'ক,
আত্মসম্মানই হো'ক,

আত্মজ্ঞানই হো'ক,
কিছুতেই সার্থক হ'য়ে উঠতে পারবে না,
তোমার জীবন-আকৃতিও
অব্যবস্থ হ'য়েই চ'লতে থাকবে,
অচ্যুত শ্রদ্ধা-আলম্বিত হ'য়ে
সুসঙ্গতি নিয়ে
সার্থক বিন্যাসে
তা' স্ফুরিতই হ'য়ে উঠতে পারবে না,
আগল-পাগল ছন্নছাড়া ব্যক্তিত্ব নিয়ে
বসবাস করা ছাড়া
তোমার উপায়ই থাকবে না,
আর, ঐ সুবিন্যাসের মূলসূত্রই হ'চ্ছে—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়ে
অচ্যুত অনুধ্যায়িতা নিয়ে
শ্রেয়স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে
স্বতঃই আত্মনিয়ন্ত্রণশীল হ'য়ে চলা। ২১।

কুল ও কৃষ্টির সৌষ্ঠব যেমন
সহজাত সংস্কারও তেমনতর,
আবার সংস্কার যেমনতর
সার্থক-সঙ্গতিশীল বোধনাও তেমনতর
অন্তর্নিহিত সংস্কারই
বোধি বা বুদ্ধিবৃত্তিকে আহরণ করে—
সঙ্গতিশীল অর্থনায় বিন্যাস ক'রে। ২২।

শ্রেয়শ্রদ্ধ আচরণ, বোধ, বাক্য, ব্যবহার
সন্ধিৎসু উদ্ভাবন-প্রবণতা,

ধর্ম্মপ্রাণ কৃষ্টি-সন্দীপনা,
সত্তাসঙ্গত অদ্রোহী আত্মপ্রসারণা,
সৎসন্দীপী আশ্রিতরক্ষণ,
অসৎ-নিরোধী পরাক্রম—
এর তারতম্য যেখানে যেমনতর,
অভ্যস্ত কৌলিক সংস্কৃতিরও
তারতম্য সেখানে তেমনতর। ২৩।

অশ্রদ্ধা,
অনবধানতা,
অনাচারী অনুচলন,
পরিস্রুত-কৌলিক-মর্য্যাদা-ব্যতিক্রমী
অশিষ্টাচরণ
ও সাধু বীর্য্যবত্তার অভাব,
হীনম্মন্য আত্মম্ভরি গর্ব্বেপ্সা
ও অনুশীলনী সাত্বত কৃষ্টিপরিচর্য্যায় অবহেলা,
বিক্ষিপ্তচিত্ততা,
অবিনয়ী সাহসদর্শিতা,
অননুকম্পিতা,
অশ্রেয়-নিষ্ঠা—
কৌলিক মর্য্যাদা তোমার ব্যক্তিত্বে
কতখানি অধিষ্ঠিত,
তা'র পরিচয়ই হ'চ্ছে
অন্ততঃ ঐ নয় দফাতে। ২৪।

তুমি যতই সক্রিয়-তৎপরতায়
বৈশিষ্ট্যপালী-আপূরয়মাণ-ইষ্ট-অনুরাগে

অধ্যুষিত হ'য়ে
ঐ অধ্যুষিত সম্বেগের ভিতর-দিয়ে
পিতৃ-তর্পণে সার্থক সঙ্গতি লাভ ক'রে,

তোমার যৌন-সংস্কারকে
স্বতঃ-তাৎপর্য্যে
পিতৃ-সংস্কারের সঙ্গে সুসঙ্গত ক'রে তুলবে,—
তোমার আত্মসম্ভ্রমও
আবেগময় হ'য়ে উঠবে ততই,

আর, সঙ্গে-সঙ্গে
সমস্ত বোধায়নী পরিচর্য্যা নিয়ে
আত্মসংরক্ষণী সম্বেগও
জীয়ন্ত হ'য়ে উঠবে—সক্রিয় সম্বেগে,

ফলে, অসৎ-নিরোধী পরাক্রমে
তোমাকে বীর্য্যবান হ'য়ে উঠতেই হবে,

আর, সমস্ত সংস্কারগুলি
অন্ততঃ প্রাথমিক সংস্কারগুলি
অন্বিত হ'য়ে সার্থক সঙ্গতিতে
শ্রদ্ধোষিত উদ্দীপনায়
তোমাকে অসৎ-নিরোধী-বীর্য্যতপা
ক'রে তুলবে ততই ;

এ যা'দের ভিতর হ'য়ে ওঠেনি,
বা যা'দের ভিতর এই সংস্কার
ঘুমন্ত হ'য়ে থাকে,
তা'দের ব্যক্তিত্বের ভিত্তিও ততখানি নিথর—
তা' সে বা তা'রা
যতই প্রজ্ঞাবাদী হো'ক না কেন। ২৫।

যখনই
শ্রদ্ধোষিত পিতৃতর্পণের ভিতর-দিয়ে
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
জীবনের অন্তর্নিহিত পৈতৃক সংস্কার
পরিপুষ্ট হ'য়ে চলে,
উন্নতি লাভ করে,
উদ্গতি লাভ ক'রে,
এবং পিতৃ-মাতৃ-সেবার ভিতর-দিয়ে
এই পিতৃপুরুষের তর্পণ সার্থক হ'য়ে চলে,—
তখনই মানুষের ব্যক্তিত্ব
পিতৃত্বের উদ্গতি-বিকাশে
পরিরক্ষণ, পরিপোষণ ও আপূরণী তাৎপর্য্যে
গুণান্বিত হ'য়ে চলে ;
আর, ঐ পূর্ব্বতন কৌলিক সংস্কারগুলি
সপর্য্যায়ে সার্থক অন্বয়ে
ঐ ব্যক্তিত্বে বিকাশলাভ ক'রে
পূর্ব্বপুরুষের মহিমাময় ব্যক্তিত্বে
মানুষকে অন্বিত ক'রে তোলে ;
আর, অমনি ক'রেই মানুষ নিজের সত্তায়
সেই সত্ত্বে উদ্ভাসিত হ'য়ে
পৈতৃক সম্পদের অধিকারী হ'য়ে ওঠে ;
তাই, পিতৃতর্পণ
প্রতিটি মানুষের পক্ষে এতখানি উপাদেয়। **২৬।**

তুমি যদি পিতৃপুরুষকে স্মরণ ক'রে
তাঁদের শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি না কর,—
তোমার বৈশিষ্ট্য

তদন্বিত বিশেষণায়
বিশেষিত হওয়ার
পোষণাই সংগ্রহ ক'রতে পারবে না,
আভিজাত্য উদাত্ত উৎসারণায়
তোমার ব্যক্তিত্বে
সংস্থিত ও সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে
চ'লতে পারবে না,
যে আত্মোন্নয়নে ব্রতী হ'য়ে চ'লেছ,—
সেই অভিজাত আত্মমর্য্যাদাবোধই
উৎসারণশীল হ'য়ে উঠবে না ;
ঐ অতটুকু করায়
আর কিছু হো'ক বা না হো'ক
এগুলি তো পরিপুষ্টি লাভ ক'রবেই—
যদি তা'র অর্থানুভাবিতা নিয়ে
অনুষ্ঠান কর ;
কোন ব্যাপৃতির আওতায় প'ড়ে
বা যে-কোন রকমেই হো'ক,
তুমি যদি এই অনুষ্ঠানগুলি
উপযুক্তভাবে নাও ক'রতে পার,
তবে আকাশের দিকে
হস্ত উত্তোলন ক'রে
ভাব-আবেগে বল—
'আমার পিতৃপুরুষ !
আমি আকুতি-উৎসারণের সহিত
আমার অন্তরস্থ শ্রদ্ধা
তোমাদের নিবেদন ক'রছি,
তোমরা প্রসন্ন হও',

আবার, নিত্য আহার্য্য-গ্রহণের সময়
ঐ আহার্য্য ইষ্টকে নিবেদন ক'রে
ঐ প্রসাদ
বিগত পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে
অর্পণ ক'রো,
কারণ, তোমার ইষ্টের ভিতরই
সর্ব্বদেবতা মূর্ত্ত হ'য়ে আছেন ;
এতটুকুও যদি কর,—
শাস্ত্রের অনুশাসন
সংরক্ষিত হবে তা'তেই তোমার,
এবং তদনুগ কিছু-না-কিছু
ফলেরও অধিকারী হবেই—
এও শাস্ত্র-অনুজ্ঞা। ২৭।

পিতৃ ও মাতৃ-পুরুষানুক্রমিক
বিহিত ব্যবস্থিত কুলপঞ্জী-সংরক্ষণায়
কখনই ভুল বা তাচ্ছিল্য ক'রো না—
যা'র ভিতর-দিয়ে তোমাদের
জাতক-অনুনয়নী অনুক্রমণা
বিহিতভাবেই সংরক্ষিত হ'তে পারে,—
যদি সঙ্গতিশীল অনুদীপনা-উচ্ছল হ'য়ে
চ'লতে চাও
ও নিজের কুলানুক্রমিকতাকে
অব্যাহত অনুনয়নে
অন্বিত ক'রে
পারিবারিক ও সামাজিক

উচ্ছল অভিদীপনায়
সমন্বিত হ'তে চাও—
আচার-ব্যবহার, শিক্ষাদির
সমীচীন সৌষ্ঠবকে
উন্নতিশীল ক'রে ;
ঐ কুলপঞ্জীর সংরক্ষণার
গোড়াতেই আছে
ঐতিহ্যের সংস্কার-সংরক্ষিত
সঙ্গতিশীল সন্দীপনা
যা' সমস্ত অবসাদকে
অতিক্রম ক'রে চ'লতে পারে। ২৮।

ব্যত্যয়ী আভিজাত্য
বিকৃত বংশগতির সম্ভাব্যতাকেই
সূচিত ক'রে। ২৯।

মানুষ যখন নিজেদের
অভিজাত গৌরবকে অবহেলা ক'রে
অন্যের আভিজাত্যে আনত হ'য়ে
কৃতার্থ হ'য়ে উঠতে চায় বা ওঠে,
তখন থেকেই
তা'র পূর্ব্বতনী গোত্র-প্রকৃতি
অশ্রুসিক্ত অবমাননায় অবদলিত হ'য়ে
বিদায় গ্রহণ ক'রে থাকে,
উৎসও অন্ধ-তাৎপর্য্যে
ধিক্কার-কম্পিত হৃদয়ে
অস্তল চলনেই চ'লতে থাকে। ৩০।

সৎকুল অর্থাৎ যে-কুল কোনপ্রকারেই
ব্যতিক্রান্ত হয়নি,
তা'র লক্ষণ হ'চ্ছে—
বংশানুক্রমে অভ্যস্ত বিশ্বস্তি-সংসিদ্ধ
অচ্যুত শ্রেয়ানুরতি,
শান্ত, দান্ত, ক্ষমাপ্রবণ, শুচি,
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়সম্পন্ন চরিত্র,
তপানুচর্য্যী অনুশীলন,
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক আভিজাত্যবোধ
ও আপ্যায়না,
সন্ধিৎসাপূর্ণ বোধায়নী প্রবৃত্তি,
স্বার্থনিরপেক্ষ সমঞ্জসা গণহিতী প্রবোধনা
ও সদনুশাসিত চলন ;
এগুলির অভাব যেখানে যত
কৌলিক অবনতিও সেখানে তত। ৩১।

তোমাদের দৈনন্দিন ব্যবহার্য্য শব্দগুলি
যেন তা'ই-ই হয়—
যে শব্দগুলিতে
সন্ধিৎসা-অভিনিবিষ্ট হ'লেই
তোমার বৈশিষ্ট্য ও আভিজাত্যের
স্মারক হ'য়ে ওঠে সেগুলি,
তোমার কুলমর্য্যাদা, আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টি
ক্রম-অনুধ্যায়িতায় গ্রথিত হ'য়ে
সার্থক-সন্নিবেশে নিবিষ্ট হ'য়ে ওঠে,
অন্তর্নিহিত জৈবী-সংস্থিতিও
উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে—

স্বীয় অনুস্রোতা অভিব্যক্ত বৈশিষ্ট্যে ;—
আর, তা'ই-ই ভাল,
তাই, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ
পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ'' । ৩২ ।

আত্মসম্ভ্রম আভিজাত্যে যতক্ষণ
সঙ্গতিলাভ না করে—
সম্যক্-বিনায়নী তৎপরতায়,
সুকেন্দ্রিক, সৌজন্যপূর্ণ
আপ্যায়নী বাক্, ব্যবহার
ও অনুচর্য্যী উদ্‌গতি নিয়ে,—
ততক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মসম্ভ্রম-তাৎপর্য্যই
অন্তরে বিকশিত হ'য়ে ওঠে না ;
আর, আত্মসম্ভ্রম মানেই হ'চ্ছে
পূর্ব্বপুরুষের বিনায়িত সঙ্গতি-সহ
সম্ভ্রমাত্মক স্বমর্য্যাদার আত্মবিনায়ন—
নিরভিমান হ'য়ে । ৩৩ ।

তোমার আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
অনুশীলন-উৎসৃষ্ট আভিজাত্যে গোঁড়া থাক—
উৎসৃতি-তৎপর হ'য়ে,
আর, সাত্ত্বিক অনুবেদনী তৎপরতায়
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
লোকবর্দ্ধনী অনুচর্য্যী অনুক্রিয়তায়
উদার হ'য়ে ওঠ তুমি—
সমীচীন বিন্যাস-তৎপর হ'য়ে,

মনে রেখো—
প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মত সম্বর্দ্ধনশীল—
আভিজাতিক কৃষ্টি-কর্ষণায়। ৩৪।

তুমি যদি তোমার আভিজাত্যের
সশ্রদ্ধ অনুচর্য্যা-পরায়ণ না থাক,
ঐতিহ্যের অনুসেবী না হও,
কুলাচারকে পরিপালন না কর,
নিজের বৈশিষ্ট্যে
সম্মান-সন্দীপী তৎপরতা নিয়ে
অন্যের বৈশিষ্ট্যে শ্রদ্ধা না রাখ,—
ঠিক জেনো—
তোমার ঐ ব্যত্যয়ী চলন
বিকৃতপন্থী ক'রে
অনর্থে অর্থান্বিত হ'য়ে
তোমার সন্তান-সন্ততিকেও
দুষ্ট ব্যভিচারগ্রস্ত ক'রে
তুলবেই কি তুলবে ;
ঐ বিকৃতি-প্ররোচী লুব্ধ
বাতুল মত্ততায় অভিভূত হ'য়ে
অস্তিবৃদ্ধি খাবি খেয়ে
হাপুশিয়ে উঠবেই ;
তা' ছাড়া,
ঐ বিষাক্ত ছন্ন মদমত্ত প্ররোচনা
পরিবেশকেও সংক্রামিত ক'রে
অধঃপাতের আশ্রয় ক'রে তুলবে ;
সর্ব্বনাশ শাতন-শাসনে

সপরিবেশ তোমাকে
পদদলিত ও বিমর্দ্দিত ক'রেই
চ'লতে থাকবে। ৩৫।

যা'ই কর, আর যেমনই থাক—
তোমার গোত্র-গরিমা ও আভিজাত্যকে
ভুলে যেও না,
ঐ সশ্রদ্ধ আনতি
তোমার স্মৃতিকে জাগ্রত ক'রে
তোমার অন্তরে তাঁ'দিগকে
আরোতরে যেন প্রতিষ্ঠা করে,
তোমার সর্ব্বতঃ-সম্বর্দ্ধনা
তাঁ'দেরই উদ্বর্দ্ধনা—মনে রেখো ;
যা'রা ঐ গোত্র-গরিমাকে অবহেলা করে,—
তা'রা ঈশ্বরকেই অবহেলা ক'রে থাকে ;
তাঁ'রই কৃপা-তাৎপর্য্যেই
তোমার ক্রম-আবির্ভাব। ৩৬।

যা'রা নিজের রক্তকে অবজ্ঞা করে,
অস্বীকার করে,
পূর্ব্বপুরুষকে অস্বীকার করে,
গোত্র, উৎস ও আদর্শ পুরুষদিগকে
অস্বীকার করে,—
তা'রা যে মতবাদ বা ধর্ম্ম'ই
গ্রহণ করুক না কেন—
তা'রা বিশ্বাসঘাতক তো বটেই,—
গণদ্রোহী, ঈশ্বর-বিদ্রোহী,

তা'রা ঈশ্বরের উপাসনা করে
কৃতঘ্ন নৈবেদ্যেই—
উৎক্রমণী নীতিবিধিকে
অবজ্ঞা ও অস্বীকার ক'রে ;
আর, যা'রা যে-মতবাদই গ্রহণ করুক না কেন,
আর, যে-ধর্ম্মেই নিয়ন্ত্রিত হো'ক না কেন,
নিজের রক্ততে শ্রদ্ধাবান
গোত্র ও পূর্ব্বপুরুষে শ্রদ্ধাবান
উৎস ও আদর্শ-পুরুষদিগেতে শ্রদ্ধাবান—
তা'রা সুষ্ঠু ও সততা-পন্থী,
ঈশ্বরে সহজ আস্থাবান। ৩৭।

তুমি তোমার পূর্ব্বপুরুষের
জীবনপ্রস্রবণেরই একটি উদ্গম,
তোমাতে তোমার পূর্ব্বপুরুষের
সত্তানুসজ্জিত সংবোধ-সংস্কৃতি
জন্মতাৎপর্য্যে নিহিত হ'য়ে আছে,—
তা' খানিকটা ঘুমন্ত হ'য়ে
আবার খানিকটা সজাগ সঙ্গতি নিয়ে,
এক-কথায়
তুমি তোমার পূর্ব্বপুরুষেরই
অস্তিত্বধারার একটা উদ্গতি ;
তাই, গোত্রীয় আভিজাত্য
তোমার কাছে নিতান্তই অপরিহার্য্য—
যা'র স্মরণ ও করণে
অভিজাত উদ্বোধনায়
অভ্যাসে পুনরুজ্জীবনে

তোমার বিবর্ত্তন
আবর্ত্তনী স্ফুরণে
ফুটন্তই হ'য়ে উঠবে,
চ'লবেও তেমনি ;
তাই, গোত্র-আভিজাত্য-গৌরব
যেন তোমার কাছে পূত হ'য়ে ওঠে—
প্রতিপ্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য
ও আভিজাত্যের প্রতি
সুসঙ্গত, সক্রিয় শ্রদ্ধানুচর্য্যা নিয়ে,
তোমার প্রতিটি কর্ম্ম যেন
তোমার পিতৃপুরুষেরই তর্পণ হ'য়ে দাঁড়ায়,
তাঁ'রা যেন সার্থক হ'য়ে ওঠেন তোমাতে। ৩৮।

পূর্ব্বপুরুষে শ্রদ্ধাবনত আনতি নিয়ে
অভিজাত অনুবেদনী অনুশীলনায়
তৎপর থেকে—
তোমরা প্রত্যেকেই
নিজ নাম, গোত্র, বর্ণানুগ পদবী
যথা শর্ম্মা, বর্ম্মা ও ভূতি
এবং থাকের
সুসঙ্গত ইঙ্গিত-সমন্বিত বাক্যের সহিত
নিজের নাম ও পরিচয়
জ্ঞাপন ক'রতে অভ্যাস কর,
এই অভ্যাসের ফলে
কুল-বৈশিষ্ট্যানুগ কর্ম্ম, বিবাহ
ও লোকের কাছে পরিচিতি ব্যাপারে
অনেকখানি সাহায্য ক'রবে,

সুবিধাও পাবে যথেষ্ট ;

আর, আত্মপরিচয় ভাঁড়িয়ে

কখনও অন্যের বর্দ্ধনায় প্রলুব্ধ হ'য়ে

তদনুগ রকমে নিজেকে

লোকের সামনে

উপস্থাপিত ক'রতে যেও না,

এটা কিন্তু আত্মঘাতী চলন,

—এই চলনে,

তোমার ভাঁড়ামির ভুলে

সবংশ ও সরাষ্ট্র তোমাকে

ক্ষোভান্বিত ক'রে তুলবে তুমি ;

মনে রেখো—

অন্যের আভিজাত্য হ'তে

তোমার আভিজাত্য কোন-অংশেই কম নয়,

তা'র বৈশিষ্ট্য

তোমার কাছে যেমন আদরণীয়,

তোমার বৈশিষ্ট্যও তা'র কাছে

তেমনি আদরণীয় ও প্রয়োজনীয় ;

আভিজাত্য-অনুবেদনায়

বৈশিষ্ট্যপালী কৃষ্টি

স্ফোটন-আগ্রহান্বিত হ'য়ে থাকে—

ব্যক্তিত্বকে বিশুদ্ধ ও সুসংহত ক'রে ;

যেখানে শ্রদ্ধা,

যেখানে কৃষ্টি,

যেখানে বৈশিষ্ট্যপালী অনুবেদনায়

তপশ্চরণী আত্মনিয়মনের ভিতর-দিয়ে

নিজেকে যোগ্যতর ক'রে
তোলার অভিদীপনা,—
ঈশ্বর সেখানেই স্ফোটন-সম্বেগী,—
বিবর্ত্তনের জীবন-প্রসাদ। ৩৯।

তোমার মৌলিক উদ্গম
যে কুল বা গোত্র হ'তে—
তুমি সেই কুল বা গোত্রেরই
অভিজাত সন্তান,
আর, তা'রই পুরুষ-পরম্পরা
তোমার প্রাক্-পিতৃপুরুষ,
তোমার ধমনীতে যে-রক্তস্রোত
প্রবাহিত হ'চ্ছে
তা' অনুক্রমণ-তৎপরতায়
তাঁদেরই অনুস্রাবী;
তাঁদের সাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যকে অবজ্ঞা ক'রে
তাঁদের মর্য্যাদাকে লোপ ক'রে
যে-বাদের অনুবর্ত্তী হ'য়েই
ঈশ্বরোপাসনা ক'রতে যাও না কেন,
ঐ উপাসনার গোড়ায় গলদ
হ'য়ে উঠল সেখানে,
তুমি ব্যত্যয়ী বিচ্ছিন্ন সংস্কারে
পদক্ষেপ ক'রলে—
যে-সংস্কার তোমার মৌলিক-আবির্ভাবকেই
অস্বীকার ক'রে চ'লছে;
যা'ই করুক না কেন,
যেমনই চলুক না কেন,

এই মৌলিক ধারাকে অভিঘাত ক'রে
বা অস্বীকার ক'রে
যা'রা অন্য গোত্র বা বংশের নামে
পরিচিত হ'তে চায়,

তা'রা ঘৃণ্য, কৃতঘ্ন, ছন্ন
ও ছিন্ন আভিজাত্য নিয়েই চ'লে থাকে ;

কুলকে যা'রা অস্বীকার করে,
ঈশ্বরকে তা'রা যে-রকমেই
স্বীকার করুক না কেন,
তা'র ভূমিই হ'চ্ছে—
ঐ অবিশ্বস্ত চর্য্যা—
অস্বীকার,

এক-কথায়, সুস্রোতা গোত্র
বা বাস্তব ধারাকে অস্বীকার করা মানে—
ঈশ্বরকেই অস্বীকার করা,
তা' যা'রা করে,
তা'রা পরধর্ম্মী
অর্থাৎ শাতন-ধর্ম্মী ;

তাই, যা'রা নিজের কুল বা বংশকে
অস্বীকার ক'রে
অন্য বংশের তক্‌মায় চ'লে থাকে,
ঈশ্বর ও সমগ্র মানব-মণ্ডলীর
অভিশাপগ্রস্ত হ'য়েই চলে তা'রা ;

যে-ই হও, আর যা'ই হও,
লৌকিক ধারা যেন অব্যাহত থাকে,
আভিজাত্য যেন সুস্রোতা হ'য়েই চলে,
তাহ'লে

পিতৃপুরুষের আশিস্-নিয়মনায়
ঈশ্বরের কৃপাপাত্র হ'য়ে ওঠার
পথ তোমার
উন্মুক্তই থাকবে ;
ঈশ্বর সবারই আপ্ত,
ঈশ্বর সবারই স্বীকার্য্য,
ঈশ্বর সবারই আত্মিক-সম্বেগ। ৪০।

দ্বিজাধিকরণান্তর
অর্থাৎ, চলতি-কথায় ধর্ম্মান্তর হ'লেই
জাত যায় না—
যদি কেউ পঞ্চবর্হি ও সপ্তার্চ্চি
পরিপালনশীল থাকে,
আবার, বর্ণ-ব্যতিক্রমী কর্ম্ম ক'রলেই
বর্ণান্তর হয় না—
যতক্ষণ অন্তরস্থ মৌলিক সংস্কৃতি-সম্পন্ন
জৈবী-ধর্ম্মের ব্যত্যয় না ঘটে,—
যদিও অমনতর কর্ম্ম দূষণীয়,
প্রায়শ্চিত্তার্হ। ৪১।

পূর্ব্বপুরুষ ও তাঁদের কৃষ্টিকে
অবজ্ঞা ক'রে
অন্য দ্বিজাধিকরণ-মতবাদকে
গ্রহণ করা মানেই হ'চ্ছে—
নিজের রক্তের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা,
তাই, তা' নিকৃষ্ট পাতিত্য ;
পৃথিবীতে এমনতর দ্বিজাধিকরণ,

প্রেরিত বা অবতার মহাপুরুষের বাণী
বা মতবাদ নাই
বা হবেও না—
যা' পূর্ব্বপুরুষ-নিঃসৃত
নিজের রক্তের প্রতি বিশ্বাসঘাতক
ক'রে তোলে,
কিন্তু পূর্ব্বপুরুষ ও তাঁ'দের কৃষ্টিকে
অবজ্ঞা না ক'রে
যে-কোন মতবাদকেই
নিজ দাঁড়ায় আত্মীকৃত করা যাক্ না কেন,
তা' পাতিত্য তো নয়ই,
বরং তা' উৎকর্ষ-আমন্ত্রণী। ৪২।

ভগবান ব্যাস, বশিষ্ঠ, গৌরাঙ্গ
রামকৃষ্ণদেবের দেশে জন্ম নিয়ে
আভিজাত্যের অভিমান বলি দিয়ে
বা অন্তরে বহন ক'রেও—
বোঝা যায় না যা'-কিছু
লেলোখ্যাপার মতন
সেখানে আজগবী ঋষিত্ব ও মহর্ষিত্ব
আরোপ ক'রে
নিজেকে ধন্য মনে করা—
জাতির পক্ষে দুর্দ্দান্ত দুর্লক্ষণ,
তা' কি আর কইতে ?
আর, এই হ'চ্ছে
সাংস্কৃতিক পরাভূতির ক্রূর নিদর্শন। ৪৩।

পূরয়মাণ প্রেরিত, তথাগত
বা অবতার-পুরুষ যাঁরা, ঋষি যাঁরা—
তাঁদের নৈতিক নিয়ন্ত্রণ পর্য্যালোচনা ক'রলে
সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যায়,

সত্তাসম্বর্দ্ধনার অন্তরায়ী
যা'-কিছু আচার, ব্যবহার বা অনুষ্ঠান
সেগুলিকে দেশ, কাল, পাত্র-ভেদে
কঠোর শাসনে
নিরোধ ক'রতে চেষ্টা ক'রেছেন,

আবার, নীতিবিরুদ্ধ হ'য়েও
সত্তা-সম্বর্দ্ধনার
পরিপোষক যা'-কিছু
তা'র নিয়ন্ত্রণী শাসন তেমনতরই
লঘু ক'রে দিয়েছেন,

তেমনি সত্তা-সম্বর্দ্ধনার উৎকর্ষী যা'—
প্রশংসায় পুরস্কারে
এমনতরই প্রবুদ্ধ ক'রে তুলেছেন
যা'তে গণ-হৃদয় প্রেরণাপুষ্ট হ'য়ে
আত্মপ্রসাদী অভিনন্দনায়
নিজেকে সেই চলনে চলন্ত ক'রে তুলতে
দীপন সম্বেগে সপরিবেশ নিজেকে
উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে ;
তাই, যেমন ক'রেই যা'ই কর না কেন,
বৈশিষ্ট্যকে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যী নিয়ন্ত্রণে
যতই উৎকর্ষাভিমুখী ক'রে তুলবে,—
ঈশ্বরের অমৃত-আশিস্

সঙ্কর্ষণী আবেগে
হাত ধ'রে তুলবে তোমাদিগকে ততই। ৪৪।

ব্রাহ্মণ্য-কৃষ্টির অনুদীপনী অনুসরণে
সুতপা আভিজাত্য-বোধের প্রাখর্য্য,
বৈশিষ্ট্যানুগ পর্য্যায়ী শ্রেণী-নিবন্ধতা
ও সত্তাপোষণী সংস্কৃতি
প্রতি ব্যক্তির ভিতর সঞ্চারিত হওয়ায়—
শ্রদ্ধোষিত অনুসরণ, অনুকরণ ও অনুশীলনে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে
প্রতি ব্যক্তিতে একটা ক্রম-উদ্বর্দ্ধনী সম্বেগ
সচল তাৎপর্য্যে চলৎশীল থাকে—
অপকর্ষী ও প্রতিকূল যা'-কিছু
তা'কে পরিবর্জ্জন ক'রে ;
কিন্তু বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
যে-আদর্শের অনুসরণে
ব্রাহ্মণ্য-কৃষ্টি দানা বেঁধে ওঠে—
তা'র অনুসরণ ও অনুশীলন যদি না থাকে,
তবে ঐ ব্রাহ্মণ্য অর্থাৎ বর্দ্ধনী-কৃষ্টিও সেখানে
অপবর্ত্তনেই নেমে চলে। ৪৫।

দাম্ভিক হ'য়ো না,
অহঙ্কার ক'রো না,
কাউকে ঘৃণাও ক'রতে যেও না,
কিন্তু নিজের আভিজাত্য-মর্য্যাদা,
ঐতিহ্য-মর্য্যাদা,
বাক্য ও ব্যবহারের তদনুগ বিনয়ী বিন্যাস

ও সেবাতৎপর সহজ চলনা—
যা' তোমার বৈশিষ্ট্যকে
মর্য্যাদাশীল ক'রে রেখেছে,—
তা'কে কখনও বিসর্জ্জন দিতে যেও না,
তোমার সাত্ত্বিক মর্য্যাদা
যা' আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
বংশানুক্রমিকতায় অনুস্রোতা হ'য়ে চ'লেছে—
তা'র তক্‌মাই কিন্তু ঐ,
আর, এর ব্যতিক্রম যেখানে
তা' কিন্তু ব্যতিক্রমকেই নির্দ্দেশ করে। ৪৬।

আদর্শ, কৃষ্টি ও ধর্ম্মের
সার্থক সঙ্গতি-অনুসৃত
অভ্যাস, আভিজাত্য, ঐতিহ্য ও কুলাচারের
যতখানি পরাভব হয়,—
ততখানি অন্যের প্রভাবও
আমাদের উপর স্থায়ী হ'য়ে দাঁড়ায়,
এমন-কি
বিজাতীয় ভাব, ভাষা, বোধ
রীতি, নীতি, পদ্ধতিও
অন্বিত সঙ্গতিহারা রকমে
প্রভাবিত করে আমাদের—
ঐ আদর্শ, কৃষ্টি
ও ধর্ম্ম-সম্মত আভিজাত্যে
পরিপাচিত না হ'য়ে। ৪৭।

বাদের ধার না ধেরে
বোধের ধার ধেরে
সত্তাকে সংহত ও সম্বর্দ্ধিত করা—
প্রাচীন সূত্রসঙ্গত, আপূরয়মাণ আদর্শ, কৃষ্টি
ও বৈশিষ্ট্যের পথে,
এবং তা'রই অনুপূরণী ও অনুপোষণী
যা'-কিছুকে গ্রহণ করা
নিজের মত ক'রে,—
এই হ'চ্ছে সব্যষ্টি জাতীয় জীবনের
উৎকর্ষী অভিযান। ৪৮।

তোমার কৃষ্টিগত আচারকে অবজ্ঞা ক'রে
অন্য জাতীয় আচারে যতই
অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবে,—
তোমার ব্যক্তিত্বের
নিজত্বকে অপদস্থ ক'রে
সেই জাতিত্বে আত্মসমর্পণ করার
সম্ভাবনা ততই বেশী,
তাই, সাবধান হও,
তোমার কৃষ্টি অচ্যুত রেখে
চিন্তা, বাক্ ও চলনে
তোমার ব্যক্তিত্বকে সুদৃঢ় ক'রে তোল,
সুষ্ঠু সম্বর্দ্ধনায় গরীয়ান থাকবে। ৪৯।

জাতির তিনটি উপাদান—
সংস্থিতি, প্রকৃতি আর রকম,

সংস্থিতি-অনুযায়ী হয় প্রকৃতি
অর্থাৎ করার ভাব,
আবার, প্রকৃতি-হিসাবে হয় রকম,
রকম হ'ল বিশেষত্ব
অর্থাৎ
peculiarities or particularities,
এই তিনটি সমবায়ী সমাবেশই হ'ল
জাতব্যক্তিত্ব,
আর, এই রকমারির সদৃশ বিভিন্ন
এক-জাতীয় পর্য্যায়ই এক-এক বর্ণ ;
জাতব্যক্তিত্বকে সসহযোগী সমাবেশে
পরিপালন, পরিপোষণ, পরিপূরণ
করাই হ'চ্ছে কৃষ্টি-তাৎপর্য্য। ৫০।

যদি কেউ নিজের জাতিগত বৈশিষ্ট্য,
বর্ণগত বৈশিষ্ট্য,
ও সদাচার-সমন্বিত কুল-বৈশিষ্ট্যকে
প্রবৃত্তিপ্রলুব্ধ, আত্মঘাতী
তথাকথিত ঔদার্য্যের বাহানায়
ব্যাহত করে বা বিসর্জ্জন দেয়,
তা' দিক্,
তুমি কিন্তু তা' ক'রতে যেও না,
কারণ, ঐ সত্তাসঙ্গত ধর্ম্ম-বৈশিষ্ট্য হ'তেই
তুমি অভিব্যক্ত হ'য়েছ,
তা'কে অপঘাত করা মানেই হ'চ্ছে—
তোমার ক্রমান্বয়ী, পর্য্যায়ী উদ্ভবের
স্ফোটনতাৎপর্য্যতে অভিঘাত হানা,

নিজের পায়ে নিজেই কুড়োল মারা ;
তুমি তো অন্যের বৈশিষ্ট্য-পরিপালী হবেই,
নিজের বৈশিষ্ট্যকে
অব্যাহত, অটুট, সম্বর্দ্ধনশীল রেখে—
শ্রদ্ধোৎফুল্ল দীপন-উল্লাসে ;
—জীবন-চলনায়
সার্থকতার ভিত্তিই ওখানে। ৫১।

জীবজগতের মত
জাতীয় জীবনও পরাবর্ত্তনশীল,
কিন্তু প্রাচীন বা পূর্ব্বতন
পিতৃপুরুষগণের সঙ্গে
যোগসূত্র যদি ঠিক না থাকে,
তাহ'লে
জাতির কৃষ্টিধারার ক্রমাগতি
ও বিকাশ ব্যাহত হয়,
সেইজন্য, আচার, ব্যবহার,
কথা, কর্ম্ম ও চিন্তায়
ঐ প্রাচীনের সঙ্গে সাত্ত্বিক সঙ্গতি
যা'তে অক্ষুণ্ণ থাকে,—
সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে ;
শক্তিমান পুরুষেরা
জাতীয় জীবনকে
যেমনভাবে প্রভাবিত ও পরিচালিত করেন,
ধীরে-ধীরে সেই ধারাই
প্রবর্ত্তিত হ'তে থাকে,
তাই, তাঁদের আচার, আচরণ ও মনন

যদি ঐ প্রাচীন বা পূর্ব্বতন
পিতৃপুরুষগণের
ঐতিহ্যের ভিত্তির উপর
সুপ্রতিষ্ঠিত না হয়,
তাহ'লে জাতিও বিচ্যুত হ'য়ে পড়ে—
ঐ ঐতিহ্যের পরাবর্ত্তনী প্রবাহ থেকে। ৫২।

তোমার স্ফুরণই হ'য়েছে
কৌলিক আভিজাত্যকে ভিত্তি ক'রে,
আর, এই আভিজাত্য
নানান ধাঁচে, নানান নক্সায়
বংশানুক্রমিকতায় স্ফুরিত হ'য়ে
বর্ত্তমানকে ভবিষ্যতে স্ফুরণ ক'রতে চ'লেছে,
তাই, এই আভিজাত্য-প্রভাব
তোমার রক্তেই নিহিত আছে—
তা' তুমি
যে-কোন দ্বিজাধিকরণেরই
অন্তর্গত হও না কেন,
অন্বিত বোধিসঙ্গতিতে
এই আভিজাত্যকে সত্তাপোষণী ক'রে
যতই সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারবে—
তোমার বংশানুক্রমিক বৈশিষ্ট্যের
বিশেষ বর্দ্ধন-নিয়ন্ত্রণে,
তা'তে তুমি তো শ্রেয়বান হ'য়ে উঠবেই,
আর, ঐ বৈশিষ্ট্যের অনুচর্য্যায়
তোমার পরিবেশকেও ততই

শ্রেয়-সন্দীপিত ক'রে তুলতে পারবে—
প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের স্ফুরণে,
এবং অন্যের বৈশিষ্ট্যের পোষণে
তুমিও তাজা হ'য়ে উঠবে ;

আবার, যেখানে
আত্মঘাতী বিশ্বাসঘাতক প্রবৃত্তি
উচ্ছল হ'য়ে চ'লেছে,
সেই প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
যদি অসৎ-দীপনার নিরসন ক'রে তুলতে পার—
নিজ মন্ত্রণী চলনের অভিব্যক্তি না দিয়ে
তাদের কাছে,

তবে অনেকটা
সংশোধন হ'তে পারে তা'দের,
ঐ আভিজাত্যকে বিকেন্দ্রিক ব্যতিক্রমে
অপঘাত করার মানেই হ'চ্ছে
তোমার শ্লথ, দুর্ব্বল অভিভবমনা ব্যক্তিত্বকে
খান্-খান্ ক'রে ভেঙ্গে বিচূর্ণ ক'রে
বাঁধনহারা লোল নগণ্য ক'রে তোলা,

আবার দানা বেঁধে ওঠা
ঐ প্রকৃতির কোলে দাঁড়িয়ে—
কঠিনই হবে তোমার ;
তোমার সম্প্রদায় যাবে,
সমাজ যাবে,
বৈশিষ্ট্য যাবে,
জাতি, রাষ্ট্র সবারই
দোধুক্ষিত অন্তরে
অন্যের খাদ্যোপকরণ হওয়া ছাড়া

পথই থাকবে না,
ভাব, বোঝ,
বিবেচনায় যা' ন্যায্য মনে কর,
তা'ই কর। ৫৩।

ডালিমকে আম ক'রতে যেও না,
অর্থাৎ, এক জাতি বা রকমকে
অন্য রকম ক'রতে যেও না,
উৎকৃষ্টকে অপকৃষ্ট ক'রতে যেও না,
বরং বর্ণবৈশিষ্ট্য-মাফিক
বিহিত বিনায়নে
সব দিক্-দিয়ে
যা'তে তা' উন্নততর হয়,
পোষণ-পরিচর্য্যায়
তা'ই ক'রে তোল—
সর্ব্বতঃ সম্বর্দ্ধনায়,
আর, তা'তেই তা'র সার্থকতা ;
ডালিমকে আম করবার সম্ভাবনা
যদি কোথাও পাও,
বিশেষভাবে অবহিত হ'য়ে দেখো
তা' হয় কিনা,
তা'র সম্ভাবনা যদি থাকে—
আর, ডালিমের সত্তাটাকে গালিয়ে
তা'কে যদি আমেই পর্য্যবসিত কর,—
ডালিমকে হারিয়েই তা' ক'রতে হবে ;
বুঝে চ'লো। ৫৪।

সবাই সমান—
এর চাইতে ভ্রান্ত ধারণা
আর কী হ'তে পারে ?
—যা' প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে
কোথাও দেখা যায় না,
একটা গাছের দু'টো পাতাও নয়—
একটা মাথার দু'টো চুলও নয়কো—
প্রয়োজন ও পুষ্টিতেও নয়কো ;
আবার, এই ধারণা দৃষ্টিকে
এমনতরই অন্ধ ক'রে তোলে—
এই ভাব-অভিভূতিতে—
যা'তে পরস্পর পরস্পরের কাছে
প্রত্যাহত না হ'য়েই পারে না,
স্বার্থ-সংঘাত অনিবার্য্য হ'য়ে ওঠে,
অধিগমনী আকূতি শ্রদ্ধাহারা হ'য়ে
বিকৃত ও ক্ষুণ্ণ হ'য়ে ওঠে,
সংহতির অপলাপ ঘ'টে থাকে তা'তে,
নীতি, বিধি ও নিয়ন্ত্রণ
বিকৃত না হ'য়েই পারে না,
জনপদ
শ্লথ, ক্ষুদ্রস্বার্থী, যোগ্যতাবিহীন
হ'য়ে ওঠে অনিবার্য্যভাবে,—
ফলে, গণবীর্য্য, গণসংহতি,
বিবর্ত্তনী গণ-সম্বর্দ্ধনার
অবগুণ্ঠিত হ'য়ে
অশ্রুপাত করা ছাড়া
পথই থাকে না,

আর, শাস্তিই তখন শাসনকে
নিয়ন্ত্রণ ক'রতে বাধ্য হয়,
অব্যবস্থিতি, বিকৃতি, বিপর্য্যয়ে
আত্মবিক্রয় ক'রে
বিনাশের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করা ছাড়া
জনগণের আর পথ থাকে না,
কারণ, সমত্বের দাবী যেখানে যত—
দূরত্বও সেখানে তত,
কিন্তু মমত্বের বোধ যেখানে যত
মিলনও সেখানে তত,
তাই, কেউ কা'রও সমান হয় না
বরং সদৃশ হ'তে পারে ;
উৎকর্ষিত হ'তে হ'লেই
উৎকর্ষকে অনুসরণ করা চাই—
সশ্রদ্ধ পদক্ষেপে,
আবার, উৎকর্ষের প্রাদুর্ভাবও যা'তে
সমাজে সমূহ হ'য়ে ওঠে
নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাও চাই তেমনি,
নয়তো, নিকেশ আত্মবিকাশ ক'রে
ধিক্কারে বুভুক্ষু হ'য়ে চলে ;
সাবধান হও। ৫৫ ।

শীল ও কৃষ্টি যেখানে অবমানিত
সাত্ত্বিক সংস্কৃতিও অবগুণ্ঠিত সেখানে। ৫৬ ।

কৃষ্টি যদি সত্তায় সংহত না হয়—
সার্থক অন্বিত তাৎপর্য্যে,

সাত্বত বর্দ্ধনায়
বাস্তবে,—
তা' কিন্তু অনাসৃষ্টিরই
কুৎসিত বর্ষণ। ৫৭।

কৃষ্টির বা কৃষ্টিপুরুষের
পবিত্র গুরুগৌরবী উপস্থাপক
যদি না হ'তে পার—
ব্যত্যয়ী অনুচর্য্যায়
তাঁকে জীর্ণ ক'রে তুলো' না,
সর্ব্বনাশে সব সম্পদ্ হারাবে
ব্যষ্টি ও সমষ্টিসহ—
বিধ্বস্ত বিধৃতির সর্ব্বনাশা তলছা টানে। ৫৮।

কৃষ্টির আদর্শ চরিত্রগুলির
ব্যঙ্গ-অভিব্যক্তি
গণ-সমাজে পরিবেষণ করা মহাপাপ,
ওতে
ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও সম্বর্দ্ধনাকে অবজ্ঞা ক'রে
প্রত্যেকের অন্তর থেকে,
অশ্রদ্ধায় গলা-ধাক্কা দিয়ে
ঋদ্ধি ও শক্তিকে
জাহান্নমের দিকে এগিয়েই দেওয়া হয়। ৫৯।

কৃষ্টিবৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে
অপঘাত ক'রে

যে-দেশের, যে-সমাজের
যে-সম্প্রদায়ের বা যে-পরিবারের
ভাব, ভাষা এবং স্ত্রীগণকে
ব্যতিক্রমে বিচ্ছিন্ন ক'রে তোলা যায়
বা বল-প্রয়োগে পরচর্য্যানত
ক'রে তোলা যায়,--
অতি সত্বরই সেই দেশ
সেই সমাজ
সেই সম্প্রদায় বা পরিবার
নির্ব্বংশের বংশ বৃদ্ধি ক'রতে থাকে—
অপহৃতের আমদানী-আতিশয্যে। ৬০।

সাত্বত প্রাচীন ঐতিহ্য যেগুলি—
সেগুলিকে
সম্যক্ অনুনয়নে বিনায়িত ক'রে
সম্মুখের দিকে এগিয়ে চল ;
প্রাচীন বর্ত্তমানেরই উৎস। ৬১।

যা'রা প্রণম্যদের প্রণাম করে না—
সে-প্রণম্য ছোটই হো'ক
আর বড়ই হো'ক,
হীনম্মন্যতাই তা'দের অমাত্য ;
উন্নতি তা'দের
হীনম্মন্যভাব-অভিভূত আত্মশ্লাঘা ছাড়া
আর কিছুই না। ৬২।

নমস্তে মানে—
যে-তুমি আমার আমিকে
বোধায়িত কর,
সেই তোমাতে আমি আনত হই,
নমস্কার করি,
আর, 'নমোঽস্ত্যে' মানে
অস্তিত্বতে আমি আনত হই,
নমস্কার করি,
প্রণত হই,—
প্রণাম করি,—
যে-অস্তিত্ব স্বতঃ-সন্দীপ্ত হ'য়ে
জাগ্রত চেতনায়
প্রত্যেককে জীবন-চেতনায়
সজাগ ক'রে রেখেছ ;
তাই, বল—'নমোঽস্ত্যে',
আর, আপ্যায়ন-সৌজন্যে
অন্তর-বোধনায়
জাগ্রতদীপ্ত অন্তরে
প্রীতিচর্য্যায় নিরত হ'য়ে চল—
কল্যাণ-পরিস্রবা হ'য়ে ;
আনত হও,
অনুচর্য্যানিরত হও,
'চিরজীবী' হও—এই কামনায়
সক্রিয় সেবা-তৎপরতায়
প্রতিটি অস্তিত্বে
তাঁরই উপাসনা কর—
প্রত্যেকেই প্রত্যেককে নিয়ে

বাস্তব ব্যাপনায়,
আর, স্বস্তি, আয়ু ও নন্দনাকে
উপভোগ ক'রে
সম্বর্দ্ধিত হও ;
তাই, আবার বল—
'নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়,
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়'। ৬৩।

প্রবীণের কাছে নতজানু হও,
তাঁ'র আশিস্-ধারায়
বৈশিষ্ট্যকে পরিপোষিত কর,
কিন্তু আভিজাত্যকে অবনত ক'রো না,
তোমার চরিত্রে
অভিজাত সন্দীপনা
ব্যক্তিত্বে বিনায়িত হ'য়ে
যেন স্বতঃই মধু-উৎসারণী হ'য়ে ওঠে,
আর, নিজেও
মানুষের আভিজাত্যকে
সম্মান ক'রতে সজাগ থেকো। ৬৪।

উত্তম যদি কিছু চাও—
প্রাচীনের দিকে হাত বাড়াও,
আর, উপযুক্ত যদি কিছু চাও—
বর্ত্তমানকে পাঁতি-পাঁতি ক'রে দেখ ;
প্রাচীন যেখানে বর্ত্তমানে অধিষ্ঠিত—

তা'ই হ'চ্ছে প্রাচীন ও বর্ত্তমানের
মহামিলন-ক্ষেত্র—
বর্ত্তমানের আপূরয়ক,
ভবিষ্যের শুভস্রষ্টা। ৬৫।

যে-নবীন
প্রাচীনের বেদীমূলে
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠে—
নিষ্ঠাপ্রবুদ্ধ শাসন-অনুনয়নে,
সঙ্গতিশীল সার্থকতায়,—
সেই নবীনই কৃতবিদ্য,
তা'র প্রাজ্ঞ বিজ্ঞান
বিচ্ছিন্নতার ছন্ন-তমসায়
ছন্নছাড়া হ'য়ে ওঠে না,
তা'র জীবন-আলো সুদূরপ্রসারী। ৬৬।

প্রজ্ঞা যতই মানুষের জীবনে
সার্থকতায় সুসঙ্গতি নিয়ে
সমাবিষ্ট ও সিদ্ধ হ'য়ে ওঠে,—
সে-মানুষ ততই
অসাধারণ সহজ ও সাধারণ হ'য়ে
স্ববৈশিষ্ট্যে স্বতঃ হ'য়ে ওঠে,
সেই প্রাজ্ঞকে স্বাভাবিক চক্ষুতে
মূঢ়-চপল ব'লেই মনে হয়,
তা'র প্রজ্ঞাবীজ
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে সেখানেই—

বিষয় বা ব্যাপারের অনুসেচনা
যেখানে যেমনতর হ'য়ে ওঠে। ৬৭।

আখ্যানের ভিতর-দিয়ে
সমীচীন ব্যাখ্যান-সঙ্গতিতে
যতক্ষণ তা'র বাস্তবতাকে
আয়ত্ত ক'রে
প্রকৃতি-সন্দীপনাকে
বের ক'রতে না পারছ—
তোমার কাছে সে-পুরাণ
মূঢ়তার ব্যাখ্যা ছাড়া
কিছুই নয়কো। ৬৮।

কোন প্রথা বা প্রবাদের যদি
মর্ম্মোদ্ঘাটন ক'রতে না পার,
আর, তা' তোমার, তোমার পরিবারের
সম্প্রদায়, সমাজ বা রাষ্ট্রের পক্ষে
কোনপ্রকারে অমঙ্গলপ্রসূ না হয়,
এবং তা'তে যদি অভ্যস্ত থাক,—
তা'কে বিশেষভাবে না জানা পর্য্যন্ত
তা' পরিপালন করাই শ্রেয়। ৬৯।

ব্যক্তি বা সমাজের সাত্বত বৈশিষ্ট্য
ব্যাহত ক'রতে যেও না,
বরং ব্যবস্থিত ক'রে তোল,
নইলে, তুমিও ব্যবস্থ হ'তে পারবে না,
অন্যের ব্যবস্থিতিও ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ে

তোমার পরিবার, সমাজ, জাতি
ও রাষ্ট্রকে দৃষ্ট ক'রে তুলবে। ৭০ ।

জীবনীয় কৃষ্টি-কাঠামো—
যা'র 'পর দাঁড়িয়ে
পূর্ব্বপুরুষের সঙ্গতিশীল জীবনীয় সম্পদকে
আরোর দিকে পরিচালিত করা যায়—
সুচারুভাবে,
তা'কে যদি
ঐতিহ্য বা tradition বলি,
তাহ'লে কি ভুল হবে? ৭১ ।

যে-ধারণা
তোমার তৃপ্তি বা সম্বৃদ্ধি নিয়ে আসে—
ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকে ব্যাহত না ক'রে,
তা' কিন্তু তোমার পক্ষে জীবনীয়ই। ৭২ ।

পারিবারিক ঐতিহ্যগুলি
যা' সবাইকে শুভসুন্দরে প্রতিষ্ঠা করে,—
তা' পরিপালন করাই ভাল,
তা' ত্যাগ ক'রো না। ৭৩ ।

সংস্কৃতি বা কৃষ্টিতপে
যে-পরিবার যেমনতর সুষ্ঠু—
পুরুষ-পরম্পরায়,
রজঃ বা বীর্য্যে

তা'রা তত শিষ্ট বা উৎকৃষ্ট,
অভ্যস্ত গুণাবলী সন্তানুস্যূত হ'য়ে
স্বভাবে তেমনি ফুটন্ত সেখানে,
কারণ, উৎকর্ষী তপ-অনুচর্য্যাই
বিধানকে
আত্মিক সম্পদে উন্নত ক'রে থাকে। ৭৪।

আচার্য্যবান তুমি যখনই হ'লে
সেই মুহূর্ত্তেই তুমি
অগ্নিহোত্রী হ'লে,
দান, যজ্ঞ ও তপস্যাই তোমার
আমরণ জীবন-আচরণ হ'য়ে উঠল,
আর, তা'রই স্মারক-সূত্রই হ'চ্ছে—
ঐ যজ্ঞসূত্র ;
তাই, যা'ই কর না কেন,
ঐ যজ্ঞসূত্রকে পরিহার ক'রে
যা'ই ক'রতে যাবে,—
ব্যক্ত ঈশ্বরের সঙ্গে
অব্যক্ত ঈশ্বরও
তোমার কাছে
মূঢ়ত্বে সমাধি লাভ ক'রবেন,
আর, প্রাপ্তিও তোমার
অন্ধতমসাকে
স্বাগতম্-বাণীতে অভ্যর্থনা ক'রবে। ৭৫।

যতকাল জীবিত থাক,
তুমি অগ্নিহোত্রী থাক,

শিখাসূত্রকে বহন কর,
আর, তোমার সব থাকা,
সব চলা,
সব জানা,
সব পাওয়া
ব্রাহ্মী-অনুবেদনায় সংস্থিত হ'য়ে
তোমার জীবনসূত্রের ব্রাহ্মী-বেষ্টনায়
সবিশেষের বিশেষত্ব নিয়ে
নির্ব্বিশেষে সমাহিত হো'ক,
আর, এই-ই পরম সার্থকতা। ৭৬।

অনুশীলনাত্মক কৃষ্টি হ'তেই সংস্কারের উদ্ভব,
আবার, ঐ সংস্কার যতই সঙ্গতিশীল,
বোধ-বিনায়িত,
জ্ঞানেরও তেমনতরই বিকাশ হ'য়ে থাকে ;
আর, ঐ জ্ঞানোদ্ভব
যা'র যত বিশেষভাবে
জ্ঞাত হ'য়ে উঠেছে—
তা' আনাচ-কানাচ সব-কিছু দিয়ে—
তিনিই বিজ্ঞানী ;
আর, ঐ বিজ্ঞতার
সুনিবদ্ধ প্রাজ্ঞ চেতনাই হ'চ্ছে—প্রজ্ঞা। ৭৭।

সংস্কার অর্থাৎ সম্যক্‌ভাবে করার ভিতর-দিয়ে
তোমার জৈবী-সংস্থিতি তেমনতরভাবে
সংস্কৃত হ'য়ে ওঠে—

সার্থক সঙ্গতিশীল কৃষ্টি-বিভূষিত হ'য়ে,
বিধানের ব্যবস্থিতি
তদনুগ বিন্যাসপ্রাপ্ত হ'য়ে ওঠে ;
তাই, শুভ-পরিচর্য্যায়
তোমার সংস্কারকে বিনায়িত ক'রে তোল,
তুমি সংস্কৃত হ'য়ে উঠবে তেমনতরই বিনায়নে ;
এমনি ক'রেই তোমার সন্তান-সন্ততিও
কল্যাণস্রোতা ঐশ্বর্য্যে
স্বতঃসিদ্ধ হ'য়ে উঠবে ;
বহু পুরুষক্রমে
এই সংস্কৃতির অনুশীলন ক'রতে-ক'রতে
তবে তা' সংস্কৃত হ'য়ে
জৈবী-সংস্থিতিকে তদনুগ বিন্যাসে
বিনায়িত ক'রে তোলে ;
ঐ সিদ্ধ অনুরঞ্জনাই বর্ণ। ৭৮।

সাত্বতই হো'ক আর যা'ই হো'ক,
যে-চাহিদার আকাঙ্ক্ষায় বা উপাসনায়
যা' ক'রবে উদাত্ত আগ্রহে
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,—
তা'ই তা'র কৃষ্টি,
আর, তা' যেমন যত
জীবন বা সত্তায় বিনায়িত হ'য়ে
বিধানকে সংহত বা সজ্জিত ক'রে তুলবে—
অভ্যাসের মারফতে,—
তা'ই হবে সংস্কার,
ক্রম-নিয়মনে যা' সন্তান-সন্ততিতেও

ফুটে উঠতে থাকবে
উপযুক্ত উপগতির ভিতর-দিয়ে ;
আর, এই সংস্কার-বোধনার ভিতর-দিয়েই
পূর্ব্বজীবন-তথ্য উদ্ঘাটিত হ'য়ে থাকে। ৭৯।

পশ্চাৎ-অপসারিণী বিষয় ও ব্যাপারগুলিকে
মনন ও চিন্তায়
ক্রমে-ক্রমে পরিস্ফুট ক'রে তোল,
এ-রকম তুলতে-তুলতে
তুমি পিছিয়ে চ'লতে থাক,
আর, এই চিন্তাগুলি
যথোপযুক্তভাবে যেন
তোমার স্মৃতিকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে—
স্মরণ ও মননের ভিতর-দিয়ে ;
এমনি ক'রতে-ক'রতে
তোমার পূর্ব্বজীবনের
অনেক ব্যাপার, ঘটনা ও চিন্তার
অভ্যুত্থান হ'য়ে উঠবে,
এমন-কি—অনেক জায়গার
বিহিত ব্যাপার ও বিষয়ের
পরিস্ফুট প্রমাণও পেতে পার ;
পূর্ব্বজন্মকে জানার এও একটা তুক। ৮০।

জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ সাত্বত সংস্কারই সংস্কৃতি,
যা' সাত্বত ঐতিহ্যের উপর দাঁড়িয়ে
কৃতি-অনুশীলনায়
সার্থক সঙ্গতিশীল বিনায়নে

অখণ্ড উন্নতিতে পরিচালিতে হ'য়ে থাক ;
—সংস্কৃতির তাৎপর্য্যই তো এই। ৮১।

লেখাপড়া যতই শেখ না,
যতই পদবিভূষিত হও না কেন,
ঐতিহ্যের শুভ উদ্গমে
বিনায়নে বোধদীপ্ত হ'য়ে
কৃতি-সন্দীপনায় তা'কে উৎসর্জ্জিত ক'রে তুলে'
প্রতিটি ব্যক্তিত্বকে
যদি উচ্ছল ক'রে তুলতে না পার,—
তোমার ও-শিক্ষা উচ্ছল-অনুদীপ্ত নয়কো,
সার্থকতায় তা' কাউকে স্বাধিষ্ঠিত ক'রে তুলতে পারবে না,
ফলে, ব্যক্তি, সমাজ, সাম্রাজ্য
বিকৃতির অতল গহ্বরে
নিকেশ হ'য়ে যাবে কিন্তু। ৮২।

বিজ্ঞ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অনুজ্ঞায়
তোমার পক্ষে
যা'কে যেমনতর অনুচর্য্যা করা সম্ভব,
তা'ই ক'রো—
তা' আচার-ব্যবহারেই হো'ক,
আদর-আপ্যায়নেই হো'ক,
খাওয়া-দাওয়া বা অন্নপান-গ্রহণেই হো'ক,
শয়ন-উপবেশন,
সেবা-শুশ্রূষা ইত্যাদি যে-ব্যাপারেই হো'ক,
শুভ-প্রথানুযায়ী যেখানে
যে-বিষয়ে যেমন করণীয়—

তা'ই করাই কিন্তু সমীচীন ;
এর ভিতর-দিয়েই তোমার ব্যক্তিত্ব
বৈশিষ্ট্যে বিশাসিত হ'য়ে
সংস্কার ও সংস্কৃতিতে উন্নীত হ'য়ে উঠবে ;
বৈশিষ্ট্যকে বিধ্বস্ত করা কি ভাল ? ৮৩ ।

সাত্বত সহজাত সংস্কার
উচ্ছ্রিয়মাণ বা উৎকৃষ্ট যা'দের,
তা'রা বিশেষ অবস্থায় প'ড়ে
ব্যত্যয়ী কিছু ক'রলেও
অন্তরে হুল-ফোটার মত বোধ করে,
যন্ত্রণা অনুভব করে,
এবং তা' পরিহার না করা পর্য্যন্ত
স্বস্তি বোধ করে না,
আবার, তা'দের সঙ্গীসাথী বন্ধুবান্ধবও
অমনতরই হ'য়ে থাকে,
এবং তা'রা সৎচলনে সক্রিয়ভাবে
সাহায্যই ক'রে থাকে প্রায়শঃ ;
কিন্তু ঐ সংস্কার যা'দের
অপস্রিয়মাণ অর্থাৎ অপকর্ষী
তা'রা ব্যত্যয়ী চলনে না চ'লেই
পারে না,
এবং অমনতর চলনে চ'লতে না পারলেই
বরং অস্বস্তি বোধ করে,
তাই, ব্যত্যয় ক'রেই ফেলে
কোন-না-কোন রকমে,

তা'দের সঙ্গীসাথীও আবার
অনুরূপ হ'য়ে থাকে। ৮৪।

তুমি যা' ক'রবে—
আগ্রহ-উদ্দীপ্ত অভিনিবেশ নিয়ে,
ক্রমাগতি-তৎপর হ'য়ে,
সমাধান-সন্দীপনায়,—
তা'ই কিন্তু অভ্যাসে সলীল-স্রোতা হ'য়ে
তোমাতে স্বতঃ হ'য়ে উঠে'
ক্রমে-ক্রমে প্রকৃতির ভিতর-দিয়ে
তা'র তাৎপর্য্য সংস্কৃত হ'য়ে
সময়ে তোমার সংস্কারে
সন্নিবেশিত হ'তে থাকবে,
আর, এই সন্নিবেশ উপযুক্ত পরিণয়ে
সন্ততির ভিতর প্রকট হ'তে থাকবে,
এমনি ক'রেই মানুষ উৎকর্ষ বা অপকর্ষে
সংস্থ হ'তে থাকবে। ৮৫।

আমাদের পিতামাতার সাত্বত কৃষ্টি ও ঐতিহ্য
যা' আমাদের জৈবী-কোষকে বিনায়িত ক'রে
তদনুগ সংস্কৃতি ও সংস্কারের
অধিকারী ক'রে তোলে—
নিজেদের ঐ কৃষ্টি-অনুসারী
অনুচলনের ভিতর-দিয়ে,
ব্যক্তিত্বের মুগ্ধ অভিনিবেশে,
সাধন-সিদ্ধান্তের ভিতর-দিয়ে,—
তা'ই-ই তো আমাদের

সাত্বত সংস্থিতির জীবন-সংস্থা,
যা' প্রত্যেকের বিধানকে
বিনায়িত ক'রে চলে—শুভ সৌন্দর্য্যে,
অসৎ-নিরোধী-তৎপর অনুচলনের ভিতর-দিয়ে,
—প্রীতিপ্রবল অনুচর্য্যায় নিষ্ঠা-কঠোর অনুনয়নে
প্রবৃত্তির সু বা কুকে নির্দ্ধারিত ক'রে
জীবনকে উপযুক্ত ক'রে তোলে ;
তাই, কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও ইষ্টানুগ অনুচলনকে
সংস্থিতির শুভ-পরিপোষণী ক'রে চ'লতে থাক,—
যা'তে সংবৃদ্ধ হ'তে পার সব দিক্-দিয়ে। ৮৬।

ব্যষ্টি ও সমষ্টির সত্তা ও সম্পদের
ধারণ, পালন ও পোষণের জন্য
যে সুনিয়ন্ত্রিত আচার, আচরণ ও কর্ম্মধারা,—
সেই তো বিধি,
বিধিপাত্রেই ধর্ম্ম পরিবেষিত হয়,
তাই, ধর্ম্মের আধারই বিধি। ৮৭।

ধর্ম্মই হ'ল কৃষ্টি,
বিহিত অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে
কৃষ্টির ভিতর-দিয়ে
আমরা ধর্ম্মকে জানি,
ধর্ম্মীয় কৃতিপরিচর্য্যী অনুশীলনা
অর্থাৎ, সাত্বত ধারণ-পোষণা বা ধৃতি-পরিচর্য্যায়
আমরা একটা মহান সমীকরণে পেঁ'ছি,
যা' সার্থক সঙ্গতিশীল ক'রে তোলে
প্রত্যেকের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যকে সম্বর্দ্ধনী তাৎপর্য্যে ;

আর, ঐ সমীকরণেই নিহিত
দুনিয়ার সাত্বত দেবতা—
বিভিন্ন ব্যষ্টি-পরিপ্রেক্ষায়
একায়িত হ'য়ে ওঠা। ৮৮।

ধর্ম্ম রক্তকে বিপর্য্যয়ী ক'রে তোলে না,
বরং তা'র সংস্থিতিকে
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলে উৎকর্ষে—
যদি তা' উৎকর্ষী, সম্বর্দ্ধনী
নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে,
তাই, ধর্ম্ম জাতীয় রক্তকে
ব্যাহত ক'রে তো তোলেই না
বিবর্দ্ধিত ক'রে তোলা ছাড়া ;
যে-বাদ বা যে-সংস্কৃতির আওতায়ই
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত কর না কেন,
তা'তে জাত্যন্তর হওয়া দুশ্চিন্ত্য ব্যাপার,
বিহিতভাবে ধর্ম্মনীতি পরিপালন না ক'রলে
জৈবী-সংস্থিতির অপকর্ষ হ'তে পারে,—
কিন্তু তা'র অপলাপ হ'তে পারে না—
যদি প্রতিলোম-সংশ্রয়
আদৃত ও আচরণীয় না হয়,
কদাচারশীল হ'লেও
এই জৈবী-সংস্থিতির বিকৃতি হয় না
বরং তা' শীর্ণ ও কলুষিত হ'তে পারে,
একমাত্র ঐ প্রতিলোম-সংশ্রয়ই
তা'কে ব্যাহত ক'রে তুলতে পারে ;
তাই, যা'রা যে-রকমেই হো'ক

সেই পঞ্চবর্হি ও সপ্তার্চ্চিকে
মেরুদণ্ড ক'রে চলে,
যে-পন্থীই হো'ক না তা'রা
জাত্যন্তর অসম্ভব তা'দের। ৮৯।

জীবন-পরিচর্য্যা, জীবনীয় কৃষ্টি-পরিচর্য্যা,
এক-কথায়, ধর্ম্ম-পরিচর্য্যা
অর্থাৎ, সাত্বত ধারণ, পালন ও পোষণার
সার্থক সঙ্গতিশীল পরিচর্য্যায়
যদি প্রবুদ্ধ না হ'য়ে ওঠ—
কৃতি-অনুচলনে,—
তুমি যত বড়ই হও,
বা যত ছোটই হও
আর যা'-কিছুই কর না কেন,
তা'র সার্থকতা কোথায় ?

প্রাজ্ঞ বোধন-প্রদীপ্ত
তোমার কৃতি-অনুচলন—
যা'কে সদাচার বলে,
সেই আচরণ-নিয়মনায়
অস্তিবৃদ্ধিকে যদি ধৃতি-অনুশীলনায়
সম্বুদ্ধ ক'রে না তুলতে পার—
ঐ অস্তিবৃদ্ধির অমোঘ চলনে
কৃতকার্য্য অভিনিবেশ নিয়ে,—
তোমার কৃতিত্ব কোথায় ?
আর, সাত্বত প্রবোধনারই বা মূল্য কী ?

কৃতকার্য্য ও কৃতকৃতার্থই বা
হ'য়ে উঠবে কিসে—কী নিয়ে ? ৯০ ।

জাতীয় ধৃতি—
যা' প্রাচীন পরাবর্ত্তনী কৃষ্টির ভিতর-দিয়ে
ঐতিহ্য সৃষ্টি ক'রতে-ক'রতে
আমাদের সত্তাকে
এখনও ধ'রে রেখেছে,
যা'র উপর দাঁড়িয়ে
তোমার অন্তর-বাহিরের বিনায়ন
বিধায়নী তৎপরতায়
অসৎকে নিরোধ ক'রে
সত্তা-মুখর হ'য়ে চ'লেছে,—
যেমন ক'রেই পার,
তা'তে দাঁড়িয়ে থেকে
উচ্ছল হ'য়ে
সত্তা-সম্বর্দ্ধনী যা'-কিছু তোমার,
তা' যদি গ্রহণ কর তা' ভালই,
কিন্তু ঐ জীবন-দাঁড়া
ও সাত্বত কৃষ্টি হ'তে
এক পা-ও ন'ড়ো না ;
ধৃতিচলনই ধর্ম্ম,
ধৃতিচলন যেখানে যত
সুনিষ্ঠ ও সুনিয়ন্ত্রিত—
জয়ও সেখানে তত জীয়ন্ত তাৎপর্য্যশীল ;
—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ
পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" । ৯১ ।

মানুষ যখন
তা'র অন্তঃস্থ উচ্ছল উন্মাদনা নিয়ে
অচ্যুত আগ্রহ-আবেগে
প্রিয়পরমে
পুরুষোত্তমে
একায়নী তৎপরতায়
উজ্জীবিত কৃতি-অনুদীপনা নিয়ে
তাঁ'রই অর্চ্চনামুখর হ'য়ে উঠে' থাকে
বা উঠতে থাকে,
ঐ সুকেন্দ্রিক আবেগ-উন্মাদনা
আগ্রহদীপ্ত অনুপ্রাণনার ভিতর-দিয়ে
উৎসাহে উদ্দাম হ'য়ে উঠতে থাকে
উচ্ছল সক্রিয় তৎপরতায়—
অনুশীলনী সম্বেগ নিয়ে
সার্থকতার জীয়ন্ত চলনে
নব-নব উদ্ভাবনী অর্চ্চনাসম্ভার
সৃষ্টি ক'রতে-ক'রতে,
এই অনুশীলন-তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
সে যোগ্যতায় অধিরূঢ় হ'তে থাকে—
দক্ষ-কুশল বোধদীপনায়
উদ্বোধিত হ'তে-হ'তে,
আর, এই চলন তা'র
সঙ্গে-সঙ্গে উচ্ছল ক'রে তোলে
অর্থনৈতিক কৃতী অর্থনাকে
সার্থক ও সফল অনুক্রমণায়,
যা'র ভিতর-দিয়ে
ধৃতি-পরিচর্য্যাশীল সত্তাধর্ম্ম

প্রতিটি কর্ম্মে
আপূরিত হ'য়ে চ'লতে থাকে,
তখন ঐ আদর্শ-নিরতি
সুসঙ্গত তৎপরতায়
পারস্পরিক প্রীতি-আলিঙ্গনের ভিতর-দিয়ে
ধৃতিচর্য্যায়
স্ফীত আগ্রহে
বিপুল সম্পদে
নিজে প্লাবন হ'য়ে
প্লাবিত ক'রতে ক'রতে চ'লতে থাকে—
পূরণপোষণী পরিচর্য্যানিরতি নিয়ে
অনুরঞ্জিত ক'রে সবাইকে,
রাজনীতি রূপায়িত হয়
ঐ পালন, পোষণ ও পূরণার
সার্থক সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে—
প্রত্যেককে বিনায়িত ক'রতে-ক'রতে,
ব্যষ্টি হ'তে সমষ্টি পর্য্যন্ত
ঐ জীয়ন্ত নিদেশের অর্থনায়
নিজেকে উদ্ভাসিত ক'রে
প্রতিটি অন্তরে
আদর্শকে পরিপূজিত ক'রে চ'লতে থাকে,
স্বর্গ নেমে আসে তখনই
এই শারীর-ধর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
পরাৎপরকে স্পর্শ ক'রতে ;
তাই, যেখানে আদর্শ নেই—
তা'র অর্থনীতিই বল,
আর, রাজনীতিই বল,

ধর্ম্মকে অগ্রাহ্য ক'রে
প্রবৃত্তি-ক্ষুধাতুর শার্দ্দুল-আবেগে
পরিবার, পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে
ছিন্নভিন্ন ক'রতে-ক'রতে
জাহান্নমের দিকেই
নিজের সমাধি রচনা ক'রবার
বিদ্রোহ-গতিতে
প্রমত্ত হ'য়ে চ'লতে থাকে,
প্রত্যেকের অন্তরেই ধ্বনিত হ'তে থাকে
ভীতিসংকুল নিঃশেষের ডাক
নানা ভঙ্গিমায়—
'আয়! আয়! আয়'-রবে
বিচ্ছিন্ন ব্যাকুল আক্রোশে। ৯২।

কল্যাণপ্রসূ বৈধী-করণীয়কে ভয় ক'রো না,
ক্লেশসুখপ্রিয়তার উদ্দাম উন্মাদনা নিয়ে
সেগুলিকে অনুশীলন কর,
পরিপালন কর,
সংবৃদ্ধ হ'য়ে ওঠ নিজে
সংবৃদ্ধ ক'রে তোল তোমার পরিবেশকে—
ঐতিহ্য-স্থণ্ডিলে সপরিবেশ নিজেকে
সুস্থাপিত ক'রে
কৃষ্টি-অভিযানে। ৯৩।

যা' আমাদের সাত্বত শুভ,
তা' ঈশ্বরের ইচ্ছা,
আর, সাত্বত শুভ নিষ্পাদনই হ'চ্ছে

তাঁ'র আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা
বা অন্তর-আবেগ,
আর, সেই পথে যে যত চ'লতে পারে—
তাঁ'র ইচ্ছাকেও সে তেমনিভাবে
পরিপালন ক'রে ;
ঈশ্বরেচ্ছা-পরিপালনই
আমাদের জীবনের পরম সার্থকতা ;
আর, যা' অসৎ ও অশুভের সৃষ্টি করে,
অবনতির পথে নিয়ে যায়,
পরস্পরকে বিরোধী
ও বিচ্ছিন্ন ক'রে তোলে,
প্রবৃত্তি বা শাতন-সন্দীপনা তা'ই-ই,
তাই, তা'কে অবজ্ঞা ক'রে চলাই শ্রেয়। ৯৪।

তুমি হাজার তপস্যা কর না কেন—
প্রকৃতিকে অস্বীকার ক'রে,
সাত্বত কৃতি-চলনকে অবজ্ঞা ক'রে,
বাস্তব বিদ্যাকে অগ্রাহ্য ক'রে,—
তোমার বিদ্যমানতা
ব্যক্তিত্বে বিনায়িত হ'য়ে
বাস্তব সঙ্গতিতে
সার্থক হ'য়ে উঠবে না কিছুতেই,
অজ্ঞ প্রজ্ঞা তোমার
ভজন-বিভূতি তোমার
ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ে
বিকৃতি-স্রোতা হ'য়ে চ'লতেই থাকবে ;
যে-প্রভাবই থাক্ না কেন—

তা' বিভব সৃষ্টি ক'রবে না,
বিড়ম্বনা ও ব্যতিক্রমেই হবে তোমার সমাধি। ৯৫।

যে বিধিবিনায়িত হয়—
উন্মাদনী কুল-ঐতিহ্য নিয়ে,
বিশ্বস্ততাকে আঘাত করে না যে,—
তা'কে আপন ক'রে নাও,
সুসংবদ্ধ ক'রে নাও,
সুসন্দীপ্ত ক'রে তোল,
ধী, বীর্য্য ও পরাক্রমের
একায়িত অনুসেবনায়
মহামানব হ'য়ে দাঁড়াও তোমরা। ৯৬।

অনুশাসন-নিয়ন্ত্রিত কৃতি অনুচলন
যখন তোমাকে কৃতকৃতার্থ ক'রে তোলে—
শুভ সাত্বত সন্দীপনায়,—
তা'ই কিন্তু তোমার আশীর্ব্বাদ,
আর, তা'তে যখন
তোমার গুরু, ইষ্ট বা শ্রেয় যিনি
তৃপ্তি-নন্দিত তুষ্টির সহিত
প্রীতি-নির্ম্মাল্য-স্বরূপ কিছু দেন,
তোমার কাছে তা'ই তাঁ'র প্রসাদ ;
সুনিয়ন্ত্রিত কৃতি চলন-সন্দীপ্ত হ'য়ে চল,
তাঁ'র তুষ্টি-অবদান
প্রসাদ-নির্ঝরে তোমার মস্তকে
তুষ্টি বৃষ্টি করুক,

আর, প্রসাদ-প্রদীপ্ত হ'য়ে চল তুমি,
প্রবর্দ্ধনা তোমাকে অভিনন্দিত ক'রে তুলুক। ৯৭।

আবার বলি শোন—
আশীর্ব্বাদ কথার মানেই হ'চ্ছে অনুশাসন-বাদ,
আর, তা'র তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে—
যে-কাজ যেমন ক'রে যে-ভঙ্গিমায়
যে-চলনে অর্থাৎ আচার-ব্যবহারে
ক'রতে পারলে তা' সুনিষ্পন্ন হয়,
সমীচীনভাবে তা' করা ;
তুমি যদি বিহিত আত্মবিনায়নার সহিত
সৌষ্ঠব-অন্বয়ী অনুবেদনা নিয়ে তা' না কর—
তুমি আশীর্ব্বাদকে ব্যর্থ ক'রে তুলবে,
আশীর্ব্বাদ সাফল্যমণ্ডিত হবে না ;
তাই, প্রাজ্ঞ গুরুজনের আশীর্ব্বাদ নেওয়ার প্রথা
সমাজে প্রচলিত ;
আশীর্ব্বাদকে ব্যর্থ ক'রো না,
সাফল্যের জন্য সব দিক্-দিয়ে
যখন যেমন যা' ক'রতে হয়,
নির্ব্বিরোধ প্রীতি-উন্মাদনার সহিত
তা' নিষ্পন্ন ক'রে চ'লো,—
আশীর্ব্বাদ তোমাতে শুভপ্রসূ হ'য়ে উঠবে ;
যা'তে মানুষের ব্যক্তিত্ব প্রীতি-পরিচর্য্যায়
পারস্পরিক সুশৃঙ্খলায় বিনায়িত হ'য়ে ওঠে—
তা' না ক'রে
আশীর্ব্বাদের দোহাই অর্থাৎ ক্লীব পরিচর্য্যা
তোমাকে কৃতিমণ্ডিত ক'রে তুলবে না কিছুতে ;

তাই বলি—আশীর্ব্বাদ লও,
ওঠ, জাগো,
বরেণ্য যিনি, তাঁ'তে নিবদ্ধ হও। ৯৮।

অনুকম্পী অনুনয়নে,
বোধবিবেকের সুসন্ধিৎসু খরদর্শনের ভিতর-দিয়ে
যা'-কিছুকে সমীচীনভাবে দেখেন
ধৃতিনন্দনার বিনায়নী তাৎপর্য্যে,—
যে-তাৎপর্য্য লোক-অন্তরকে
উল্লসিত ক'রে তোলে,—
এমনতর দ্যুতিমান যিনি তিনিই তো দেবতা ;
তাই বলি—তুমি দেবপ্রভ হও—
নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে,
শ্রমপ্রিয় তৎপরতায়,
নিষ্পাদন-অনুনয়নায়,
দেবতার আশীর্ব্বাদে
তুমি প্রভান্বিত হ'য়ে উঠবে। ৯৯।

ঐতিহ্য, সংস্কার ও তদনুগ কৃষ্টি
যা' পুরুষ-পরম্পরায়
তোমার কুলস্রোতা হ'য়ে আছে,—
কোনমতেই তা'কে ত্যাগ ক'রো না,
বরং সার্থক সম্বৃদ্ধিতে
সমুন্নত ক'রতে যত্নবান থেকো,
যা'তে চরিত্র ও আচরণে সেগুলি সুপুষ্ট হ'য়ে

সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
তোমার ব্যক্তিত্বে জ্ঞান-দ্যোতনার
সৃষ্টি ক'রে তোলে। ১০০।

ঐতিহ্য মেনে চলা
মানে ঢেঁকী হ'য়ে থাকা নয়,
শুধুমাত্র অবোধ ও বোবা
গোঁড়ামী নিয়ে চলা নয়কো,—
শ্রদ্ধোষিত নিষ্ঠারঞ্জিত
অন্তঃকরণ-অনুস্রোতা
বিবেকের সহিত
বংশানুক্রমিকভাবে
তা'কে পরিপালন ক'রে চ'লে
উত্তরোত্তর বর্দ্ধন-প্রদীপ্তির দীপালী হ'য়ে
নিজেকে সৌষ্ঠব-সঙ্গতি-সার্থকতায়
আরোতে উদ্ভিন্ন ক'রে তোলা—
বোধায়নী অনুবেদনায়। ১০১।

যে দেশ, সমাজ বা পরিবারে যেমনভাবে
পুরুষপুরুষানুক্রমে
যেমনতর সাত্বত ঐতিহ্যের অনুষ্ঠান
অবতীর্ণ হ'য়ে চ'লেছে—
বেঁচে-থাকা ও বেড়ে-চলার
আকূতির আপূরণায়,—
তা'কে ভাঙ্গতে কেউ কা'কেও
প্ররোচিত ক'রো না
বা ভাঙ্গতে দিও না,

বরং যদি পার,—
সুষ্ঠু সন্ধিক্ষুতা নিয়ে
তা'কে আরো সৌষ্ঠবসন্দীপ্ত ক'রে তুলো'—
প্রাজ্ঞ বোধনার শুভ বিনায়নে। ১০২।

রেতঃনিক্কণী সাত্বত-সঞ্জিত সম্বেগ
যা' ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকে
বিন্যাস-বিভূতিতে বিনায়িত ক'রে
জীবনকে সর্ব্বতোমুখী
প্রতিভাসম্পন্ন ক'রে তোলে—
ভাববৃত্তির অচ্যুত নিষ্ঠা-অন্বিত
অনুশ্রয়ী কৃতি-উৎসর্জ্জনা নিয়ে,
সপরিবেশ নিজেকে
সহজ সন্দীপনায় সুদীপ্ত ক'রে,
বিদ্যা, বোধ ও আত্ম-বিনায়নী কৃতি-অনুশীলনায়
ঐশ্বর্য্যের উচ্ছল উদ্বেলনে,—
বিশাসিত ব্যক্তিত্বের সহজ মাধুর্য্য তো ঐখানে। ১০৩।

ঋষিরা দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে
গণস্বার্থ, গণসম্বর্দ্ধনা, গণসংহতির
অন্তরায়ী আচরণ যা'
তা'র তারতম্যানুসারে
যেখানে যেমন নিরোধ বা শাস্তির প্রয়োজন—
প্রচণ্ড দৃঢ়তায় সেখানে তেমনতর নীতির
প্রবর্ত্তন ক'রে গিয়েছেন,
যেমন কঠোরতার প্রয়োজন
তা'ই ক'রেছেন,

এবং আপাতঃ-নিকৃষ্ট কোন কর্ম্ম
যদি উৎকৃষ্ট-ফলপ্রসূ হয়—
নিরোধ বা শাস্তির ব্যবস্থা থাকলেও
সেখানে তেমনতর লঘু নিরোধের
ব্যবস্থা ক'রে গিয়েছেন,
অপকর্ষী যা' তা'কে যেমন
তিরস্কার হ'তে রেহাই দেন নাই,
উৎকৃষ্ট যা' তা'কেও তেমনই
অকুণ্ঠিত চিত্তে পুরস্কৃত ক'রেছেন,
ফলে, শান্তি
সম্বর্দ্ধনার অব্যাহত চলনায় চ'লেছিল—
যতদিন আচরণ
নৈষ্ঠিক চলনে চলন্ত ছিল। ১০৪।

আচার্য্য, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
স্মারকপ্রতীকই হ'চ্ছে উপবীত ;
এই উপবীত ত্যাগ করা মানেই হ'চ্ছে
যে-ভূমিতে দাঁড়িয়ে
তোমার উৎকর্ষণী অভিযানকে
ক্রমবর্দ্ধনায় সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলতে যাচ্ছ—
সমাহিত সমাধানে,
—সম্যক্ ধারণায় সংস্থিত হ'তে যাচ্ছ—
হওয়ার, হ'য়ে জানার
কৃতি-দীপনা নিয়ে,—
এক-কথায়, যা'কে সমাধি বলে
তা'কেই অবজ্ঞা করা,—
ভূমিহারা উচ্ছৃঙ্খল বঞ্চনাবিলাসী

আত্মপ্রবঞ্চক হ'য়ে ওঠা,
তোমার পরিণতি কী বা কোথায়,—
তোমার বোধ-বিনায়িত ব্যক্তিত্ব
যদি এতটুকু থাকে
তবে তা' সহজেই অনুমেয়। ১০৫।

তোমার বা তোমাদের কী ছিল, কী নাই,
তা' ভালই হো'ক আর মন্দই হো'ক—
অনুসন্ধানী অনুধ্যায়িতা নিয়ে ভেবে দেখ,
বোঝ তা',
কী ক'রেই বা ছিল,
আর নাই-ই বা কেন—
তা'ও তলিয়ে দেখ,
মন্দই বা অপসারিত হ'ল কী ক'রে,
আর, ভালই বা উচ্ছল হ'য়েছিল কেন—
নিবিষ্ট পরিবীক্ষণে খতিয়ে দেখ তা' ;
আর, মন্দ কিছু থাকলে
তা' কেমন ক'রেই বা
নিরসন ক'রতে হ'বে,
সুসঙ্গত সম্বর্দ্ধনী তাৎপর্য্যে নির্দ্ধারণ কর তা ;
ভেবে দেখ—তুমি বা তোমরা কী চাও,
ঐ বহুদর্শী সন্ধিৎসা-নিঃসৃত
বোধির 'পর দাঁড়িয়ে
সেই পথে অগ্রসর হও,
সত্য যা', শিব যা', সুন্দর যা',
বাস্তব সুসঙ্গত সম্বর্দ্ধনী নির্দ্ধারিত পন্থায়
তা'র অর্জ্জনী অভিযানে আত্মনিয়োগ কর,

এমনি ক'রেই সপরিবেশ তুমি
বিবর্ত্তন-প্রচেষ্টায়
অজ্জর্নী পদক্ষেপে চ'লতে থাক,—
শুভ
সঙ্গতিশীল হ'য়ে
তোমাদিগকে শিব-সুন্দরে সার্থক ক'রে তুলবে। ১০৬।

যা' বাস্তব তথ্যের
চৌকস সঙ্গতি নিয়ে
শুভ-সম্বর্দ্ধনী ব'লে জান না,
তা'র উপর দাঁড়িয়ে
প্রবৃত্তির অভিভূতি নিয়ে
ব্যত্যয়ী দিকদারি গোঁয়ার্তুমিতে
কোন-কিছুকে বিধ্বস্ত ক'রতে যেও না—
বিশেষতঃ সাত্বত শুভপ্রসূ যা' ;
তা'কে বরং যেমন আছে—
তেমনিই থাকতে দাও ;
চৌকস সঙ্গতি নিয়ে
শুভবর্দ্ধনী ব'লে যা' জান,
তা'র উপর দাঁড়িয়ে
যা'কে প্রয়োজন মনে কর—
উন্নত ক'রে তোল,
উৎকৃষ্ট ক'রে তোল,
আর, উন্নত ক'রতে
যেমন কৃষ্টি-অনুশীলনার প্রয়োজন
নিখুঁতভাবে তা' নিষ্পন্ন কর,
সমাধান কর,

এমনতরভাবে ক্রম-পদক্ষেপে চ'লতে থাক ;
তোমার, দেশ ও দশের বিপর্য্যয়-অভিভূতি
সহ্য ক'রতে হবে কমই,
সুষ্ঠু সম্বর্দ্ধনার সৌন্দর্য্যে
গণজীবন উচ্ছল হ'য়ে উঠবে,
তুমিও সচ্ছল আত্মপ্রসাদী
সন্দীপনী সম্বর্দ্ধনায়
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে চ'লতে থাকবে—
কৃষ্টি ও ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হ'য়ে,
সাত্বত বিভূতির পরম বিভবে। ১০৭।

প্রাচীন কীর্ত্তি, কৃষ্টিগত পাণ্ডুলিপি,
লোকমুখে প্রচলিত তথ্য ও প্রবচনাদি
সঞ্চয় ও সংরক্ষণ ক'রতে
কখনও কিছুতেই ত্রুটি ক'রো না,
তা' হয়তো কখনও-কোথাও
বর্ত্তমানের আপূরণী ও ভবিষ্যতের
দিগ্‌দর্শনী আলোস্বরূপ হ'য়ে
ব্যষ্টি ও রাষ্ট্রগত জীবনকে
বিবর্ত্তনায় অনুবর্ত্তিত ক'রতে
মহান্ সম্পদ্ হ'য়ে সাহায্য ক'রতে পারে ;
যা'কে রাখবে,
সেই তোমার থাকাকে রাখবার
পোষক হ'য়ে উঠতে পারে,
কিন্তু আলস্য ও অবজ্ঞা
অন্ধ-তমসারই ঘনঘটা সৃষ্টি ক'রে থাকে ;
ঈশ্বর যা'-কিছুরই

সত্তা-সঙ্গতি-সম্বর্দ্ধনী আত্মিক-সম্বেগ ;
যা'র আত্মিক-সম্বেগ তাঁ'কে বরণ করে
পোষণ করে, পালন করে,
ঈশ্বর তা'কেই বরণ করেন,
পোষণ করেন, পালন করেন। ১০৮।

তোমার কৃষ্টি-উৎসৃত সক্রিয় অবদান
যা' দেশে বিশেষ-বিশেষ স্থলে
গুপ্ত মন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক,
প্রক্রিয়া ইত্যাদির আকারে
বা অতি নগণ্য মামুলি রকমে
সঞ্চিত আছে,
তা'র ব্যবস্থা, প্রক্রিয়া, প্রয়োগ
ও অন্তর্নিহিত মরকোচ যা'-কিছু
সেগুলিকে অবজ্ঞা ক'রো না,
সশ্রদ্ধ সন্ধিৎসা নিয়ে
সংগ্রহ ক'রতে ভুলো না,
বরং অনুশীলন ও ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে
তা'র বিশেষত্বকে অবগত হও ;
এমনি ক'রেই ঐ ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সিদ্ধ প্রয়োগগুলি
যদি সঞ্চয় ক'রতে পার,—
দেখতে পাবে তা' হ'তে
সন্ধিৎসু বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
গবেষণী তৎপরতায়
অনেক মহৎ লোকহিতী ব্যাপারের
উদ্বোধন সম্ভব হ'য়ে উঠবে ;
যদি ওতে তৎপর না হও,

সেগুলি কালক্রমে বিলোপ হ'য়ে যাবে,
তা'কে হয়তো আর পাওয়াই দুষ্কর হবে ;
তাই ব'লে,
যৌক্তিক সঙ্গতিকে অবজ্ঞা ক'রে
ঐগুলির দিকে বেশী ঝুঁকে প'ড়ে
নিজেকে বিপন্ন ক'রে তুলো না ;
ঈশ্বরই পরম দেব,
ঈশ্বরই বিধি,
ঈশ্বরই ধাতা,
ঈশ্বরই জীবন-সম্বেগ,
তিনি সত্য,
অজ্ঞতাকে উন্মোচিত ক'রে
বৈশিষ্ট্য-সঙ্গত বিধিকে উপলব্ধি কর,
বিভূতি লাভ ক'রবে। ১০৯।

তুমি যা'ই হও, আর তা'ই হও,
তোমার জন্মগত কৃষ্টি-বিশাসিত ব্যক্তিত্ব
কিন্তু ততটা নিঃস্ব—
যতটা তুমি তোমার
বংশগত বিনায়িত ঐতিহ্য-সৌষ্ঠব
যা' বাক্-ব্যবহারকে ব্যবস্থ ক'রে
চরিত্রকে চিত্রিত ক'রে
বোধ ও ব্যক্তিত্বে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,—
তা'কে পরিহার কর ;
প্রবাহ-প্রদীপহারা তুমি। ১১০।

যা'ই কর, আর তা'ই কর,
অস্তিবৃদ্ধির অনুচর্য্যা-অনুনয়নী
সংস্কৃত ও সংস্কৃতিকে
নিয়োগ ক'রতে কখনই ভুলো না,
ঐ দাঁড়ায় অন্বিত সঙ্গতিতে
যা'-কিছুকে বিনায়িত না ক'রে
প্রাচীন-পরিস্রবা বিভূতির
বিশাল আশীর্ব্বাদ হ'তে
বঞ্চিত হ'তে যেও না ;
অনুক্রিয় অনুদীপনার ভিতর-দিয়ে
ইষ্টার্থ-অনুবেদনায় আত্মবিনায়িত ক'রে
সপরিবেশ নিজেকে অমৃত-নিয়মনে
সন্ধিৎসু দক্ষকুশল তৎপরতায়
জীয়ন্ত ও চলন্ত রেখো ;
সংস্কৃত যা',
শ্রদ্ধানুদীপনী অস্তিবৃদ্ধির অনুপোষক তা',
অস্তিবৃদ্ধির অনুপোষণই ঈশ্বরের আরাধনা,
ঈশ্বর পরাপ্রাচীন, চির-নবীন। ১১১।

যা'ই তা'ই কর না—
তুমি তোমার ঐতিহ্যেরই উদ্ভেদ ;
আর, ঐতিহ্যের ভিতরে
যা' জীবনীয় দেখতে পাওয়া যায়—
সেইগুলি তোমার জীবন-সংস্কার,
আর, প্রথা হ'চ্ছে—
তা'কে বিহিতভাবে রাখবার জন্য
যে-সমস্ত উপচার ক'রতে হয় ;

এই সংস্কার তুমি আজই অর্জ্জন করনি,
যেদিন থেকে তোমার জীবন-সন্দীপনা
তোমাকে 'তুমি' ক'রে রাখল,—
যেদিন থেকে ভাল যা'
মঙ্গল যা'
তা'ই তোমার চাহিদা হ'য়ে উঠল,—
আর, অমঙ্গল যা'-কিছু
তা'তে বিতৃষ্ণা হ'য়ে উঠল,—
যা' লোকপোষক নয়—
অথচ বাঁচার জন্য গা ঢাকা দিয়ে
অন্যকে ঠকিয়েও
তোমার জীবনকে সংস্থ রাখার জন্য
ফাঁকিবাজি চালচলনে—
এমন-কি তা'রও অনেক কিছু ক'রতে হ'ল,—
যদিও তা' গুপ্তভাবে
অমঙ্গলকেই ডেকে এনে থাকে—
তবুও তা' ক'রলে ঐ আপাতঃ বাঁচার জন্য,—
সেই সন্দীপনী জীবনদ্যুতি
ঐতিহ্যের স্রোতে টেনে-টুনে
জীবনীয় সংস্কারে
তোমাকে খাড়া ক'রে রাখল,
তুমি 'ভাল'র উপাসক হ'য়ে উঠলে ক্রমে-ক্রমে,
মন্দ
বিহিত বিধায়নায়
যা'তে তোমার জীবনকে
দ্যুতিমান ক'রে তোলে
জীবনীয় ক'রে তোলে—

তা'র জন্যও
অনেক চেষ্টা ক'রতে লাগলে ;
আজও ঐ প্রকৃতির ভিতর-দিয়ে
তুমি গজিয়ে উঠছ
গজিয়ে চ'লছ ;
আর, জীবনকে যা' ধ'রে থাকে
বিহিতভাবে ধ'রে রাখে—
তা'ই বি-ধা বা বিধি ;

কুলবৈশিষ্ট্য
যে-যে আচারে সংরক্ষিত হয়
সেই আচারনিয়মগুলি তোমার কুলাচার,—
জীবনীয় তাৎপর্য্যের স্বস্তিমেরু,
তা' বোধবিবেকের বিনায়নে
পরিচর্য্যী পরিবেদনার ভিতর-দিয়ে তোমাকে
বিহিত ক'রে রেখেছে
বিশেষ ক'রে রেখেছে
বিহিত ক'রে চ'লছে
বিশেষ ক'রেও চ'লছে ;

তাই বলি—যে-বাদ নিয়েই
আলোড়ন কর না কেন,
ঐ জীবনবাদকে কখনও ভুলে যেও না,
তা'র বিধিকে
শিষ্ট সংস্কারের সহিত আঁকড়ে ধর,
তোমার স্বস্তি-উর্জ্জনা, কৃতিসম্বেগ—
অনুগতির শুভনন্দনায় তোমাকে
সব দিক্-দিয়ে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলবে—
গুণাবলীকে ব্যাপন-গুণান্বয়ে

লোক-পরিচর্য্যার
হোমদ্যুতি ক'রে নিয়ে,—
যা'তে তুমিও সার্থক হ'য়ে ওঠ,
এবং তোমার পরিবেশের
প্রতিপ্রত্যেকেই সার্থক হ'য়ে ওঠে। ১১২।

তোমার পিতৃপুরুষ যদি তোমাতে
পরাবর্ত্তনী তৎপরতায়
বিশেষ বিন্যাসের ক্রমাধিগমনে
জীয়ন্ত হ'য়ে না থাকেন—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
অন্বিত চলন-তাৎপর্য্যে,—
তোমার অস্তিত্ব ও জীবনপ্রবাহ
বিশীর্ণ হ'য়ে চ'লতে থাকবে তেমনতরই ;
পুরাতন যদি তা'র পরাবর্ত্তনী বিভূতি নিয়ে
বিন্যাস-বিশাসিত হ'য়ে
আপূরণী তাৎপর্য্যে
নবীনে উদ্ভিন্ন হ'য়ে না উঠল—
জীবনীয় মূর্ত্তনায়,—
তা' কিন্তু একটা ব্যতিক্রমের ব্যত্যয়ী-চলন,
সত্তা সেখানে ধিক্কার-ধুক্ষিত। ১১৩।

যা'রা পরিবেশের প্রাজ্ঞ-প্রতিম কটাক্ষে
বা সহানুভূতিসূচক ভাঁওতায়
নিজের সাত্বত কুলকৃষ্টিকে অবহেলা ক'রে
বা বিদ্রূপাত্মক অবজ্ঞায় তাচ্ছিল্য ক'রে

বিপরীত চলন-শীল হ'য়ে ওঠে,—
মনে রেখো—তা'দের ব্যক্তিগত কৃষ্টিদাঁড়া
নিতান্তই ভঙ্গুর,
পরপদলেহী উপহাসকেই
তা'রা গৌরবপ্রতিষ্ঠা ব'লে মনে করে,
ব্যত্যয়ী চলনে দ্বিধাশূন্য হ'য়ে
কুলকৃষ্টিমাধুর্য্যকে বা বিধৃতির আগ্রহ-উদ্যমকে
অবসাদগ্রস্তই ক'রে থাকে ;
নষ্টামির ব্যভিচারী গৌরবই
তা'দের হৃদয়ের গুরু-আচরণ,
নিষ্ঠাহারা ছেদশীল ব্যক্তিত্বই
ঐ পরপদলেহিতার কুটিল বান্ধব। ১১৪।

সভ্যতাকে সৌষ্ঠবমণ্ডিত কর,
কিন্তু তা' যেন
অস্তিবৃদ্ধিকে ব্যাহত না ক'রে চলে,—
তোমাদের এই পাঞ্চভৌতিক দেহকে
পোষণোপাদানে বঞ্চিত না করে—
যথোপযুক্ত বিন্যাস-বিনায়নাকে ব্যাহত ক'রে। ১১৫।

সাজসজ্জার চটক যা'দের
মৌলিক মর্য্যাদাকে বহন করে না,
কৌলিক-নিষ্ঠ অনুগতির সহিত
চালচলনে সঙ্গতি নেইকো,
নজর রেখো—
দেখো,—

বুঝ-পরখে এনে' তা',
ব্যক্তিত্বের একটা
মোক্তা পরিমাপ ক'রতে পার তা' দিয়ে। ১১৬।

অন্যের পরণ-পরিচ্ছদ,
বাক্য, ব্যবহার ও চলন
বা খাদ্য-খানার প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে
যখন থেকেই, যেমন ক'রেই হো'ক
ঐ চলনসম্পন্ন হ'য়ে উঠলে,
তখন থেকেই বুঝে নিও
তোমার অন্তর্নিহিত পিতৃ-পরম্পরার কৃষ্টি
তোমাতে পরাজয় লাভ ক'রেছে,
তুমি ক্রীতদাস হ'য়ে প'ড়েছ,
তোমার বৈশিষ্ট্য
বিদ্রূপের ছাড়া আর কিছুই নয়—
এমন-কি, তোমার নিজের কাছেই,
তাই, ওতেই গৌরব মনে করা ছাড়া
আর উপায়ই নাই,
পথ যদি থাকে, এখনও ফেরো—
মহিমান্বিত আত্মমর্য্যাদায় দাঁড়াও। ১১৭।

তোমাদের সাজগোজ, পোষাক-পরিচ্ছদ
স্বকীয় ঐতিহ্য-নিংড়ানো সুন্দর-সমাবেশী
ও সঙ্গতিশীল যতই হ'য়ে উঠবে,—
তোমাদের অন্তঃস্থ বোধদীপনার
উর্জ্জী-উন্মাদনাও তেমনি
অন্তঃস্থ ভাববৃত্তিকে
পৌরুষমণ্ডিত ক'রে চ'লতে থাকবে ;—

ঐ স্বকীয় ঐতিহ্যের অনুবেদনী চিন্তায়
সঙ্গতিশীল ক'রে যা'-কিছুকে
দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রবৃত্তির প্ররোচনা ও পরিবেদনাকে
ঐ-জাতীয় উৎসারণায়
উচ্ছল আবেগসম্পন্ন ক'রে। ১১৮।

যদি ভালই চাও,
যদি শুভই চাও,
গোলামি মনোভাব ছাড়,
অমনতর হাবভাব, ঢং-ঢাং
সব উড়িয়ে দাও,
কৃষ্টি-অনুগ অভিগতির দিকে চ'লতে থাক—
সঙ্গতিশীল সার্থক অনুচলনায়,
আর, তোমাদেরই প্রাচীনে
সেগুলিকে সার্থক ক'রে
বর্ত্তমানকে অনুরঞ্জিত ক'রে তোল—
চারিত্রিক অনুধ্যায়ী অনুবর্ত্তনী অনুচলনে
প্রাচীন আবার
তোমাদের প্রতিটি হৃদয়ে
সাগ্নিক হোম-তীর্থ হ'য়ে উঠুক,
আর, বর্ত্তমান
শুভস্রোতা সন্দীপনী জীবনমন্ত্রে
উৎসর্জ্জিত হ'য়ে
ভবিষ্যৎকে অমৃতদীপ্ত ক'রে তুলুক ;
ঠিক মনে রেখো—
তোমার পরিবার, সমাজ ও দেশের
বৈশিষ্ট্যই ওখানে। ১১৯।

যা'রা অন্যদের জাঁকজমক দেখে
প্রলুব্ধ হ'য়ে ওঠে,
অভিভূত হ'য়ে পড়ে,
আর, তেমনি চালচলনের
মক্‌স ক'রতে থাকে—
নিজেদের কুলগত, সমাজ ও দেশগত
আচার-আচরণকে অবজ্ঞা ক'রে,—
তা'দের মনোবৃত্তি দুর্ব্বল, দাসপ্রবৃত্তি-প্রবণ ;

যে নিজের জীবনীয় আচার-আচরণকে
কুলগত বৈশিষ্ট্যকে,
জাতীয় ও সমাজগত সম্বর্দ্ধনাকে
ছিন্ন বস্ত্রের মত ত্যাগ ক'রে
ঐ অমনতর ইষ্টব্যত্যয়ী চর্য্যাকে পরিচর্য্যা করে,
—ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য,
সমাজবৈশিষ্ট্য
ও জাতিবৈশিষ্ট্য
পদদলিত ক'রে
পরপদলেহী কুক্কুরের মত
নিজেকে ঐ উচ্ছিষ্ট-ভোজী ক'রে
অন্যের আচার, আচরণ ও কৃতিচলনে চলে,
—তা'দেরই গৌরবে গরীয়ান হ'য়ে
নিজত্বকে উপঢৌকন দিতে থাকে

অথচ নিজের কৃষ্টি-উৎসকে
তা'দের ভাল কিছুকে নিয়ে
পুষ্ট ক'রতে পারে না,
বরং কথায়-বার্ত্তায়

সাজেগোজে,
চলন-চরিত্রে
ঐ পরপদলেহিতার বিভূতি নিয়ে
নিজের বিভব সৃষ্টি ক'রতে চায়,—
যত বড় পণ্ডিতই হো'ক,
যত বড় মহানই হো'ক,
সে কিন্তু নরাধম ;

তা'দের অন্তরে
এমনতর পরাক্রমই সৃষ্টি হয় না,
যা'র ভিতর-দিয়ে
নিজেদের সমাজ ও জাতীয় কৃষ্টিকে
উচ্ছল ক'রে তুলতে পারে—
আদর্শে উদ্দীপ্ত হ'য়ে ;

তাই বলি—
নিজের সাত্বত ঐতিহ্য, কুলকৃষ্টি,
সমাজ ও জাতীয় কৃষ্টিকে
সম্বৃদ্ধ ক'রতে যদি চাও,
আদর্শের অনুশীলনে অবাধ হ'য়ে
বিন্যাস-বিভবে
ওগুলিকেই উচ্ছল ক'রে তোল,

যা'তে অন্যেও তা'দের কৃষ্টির খোরাক
তোমাদের ভিতর-দিয়ে পেয়ে
ধন্য হ'য়ে ওঠে,
তোমরাও তা'দের ভাল যা'-কিছুকে নিয়ে
আরো উচ্ছল হ'য়ে ওঠ ;
নয়তো, পরপদলেহিতায় 'নৈব নৈব চ'। ১২০।

যা'রা কা'রো
বা কোন দেশের প্রসিদ্ধি শুনে
তা'রই নকল বা অনুকরণ ক'রে
নিজেকে প্রসিদ্ধ ক'রে তুলতে চায়,
নিজের ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকে
সুবিনায়িত না ক'রে
ঐ অন্য ছাঁচে সেইরকমভাবে
নিজেকে মূর্ত্ত ক'রে
সেই চলনে চলার উদগ্র আগ্রহ নিয়ে চলে,
ঠিক বুঝো—
নকল ক'রবার দাম্ভিক আকাঙ্ক্ষা
সেখানে প্রবল,
বোধ-তাৎপর্য্য সেখানে দুর্ব্বল ;
তাই, তা'রা বড় জোর
দাঁড়ী মানুষ হ'তে পারে,
মাঝি বা কাণ্ডারী হ'তে পারে না ;
বুঝে-সুঝে
নিজেদের স্বতঃস্রোতা কৃষ্টিধারাকে
বদল না ক'রে
বিনায়িত কর—
বিহিত তাৎপর্য্যে,
তা'তে তুমিও উন্নতিতে উত্তীর্ণ হবে,
আর, বিদ্যা ও কুশলকৌশলী তৎপরতায়
সমাজ ও দেশকেও
উদ্ভিন্ন ক'রে তুলতে পারবে—
সুবিনায়িত স্বতঃ-সৌন্দর্য্যে ;
নয়তো, বিক্ষুব্ধ বিক্ষিপ্ততায় ছিন্নভিন্ন হ'য়ে

ভুত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকে
সংঘাত হানা ছাড়া পথই থাকবে না,
তুমি হবে কালের কুটিল গ্রাস ;
তাই, আবার বলি—
অন্য বৈশিষ্ট্যের ছাঁচে
নিজেকে ঢালতে যেও না,
তা'তে নিজের কাঠামোশুদ্ধ হারাবে ;
বরং নিজের বৈশিষ্ট্যকে বিনায়িত ক'রে
উৎকর্ষ-উদ্দীপ্ত ক'রে তোল—
কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের সুবিনায়ন-তৎপরতায়,
পরিবার-পারিপার্শ্বিককে তেমনি ক'রেই
স্বীয় ঐতিহ্যে উৎকীর্ণ ক'রে তোল,
শক্তির অধিকারী হবে। ১২১।

তোমার সত্তাপোষণী কৃষ্টি
যা' বহু প্রাচীন যুগ হ'তে প্রবাহিত হ'য়ে
স্বতঃ-দৃপ্ত বাস্তব উৎক্রমণায়
প্রবাহিত হ'য়ে চ'লেছে—
বহু আবর্ত্তনের ভিতর-দিয়ে
সুবীক্ষিত হ'য়ে,—
তা'রই অনুপোষণী যেখানে যা' পাও,
বরং তা' গ্রহণ ক'রে
তা'কে পুষ্ট ক'রে তোল ;
যা' পরিবর্ত্তন-প্রবর্ত্তনার ভিতর-দিয়ে
নূতন ঢংএ
সমস্ত কাঠামোকে পরিবর্ত্তন ক'রে
নানা রকমে রকমারি সৃষ্টি ক'রে

নানা বাদে বিবর্ত্তিত হ'য়ে চ'লেছে,—
তোমার সেই নিজস্বকে ত্যাগ ক'রে
তা'র আপাত-জলুসে ভুলে
তা'র কাছে আত্মবিক্রয় ক'রতে যেও না,
সেগুলি প্রায়ই সত্তাধর্ম্মী নয়কো,
পর বা প্রবৃত্তি-ধর্ম্মী,
তা'র পরিচর্য্যা-গৌরবী হ'য়ে যতই চ'লবে,—
কাল কিন্তু ভ্রূকুটি-ধিক্কারে
ততই তোমাকে অপদার্থ বিবেচনা ক'রে
হীনতম স্থানে সংস্থাপিত ক'রবে,
তাই, ভ্রান্তির বিলোল কটাক্ষে
আত্মসত্তাকে বিলোল ক'রে তুলো না,
বেকুব-গৌরবী হ'য়ে উঠো না,
নিজে ডুবো' না,
অন্যকেও তা'র সাথী ক'রবার
প্রয়াসশীল হ'য়ো না,
নিজেও ম'রো না,
অন্যকেও মেরো' না,
পার তো মৃত্যুকে চিরমরণে
অবশায়িত ক'রে তুলো',
আর, যে তা' যত পারবে,—
ধীমান্‌ও হ'য়ে উঠবে সে তেমনি। ১২২।

তুমি বেড়ে চল, এগিয়ে যাও—
কিন্তু প্রাচীন বা পূর্ব্বভূমিকে
ত্যাগ ক'রে নয়,
তোমার শৈশব-সংগঠনকে

ছেদ ক'রে নয়

বরং তা'রই বর্দ্ধনায়,

তা'কে ছেদ করা মানেই হ'চ্ছে—

তোমার সত্তার দাঁড়াকেই কেটে ফেলা

ভেঙ্গে ফেলা,

তা' ক'রলে তুমি আর থাকবে না,

তখন থাকবেই বা কে—

আর, বাড়বেই বা কে ?

তা'ই তা'কে বর্দ্ধন-বিনায়নায়

সমীচীন আরোতে সমন্বিত ক'রে তোল—

অনন্তস্পর্শী ক'রে,

যদি পার,

ধ্বংসে যাবে না,

নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে না,

থাকবে,

বর্দ্ধনার পথে এগিয়ে যাবে—

সার্থক বিনায়না নিয়ে। ১২৩।

তুমি প্রাচীনের আপূরণী হও,

ঐ আপূরণায় বর্ত্তমানকেও

আপূরিত ক'রে তোল—

নবীন বর্দ্ধনায়, সঙ্গত শালিন্যে ;

তুমি বর্ত্তমান বিজ্ঞানের

আপূরণ-প্রতিভা হ'য়ে ওঠ,

দর্শনের আপূরণ-দীপনা হ'য়ে ওঠ,

শিল্প-সাহিত্যের

ধাতা ও আপূরণী প্রাকার হ'য়ে ওঠ,

ন্যায় ও অন্যায়ের
সৎ-বিনায়নী আপূরণ-উদ্দীপনা হ'য়ে ওঠ,
জীবন-বর্দ্ধনার
ধৃতি-উৎসারণী কৃষ্টির
অনুশীলন-উদ্যোগী প্রেরণা হ'য়ে ওঠ—
ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য ও সুজননের
বৈধী নিয়মনী আপূরণায়
সম্বর্দ্ধিত ক'রে সবাইকে ;
আর, আপূরণী উদ্বর্ত্তনা
প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠেছে যেখানে,
উদাত্ত কণ্ঠে অভিবাদন কর তাঁকে,
আনত হও তাঁতে—
অচ্যুত অংশু-দীপনায়,
উদাত্ত বীর্য্যবত্তা নিয়ে
প্রতিষ্ঠা কর তাঁকে, পরিপালন কর—
ব্যত্যয়ী যা'-কিছুকে নিরোধ ক'রে ;
দক্ষ দীপ্ত হও,
তপ-প্রসাদ-মণ্ডিত হও—
আত্ম-বিনায়নী তর্পিত তর্পণায়
উৎসারণী উৎসর্গে বিভামণ্ডিত হ'য়ে ;
ঈশ্বর পরম-দৈবত,
উৎসারণার প্রসার-দ্যোতনা,
জীবনের ছন্দায়িত লাস্য-প্রদীপনা ;
সর্ব্বার্থের সার্থকতাই ঈশ্বর,
তিনিই পরমেশ্বর। ১২৪।

পূর্ব্বপুরুষে নিষ্ঠা,
সাত্বত ঐতিহ্য,

আর, সদাচারকে
যা'রা অস্বীকার করে
অবজ্ঞা করে,
তা'দের অন্তঃস্থ কৃতি-সম্বেগই
উদ্বোধিত হ'য়ে ওঠে না—
সঙ্গতিশীল অন্বিত অর্থনায়, শুভ-বিনায়নে ;
যতই যা' করুক সেগুলিকে
ঐ প্রাচীনে সুসঙ্গত ও সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলে'
উপযুক্ত অর্থনায় অন্বিত ক'রে
যে-বোধের সৃষ্টি হয়,
তা' কিন্তু তা'দের ভাগ্যে জোটেই না,
জোটে বিচ্ছিন্ন, বিকৃত ব্যত্যয়ী-আচার-সম্পন্ন
দাম্ভিক ব্যক্তিত্বের ছন্নছাড়া অভিব্যক্তি ;
তাই, বিজ্ঞ শ্রদ্ধাবেগ-সম্পন্ন ধী নিয়ে
বিহিতভাবে
তোমার কৃষ্টি-বৈশিষ্ট্যানুগ
সাত্বত সদাচারের সহিত
সেগুলিকে বিনায়িত অর্থনায়
অধ্যবসায়ী কৃতি নিয়ে
সুসঙ্গত ক'রে তোল,—
তুমি তো সার্থক হবেই,
পরিবেশও ঐ সাত্বত ঐশ্বর্য্যে
সন্দীপিত হ'য়ে
স্বস্তিলাভ ক'রবে। ১২৫।

তুমি তোমার
পুরাতন ঐতিহ্যের শিষ্ট বুনিয়াদকে

অভঙ্গুর রেখো—
ক্রম-তাৎপর্য্যে
তৎপর কৃতিদীপনায়,
আধুনিক বা নবীনের দিকে
এগিয়ে যাও এমনভাবে—
যেন নবীনের প্রতিটি পদক্ষেপের ভিতর
ঐ পুরাতন
শিষ্ট, সুষ্ঠু ও নিবিষ্ট তাৎপর্য্যে
অস্খলিতভাবে প্রতিটি চলনাকে সার্থক ক'রে
বোধদীপ্ত বিনায়নে
সুসন্দীপ্ত থেকেই চলে,
আর, সেই চলনাকে বিনায়িত ক'রে
তোমার ব্যক্তিত্বকে
শুচি-পরিবেষণ-তৎপরতায়
চারিত্রিক উৎকর্ষণায় শিষ্ট ক'রে
সব দিক্-দিয়ে
সমীচীন সার্থক
প্রাজ্ঞ ও কৃতী ক'রে তোল,
দেশের সাত্ত্বিক ধাতও তেমনি বিনায়নে
উৎসর্জ্জিত হ'য়ে ওঠে—
প্রতিটি যা'-কিছুকে
শিষ্ট, সুষ্ঠু ও সুন্দর ক'রে তুলে,
সার্থকতার প্রদীপ্ত-হিল্লোলে, মহৎ-পরিক্রমায়। ১২৬।

জীবনীয় ঐতিহ্যের পথে—
ব্যামোহ-বিড়ম্বনা থেকে

জীবন বা অস্তিত্বকে রক্ষা ক'রে
চ'লতে গিয়ে
পুরাতন ও পূর্ব্ববর্ত্তী
যে সমস্ত অবস্থার
উত্তাল খরঝঞ্ঝা ব'য়ে গেছে—

তা'র ভিতর থেকে
মানুষের জীবনীয় সে-সব
তাক্‌তুক, কুশলকৌশল বা ক্রিয়াকাণ্ড
সেগুলিকেই ঐতিহ্য ব'লে ধ'রে নিও—

যা' দেশ ও কুল হিসাবে
এক-এক রকম হ'য়ে
এখনও উদ্ভিন্ন হ'য়ে আছে,—
তা'র ব্যবস্থিতিগুলি
রকমারি হ'য়েও একই রকমের,
ঐ সম্যক্‌ কৃতিই সংস্কার ব'লে
লিপিবদ্ধ আছে এখনও ;

আবার, ঐ সংস্কার
ও তদনুগ চালচলনের ভিতর-দিয়ে যে ব্যতিক্রমী
আঘাত-ব্যাঘাতগুলি হ'তে উত্তীর্ণ হ'য়ে
নিষ্ঠানৈপুণ্য-সহকারে
মানুষ নিজে বেঁচে
দশ জনকে বাঁচাতে পারে,
তা'ই তো প্রথা,

প্রথা মানেই—
যা'কে প্রকৃষ্টরূপে ধ'রে রাখা হ'য়েছে,
আচার-নিয়মের উদ্ভব হ'য়েছে সেমনি ক'রেই । ১২৭ ।

প্রাচীনের স্মৃতিলেখাগুলিকে
আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিও না,
সযত্নে রক্ষা কর—
সম্বর্দ্ধনার দীপালী-আরতি নিয়ে ;
তোমার প্রাচীন পুরুষদিগকে স্মরণ কর—
সমীচীন অভিনিবেশ নিয়ে,
আর, ঐ লেখাগুলিকে
বেশ ক'রে বিনিয়ে-বিনিয়ে দেখ, বোঝ
তা' থেকে যা' পাও—
সেগুলিকে সংগ্রহ কর,
তোমার চল্‌তি তথ্য-লেখায়
সেগুলিকে লিপিবদ্ধ ক'রে রাখ,
তোমার প্রয়োজনমাফিক
সেগুলি যেন স্মৃতিতে জাগ্রত হয় ;
আর, হাতেকলমে যখন যা' কর—
অমনি ক'রে তা' ব্যবহার কর,
কাজে লাগাতে চেষ্টা কর—
তা'র মরকোচগুলিকে দেখেশুনে ;
দেখবে—তোমার পূর্ব্ব-পূর্ব্ব পুরুষের অঢেল ঐশ্বর্য্য
কত কী লুকিয়ে র'য়েছে,
আগে তা' বোঝনি,
বুঝতে চেষ্টা করনি,
অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়েছ তা' হ'তে,
তোমার ঐ গোপন ভাণ্ডারে
কত যে ঐশ্বর্য্য লুকিয়ে আছে বা ছিল—
ঠাওরে আসবে তখনি,
আর, সেগুলিকে তোমার নিজের,

পরিবার ও পরিবেশের
আয়ত্তে নিয়ে আসতে চেষ্টা কর,
ও তা'তে কৃতকার্য্য হও ;
এমনি ক'রেই প্রাচীন ও নবীনের
আগ্রহ-আকুল আলিঙ্গন
তোমার ব্যক্তিত্বকে বিভূতিমণ্ডিত ক'রে
বিভবে বিভাত ক'রে তুলুক ;
তাঁদের তাপস তর্পণ
তোমাকে তৃপ্ত ক'রে তুলুক,
তুমি প্রাচীন ও নবীনের
তীর্থভূমি হ'য়ে ওঠ। ১২৮।

তোমাদের বেদ, উপনিষদ্, গীতা,
দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস ইত্যাদিকে
বর্জ্জন ক'রো না,
মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ইত্যাদি সংহিতাকার
ও সংহিতাগুলিকে স্মরণ রেখো,
শুক্রনীতি, কৌটিল্য, কামন্দক
ও তাঁদের বিজ্ঞান-পরিষেবণা
যেখানে যা'-কিছু আছে,
ঋষিদের দর্শনসমূহের ভিতর যা'-কিছু
তা'র তত্ত্বাবধানে
বিন্দুমাত্র বিমুখ হ'য়ো না,
ওগুলি তোমাদেরই কৃষ্টিপ্রজ্ঞা-বেদী ;
সার্থক অনুধ্যায়িতা নিয়ে
তাৎপর্য্য-অনুসন্ধানে
তা'র অধিগমন ক'রে

বিহিত বোধিতে পুরশ্চরণ ক'রে চ'লো,
আর, ঐ বেদীর সংস্থাপক
পূরয়মাণ পরবর্ত্তী যাঁ'রা—
তাঁ'দের স্মারক জীবনী-সহ
বাণী-সন্দর্ভ সংগ্রহ ক'রে
একসূত্রসঙ্গতির সার্থকতায়
নিজেদের সার্থক ক'রে তুলো ;
কোরাণই বল, বাইবেলই বল,
জেন্দ্-আবেস্তাই বল,
গ্রন্থসাহেব বা জৈনগ্রন্থই বল,
আর, বৌদ্ধবিজ্ঞানই বল,
সংহতির সমদর্শিতায়
তা'দিগকে সুসঙ্গত ক'রে
সম্যক্ সন্দীপনায়
নিজেকে সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলো ;
পূরয়মাণ মহান যাঁ'রা
তাঁ'দের প্রত্যেকের জীবন ও বাণীর সঙ্গে
প্রত্যেকের সঙ্গতি আছে
দেশ, কাল ও পাত্রানুপাতিক,
তাঁ'রা সেই একেরই
বহুধা অভিব্যক্তি মাত্র ;
তাই, দুনিয়ার মহান আচার্য্যদের
মহান বাণীগুলিকে অবজ্ঞা ক'রো না,
তা'তে তোমাদের প্রজ্ঞাই
অবজ্ঞাত হবে কিন্তু,
সীমায়িত হ'য়ে উঠবে,
একপেশে হ'য়ে উঠবে,

সার্থক সংহিতির সঙ্গতি নিয়ে
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারবে না ;
তাই বলি, নতজানু হ'য়ে
সশ্রদ্ধ সমীক্ষায়
পূরয়মাণ বর্ত্তমান যিনি—
তাঁতে আলম্বিত হ'য়ে
স্মিত সম্বর্দ্ধনায়
তাঁদের প্রজ্ঞাপূরিত জীবনকে
নমস্কার ক'রো,
আবাহন ক'রো,
অধিগমন ক'রো। ১২৯।

উপনিষদ্, গীতা ও ব্রহ্মসূত্রকে
মনীষিগণ প্রস্থানত্রয় বলেন ;
প্রস্থান কথার মানেই হ'চ্ছে—
প্রকৃষ্টরূপে যা'র স্থান আছে,
স্থিত যে, বাস্তব যা' ;
দার্শনিক অনুনয়ন,
বোধবিনায়নী তাৎপর্য্য,
সঙ্গতিশীল সম্মিলন,
বা কা'র সাথে কা'র কেমন
অসঙ্গতি আছে—
এগুলিকে নির্দ্ধারিত ক'রে
যেগুলি বাস্তবতায় সংস্থ—
তা'কেই আমরা প্রস্থান ব'লতে পারি,
আর্য্যেরা সেই জন্য
উপনিষদ্, গীতা, ব্রহ্মসূত্র—এগুলিকে
প্রস্থানত্রয় ব'লে থাকেন ;

আমরা করি, দেখি, বুঝি,
বুঝে—যে-বোধিবিদীপ্তিতে উপনীত হই,
সেটাই কিন্তু আমাদের জ্ঞান,—
যা'র বিহিত নিয়ন্ত্রণে
আমরা বিহিত ফল পেতে পারি ;
এই ফলগুলি আমাদের পক্ষে জীবনীয়,
যা' জীবনীয়, যা' সম্বর্দ্ধনীয়—
তা' সবারই পক্ষে গ্রহণীয় ;
এই প্রস্থানগুলি
সুপ্রতিষ্ঠিত যে-বিধায়নায়—
তা' যে-কোন প্রেরিতপুরুষ
বা ঋষিরই হো'ক না কেন—তা' গ্রহণীয়ই ;
যেটা সর্ব্বদেশে সমানভাবে গ্রাহ্য—
গ্রহণীয়, শিষ্ট, সুপ্রতিষ্ঠ,—
তা' সবার পক্ষেই গ্রহণীয় ;
তা'কে যদি আমরা ত্যাগ করি—
ভ্রান্ত হ'য়ে প'ড়ব আমরা ;
ঋষির আবির্ভাব
ভারতে তো হ'য়েছে বহুৎই,
অন্যদেশেও যে হয়নি—তা' নয়,
তাঁ'দের নিদেশগুলি যদি সমীচীন হয়—
যে-অবস্থায় যেখানে যেমন ক'রে—
তা'ই-ই গ্রহণীয় ;—
তাই বলি—
ঋষিবাদ,
প্রস্থানত্রয়,—
এ সবকে অগ্রাহ্য ক'রো না,

যদি পার—নিবিষ্ট অনুনয়নে
তুমিও দেখ,
সার্থকতায়
তুমিও সুঠাম হ'য়ে ওঠ,
আর, ঐ অবদানে
প্রতিটি ব্যষ্টি,
প্রতিটি উদ্ভিদ্
জীবজন্তু ইত্যাদি
যেখানে যেটা যেমনতর প্রয়োজন
তা'তে সার্থকতা লাভ ক'রে
সিদ্ধকাম হ'য়ে উঠবে
এমনি ক'রে ;
আর, এ ক'রতে গেলেই চাই—
নেহাত পক্ষেই চাই—
নিবিষ্ট ইষ্টনিষ্ঠা,
অস্খলিত আনুগত্য,
উদ্দীপ্ত কৃতিসম্বেগ,
নন্দিত শ্রমসুখপ্রিয়তা,—
এই তো আমি যা' বুঝি। ১৩০।

জীবন গতিশীল,
ধর্ম্মও গতিশীল,
কৃষ্টিও গতিশীল,
এই গতিশীলতার
বিনায়িত ক্রম-অভিব্যক্তিই হ'চ্ছে
আর্য্যত্ব,—
যা' জীবনকে বিচ্ছিন্ন না ক'রে

সঙ্গতিশীল তৎপরতায়
উৎকর্ষের দিকে নিয়ে যায় ;
তাই, তা' ঋত—
সত্য—বাস্তব। ১৩১।

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইষ্টার্থদীপনায়
অচ্যুত নিরন্তরতা নিয়ে
পুরুষানুক্রমে আদর্শ, ধর্ম্ম
ও সত্তাপোষণী-গবেষণা-সম্বেগী
কৃষ্টি-গৌরববাহী যা'রা—
বাস্তব অনুচর্য্যায়,—
আর্য্য তা'রাই ;
ঐ গৌরব-অনুচর্য্যী ব'লে
গৌরবান্বিত দেবজাতি ব'লেই
তা'রা একদিন আখ্যায়িত হ'য়েছে,
আর, হিন্দু কথার অভ্যুত্থানই তা' থেকেই। ১৩২।

যে-অনুশাসন তাপস-অনুশীলনায়
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ অনুবর্ত্তনে
অতীতকে আপূরিত ক'রে
অস্তিবৃদ্ধির বাস্তব উদ্বর্ত্তনে
বর্ত্তমানকে উচ্ছল ক'রে
ভবিষ্যৎকে বর্দ্ধনপ্রসূ সঞ্জীবনী অনুপ্রেরণায়
উদ্দীপ্ত ক'রে তুলতে পারে—
সর্ব্বসঙ্গতির সার্থক সঞ্চালনায়,—
তা'ই-ই আর্য্য-সত্য,

প্রাকৃতিক বৈধী-নন্দনা,
আর, অনুসরণীয় তা'ই-ই। ১৩৩।

যা'রা পঞ্চবর্হি'কে স্মরণ ক'রে চলে,
আর, জীবনকে নিয়ন্ত্রিতও করে তেমনি—
আপূরণী ইষ্ট, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
অভ্যুদয়ী অভিনন্দনায়,
তা'রা সর্ব্বতোভাবে আর্য্যীকৃত,
তাই, তা'রা আর্য্য—
তা'দের বীজ-বৈশিষ্ট্য বহন ক'রে,—
তা' তা'রা বৈষ্ণবই হো'ক,
শাক্তই হো'ক, শৈবই হো'ক,
সৌরই হো'ক, গাণপত্যই হো'ক,
তান্ত্রিকই হো'ক, শিখই হো'ক
জৈনই হো'ক, বৌদ্ধই হো'ক,
মুসলমানই হো'ক, খ্রীষ্টানই হো'ক,
আর, যা'ই কিছু হো'ক না কেন। ১৩৪।

যে-জাতিই হো'ক,
যে-ধর্ম্মে'র ধর্ম্মী'ই হো'ক না কেন কেউ,
যা'রা পঞ্চবর্হি'কে স্বীকার করে
সপ্তার্চ্চি'র অনুসরণ করে—
তা' যে-কোন প্রকারেই হো'ক না কেন,
বিবাহে প্রজননবিধি যা'দের অনুলোমক্রমিক,
পরিপোষণী ও পরিপূরণী
কুলসংস্কৃতি ও ব্যক্তিগত প্রকৃতি-অনুপাতিক
পরিণয়ে যা'রা শ্রদ্ধাশীল,

পূরয়মাণ পূর্ব্বতনদিগকে স্বীকার ক'রে
নিজের অনুসৃত প্রেরিতপুরুষ
ও বর্ত্তমান পুরুষোত্তমকে
গ্রহণ ও বহনোন্মুখ যা'রা,—
সবারই বিশেষতঃ আর্য্যদের কাছে
তা'রাই আচরণীয়—

সমাজ-সঙ্ঘের অঙ্কে
তা'দের স্থান অব্যাহত,
সংহতির সৌহার্দ্দ্য-বন্ধন
তা'দেরই স্বতঃসন্দীপ্ত। ১৩৫।

যা'রা পঞ্চবর্হিকে অবজ্ঞা ক'রে
অন্য কোন মতবাদে
আত্মনিয়ন্ত্রণ ক'রে থাকে
ক্রমান্বয়ে তিন পুরুষ পর্য্যন্ত,
বা যা'রা কোনদিনই পঞ্চবর্হিকে
অনুশাসনী স্বীকার ব'লে গ্রহণ করেনি,
তা'রা যদি স্বেচ্ছায়
পঞ্চবর্হিকে আত্মীকৃত ক'রে
শুদ্ধিযাগে আর্য্যীকৃত হয়,—
তা'দের কৌলিক সাংস্কৃতিক স্বভাব
ও ব্যক্তিগত প্রকৃতির বহুলতা-অনুপাতিক
অন্বিত সামঞ্জস্যে
যে-বর্ণের উপযুক্ত হয়,
সেই বর্ণেই অনুক্রমিক পর্য্যায়ে
তা'দের স্থান নিরূপিত হওয়াই স্বাভাবিক—
ঐ বর্ণোচিত নামের পূর্ব্বে

'পূতি' অর্থাৎ 'পবিত্রীকরণ' শব্দ
যোজনা ক'রে,
এবং ঐ পঞ্চবর্হি'র নিয়মানুক্রমিকতায়ই
তা'দের ক্রিয়াকর্ম্মাদি নিষ্পন্ন হওয়া বিধেয়। ১৩৬।

তোমার ইষ্ট, কৃষ্টি ও ধর্ম্মে'র
দর্শন ও ভাবধারায়
যেখানে যা'কে পাও,
তা'দের অন্তঃকরণকে ভরপুর ক'রে দাও—
সুসঙ্গত যুক্তিপূর্ণ হৃদ্য অনুচর্য্যায়,
যা'তে সম্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে তা'রা
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠে তা'রা—
সুকেন্দ্রিক প্রগতিমুখর হ'য়ে
বাক্যে, ব্যবহারে ও চরিত্রে,
সুনির্ব্বন্ধ সহৃদয় বাস্তব বান্ধবতা নিয়ে তদনুচলনে ;
এই সম্বেগ স্বতঃ-মুখর হ'য়ে থাকাই হ'ল
আর্য্যত্বের লক্ষণ। ১৩৭।

তোমার কৃষ্টি বা সংস্কৃতি
অন্যের কৃষ্টি বা সংস্কৃতিকে
যেন অবজ্ঞা না করে,
বরং সশ্রদ্ধ সম্বোধির সহিত
একটা সুসঙ্গত অন্বয়ী সামঞ্জস্যে
ঐ কৃষ্টির তাৎপর্য্যকে উদ্ঘাটন ক'রে
সার্থকতায় পূরণ ক'রে তোলে—
সেই কৃষ্টির কেন্দ্রপুরুষের
জীবনচর্য্যার ভিতর-দিয়ে সন্ধিৎসু সমীক্ষায়,

অবজ্ঞাত যা' জ্ঞাত ক'রে তা'কে,
অসামঞ্জস্যকে সামঞ্জস্যে এনে,
খাঁকতিকে পূরণে পরিস্রুত ক'রে,
বৈশিষ্ট্যপালী বিবর্দ্ধনী যা'
তা' দিয়ে ও নিয়ে ;—
তোমার কৃষ্টি যেন তাই-ই করে,
তবেই তো তা' মহান্। ১৩৮।

কৃষ্টির আপূরণী শ্রেয় ও প্রেয়-প্রাণতায়
কেন্দ্রায়িত না হ'য়ে—
অন্যের ভাব, অন্যের ভাষা,
অন্যের কৃষ্টি ও আচারকে স্বীকার ক'রে
তা'তে আত্মনিমজ্জন করা—
নিজের ব্যক্তিত্ব, সম্প্রদায়, সমাজ
ও রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ী আভিজাত্যকে
বিবর্জ্জিত ক'রে,—
সে যে কী দুর্ব্বলতা,
কী সাংঘাতিক অপক্রমী প্রবোধনা—
যা'র ফলে, নিজস্ব হারিয়ে
অন্য কিছুর আহার্য্য হ'য়ে
তা'তে জ্যান্ত থাকা ছাড়া
আর উপায়ই থাকে না ;
আবার, সবলতার লক্ষণই সেখানে—
যেখানে কেন্দ্রায়িত প্রেয়প্রাণতায়
পরিবেশের ভাব, ভাষা, আচার ও সংস্কৃতিকে
নিজের ভাব, ভাষা, আচার ও সংস্কৃতিতে
পরিপাচিত ও পরিশোধিত ক'রে

বৈশিষ্ট্যবান্ অভ্যুদয়ী আভিজাত্যকে
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলা হয়,
সুবিন্যস্ত এই আচরণ
জীবন ও জাতিকে উদ্বর্দ্ধী ক'রে তোলে,
—আর, এই-ই হ'চ্ছে আর্য্য-বৈশিষ্ট্য—কৃষ্টি-সম্বর্দ্ধনা। ১৩৯।

যা'রা বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
পূর্ব্বতন প্রেরিত-পুরুষোত্তমদিগকে অস্বীকার ক'রে,
নিজের বংশ, গোত্র, ইষ্ট, কৃষ্টি
ও ধর্ম্মকে পরিত্যাগ ক'রে
কোন মহাপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছে,
অথচ সে-মহাপুরুষ
পূর্ব্বতনদিগের ব্যক্তিত্ব ও তত্ত্বে
সুসঙ্গত সার্থক সমঞ্জস তাৎপর্য্যে দাঁড়িয়ে
তাঁদিগকে গ্রহণ করেননি,
কিংবা নিজের গোত্র ও বংশকে অস্বীকার ক'রে
ব্যতিক্রমী পন্থা অবলম্বন ক'রেছেন,—
তা'রাই পাতিত্যদুষ্ট হ'য়েছে ;
কিন্তু তা' না ক'রে যা'রা
সুসঙ্গত সার্থক তাৎপর্য্য-অনুধ্যায়িতা নিয়ে
পূর্ব্বতনে শ্রদ্ধানতির সহিত
তদনুচর্য্যাপরায়ণ হ'য়ে
বৈশিষ্ট্যপালী পূরয়মাণ ইষ্ট, কৃষ্টি ও ধর্ম্মকে
স্বীকার ও অনুসরণ ক'রে চ'লেছে,
তা'রা পাতিত্যদুষ্ট নয়কো,
কারণ, ঐ বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইষ্ট
বা প্রেরিত-পুরুষোত্তম যিনি

তিনি পূর্ব্বতনেরই আপূরণী প্রকট মূর্ত্তি—
তা' পৃথিবীর যে-কোন দেশে
যে-কোন দ্বিজাধিকরণের মধ্যেই
তিনি জন্মগ্রহণ করুন না কেন,
তাঁ'র ঐ প্রকট জীবনই
পূর্ব্ববর্ত্তীদের পরিণতি—তত্ত্বতঃ ও ব্যক্ততঃ,
তাই, তাঁকে গ্রহণ না করাই বরং পাতিত্য। ১৪০।

আর্য্য! আশ্রিতরক্ষণ তোমাদের স্বভাবসিদ্ধ,
রক্তসংস্থিতি তেমনতর,
তোমরা কূটকৌশলী হ'য়েও বিশ্বাসঘাতক নও,
বরং কুশলকর্ম্মা, কৃতী তোমরা,
তাই, ও স্বভাবকে কখনও ত্যাগ ক'রো না,
ওর পরিপোষক চিন্তা ও কর্ম্ম হ'তে বিরত থেকো না,
আশ্রিতকে যোগ্য ক'রবার
আপ্ত ক'রবার
সমস্ত ফন্দিফিকির নিয়ে
দায়িত্বের সাথে তা' সম্পাদন ক'রো—
সাবধানী চকিত দৃষ্টি নিয়ে,
তা'দের বিষাক্ত যদি কিছু থাকে
তা'তে তুমি বিধ্বস্ত না হও ;
মনে রেখো, মানুষ যেন ব্যর্থ না হয় তোমার কাছে—
বাঁচবার বা সদভিপ্রায়ে সম্বর্দ্ধিত হবার
কোন আকাঙ্ক্ষাতে তোমার সাধ্য-মত,
তা'দের দোষ-ত্রুটি-গ্লানি-মন্দ
নিরাকরণ-সচেষ্ট থেকো—
যেমন তোমার ও তোমার নিজ পরিবারের

গ্লানি-মন্দের বেলায় ক'রে থাক,
আর, এই অভ্যাস, এই সহৃদয়তা
সময় এলেই প্রতিক্রিয়ায়
তোমাকে ঐ রকম উপঢৌকন নিয়ে
অঞ্জলিবদ্ধ অন্তরে তোমার সম্মুখে
হাজির হবে একদিন। ১৪১।

আর্য ! তোমরা দেবজাতি,
মাতৃশক্তি তোমাদের প্রসূতি,
অবজ্ঞা ক'রো না তাঁকে
অবমাননা ক'রো না তাঁকে,
হ'তেও দিও না তা',
ব্যভিচারের পূতিপঙ্কে
অপবিত্র ক'রে তুলো না তাঁ'র আসন ;
এই প্রসূতি যদি অবজ্ঞাত হন,
সংস্কৃতি-বঞ্চিত হন
বোধন-জাগ্রত না ক'রে তোল তাঁ'কে,
পৈশাচিক কলঙ্কে তাঁ'কে কলঙ্কিত ক'রে তোল,—
—জীবনের আসন ট'লে যাবে,
হত্যায় আত্মাহুতি দিতে হবে,
প্রকৃতির বিপর্য্যয়ী কটাক্ষ রোষনেত্রে
তোমাকে নিঃশেষ ক'রে তুলবে,
তাই, সশ্রদ্ধ সেবানুকম্পিতায়
প্রসন্ন ক'রে তোল তাঁ'কে,
তোমার চিন্তা দিয়ে, চরিত্র দিয়ে
সদ্ব্যবহারে বিচ্ছুরিত ইষ্টনিষ্ঠ অনুরাগোদ্দীপনায়
সংস্কৃতির বোধিনৈবেদ্যে তাঁ'কে পূজা ক'রে

সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোল,
বৈশিষ্ট্যপালী অঘমর্ষী মন্ত্রে
প্রবৃত্তির ঘৃণ্য ধ্বান্তরাশিকে
তাঁ'র চরণে বলি দিয়ে
সেই জগদ্ধাত্রী দুর্গতিনাশিনীর
স্বতঃস্বাভাবিক মূর্ত্তিকে অবলোকন কর—
তোমারই ঘরে—তোমারই গৃহস্থী মণ্ডপে,
পাপকে নিরোধ কর,
পুণ্যে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠুক তোমার অন্তর,
তুমি দীপ্ত হও
তৃপ্ত হও
দৃপ্ত হও—
স্বর্গের দীপালি আশিসে
তুমি তোমার সব পারিপার্শ্বিক নিয়ে
সার্থক হ'য়ে ওঠ। ১৪২।

আর্য্যদের বিশেষতঃ ভারতীয় আর্য্যদের
অধঃপতন তখন থেকেই আরম্ভ হ'ল,—
যখন থেকে ঋষিকে উপেক্ষা ক'রে
দার্শনিক পণ্ডাগিরির উপর দাঁড়িয়ে,
ঋষিঋকে দাঁড়িয়ে
বহুবাদের সৃষ্টি হ'তে লাগল ;
এদের যাতায়াত ছিল সব দেশেই,
এদের জাতিভেদ থাকলেও—
তা' বর্ণানুগ পর্য্যায়ে,
কিন্তু জনভেদ ছিল না,

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

কারণ, তা'রা একাদর্শ-অন্বিত ছিল—
বৈশিষ্ট্যভেদ থাকা সত্ত্বেও,
অর্থাৎ প্রতিপ্রত্যেকে তা'র বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়েও,
তাই, গণ-সংহতি স্বতঃ ও সলীল ছিল তা'দের,
আভিজাত্য-জ্ঞান, বৈশিষ্ট্য-জ্ঞান
সত্তায় সুসঙ্গতি নিয়েই বসবাস ক'রত,
আর, এই বৈশিষ্ট্যের গুচ্ছ নিয়েই বর্ণ হ'য়েছিল,
প্রত্যেকটি বর্ণই প্রত্যেকটি বর্ণকে
শ্রদ্ধা ও স্নেহল চক্ষেই দেখত—
তা' শুধু মুখে নয়,
অনুচর্য্যায়,
সক্রিয় অনুদীপনা নিয়ে ;
এদের ছিল বৃত্তি-বিভেদ—
যা'র ফলে ছিল না বেকার-সমস্যা,
আর, ছিল শ্রেয়-নন্দিত প্রগতি-পরায়ণ যৌন-সংস্রব,
যা'র ফলে, দেশ সুজাতক-সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠত ;
যখনই এই প্রাচীন সুদক্ষ সুবীক্ষণী তত্ত্বদৃষ্টি,
তপোনিরত অনুচলন
বান্ধব আলিঙ্গনকে উপেক্ষা ক'রে
অন্যের পরাক্রম ও বীর্য্যের কাছে
অবনত হ'য়ে উঠল,
ক্রীতদাস হ'য়ে উঠতে লাগল,—
নিজের আভিজাত্য, কৃষ্টি-গৌরব,
ধৃতিতপা চলন,
অনুশীলনী উদাত্ত অনুবেদনা
যা' যোগ্যতাকে আহরণ ক'রে
হওয়ার ছন্দে

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

বিভবের বিভূতিবান সুতপা-সম্বর্দ্ধনাকে আবাহন করে,
তা' ব্যতিক্রমের ছোঁয়া লেগে
ব্যর্থতায় আত্মগৌরব হারাতে সুরু ক'রে দিল,—
তখনই ঐ ধৃতি-রক্ষার জন্য
ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য
আদর্শ ও কৃষ্টি-রক্ষার জন্য,
বিরুদ্ধ সংস্রব হ'তে
নিজেদিগকে বাঁচাবার জন্য
ধর্ম্মের নামে
বাইরের দুনিয়ার সব সম্পর্ক থেকে
নিজেদের যতটা সম্ভব
আলাহিদা রাখতে চেষ্টা ক'রতে লাগল—
নিজত্ব বজায় রাখবার
অভিনিবেশী অনুবেদনা নিয়ে ;
আর্য্য-সন্তানগণ নিজেদের মর্য্যাদাকে পদদলিত ক'রে,
মিলনকে উপেক্ষা ক'রে
পরপদলেহী যতই হ'য়ে উঠতে লাগল—
নিজেদের ঐ সুতপা মর্য্যাদাকে
উপঢৌকন দিয়ে তা'দের পায়ে,—
আভিজাত্য, কৃষ্টি-সাধনা,
অনুশীলনী অনুচর্য্যায়
যোগ্যতাকে আহরণ করার প্রবৃত্তি
ততই খিন্ন হ'য়ে উঠল,
ঐ প্রভুদের সেবায়
তা'দের চাহিদামত যখন যেমন ক'রে
তা'দের মন জোগাতে পারে,
তা'ই ক'রেই চ'লতে লাগল,—

যা'র জন্য ঐ আদর্শহারা হ'য়ে
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের আপূরণী
একতাসূত্রকে ছিন্ন ক'রে
ভেদনীতির অপকৃষ্ট আরাধনায়
প্রত্যেকে ভিন্ন-ভিন্ন হ'য়ে উঠতে লাগল,
বিরোধ-উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠতে লাগল,
অন্যের পতনেই নিজের আত্মতৃপ্তি
উপলব্ধি ক'রতে লাগল,

এই সোনার দেশ তখন থেকেই
খান-খান হ'য়ে ভেঙ্গে
বিচ্ছিন্নতার ব্যাহৃতি নিয়ে
পরগৌরব-গরীয়ান হ'য়ে উঠতে বাধ্য হ'ল,
আত্মশাসনের শক্তিতে সংঘাত হেনে
পরশাসনকে গ্রহণ ক'রতে বাধ্য হ'ল,

সর্ব্বনাশ দাউ-দহনে তখনই প্রতিটি ব্যষ্টিকে
দহন ক'রতে-ক'রতে
ধূমাবৃত অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন ক'রে ফেলল,
বাঁচার উপকরণ ছেড়েও
যা'তে বাঁচতে পারে,
আত্মশক্তিকে ধিক্কার দিয়েও
যা'তে পরাভূতির উপঢৌকন নিয়ে
পরপদলেহী পুণ্যের সঞ্চয়ে ধন্য হ'তে পারে—
সেই চেষ্টাই সুরু ক'রে দিল তা'রা,
ভ্রষ্ট হ'ল তা'রা তখন থেকেই,
নষ্ট হ'ল তা'রা তখন থেকেই,

অমানুষ হ'তে লাগল
অনুস্রবা সন্তান-সন্ততি সহ—তখন থেকেই ;

এইতো অপমর্য্যাদার অভিনিবেশী অধঃপতনের মোটা খসড়া,
তাই, এখনও আদর্শপরায়ণ হও,
একভক্তিপরায়ণ হও,
প্রবুদ্ধকে শরণ নাও,
সংহতিকে আলিঙ্গন কর,

পরাক্রমে প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠ,
জ্ঞানে সম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠ,
পারগতায় প্রতুল হ'য়ে ওঠ,
পোষণ-প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠ,

আত্মরক্ষার অভিযানে
আপূরণী অনুশাসনে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে
ঐ আদর্শ-অনুবেদনায়
তদনুগ আত্মনিয়ন্ত্রণে
আয়ত্তের পথে, অনন্তের পথে
উধাও চলনে চ'লতে থাক ;

সার্থক হও তুমি,
সার্থক হো'ক তোমার পরিবার,
সার্থক হো'ক তোমার পরিবেশ-পরিস্থিতি,
সার্থক হ'য়ে উঠুক তোমার রাষ্ট্র ;
আর, সব-কিছু নিয়ে সার্থক হ'য়ে ওঠ—
সেই পরম-কারুণিক পরমেশ্বরে। ১৪৩।

ভারতীয় আর্য্যরা সিন্ধু-উপত্যকায়
বহুল পরিমাণে ছিল,
আবার, কতক আর্য্য আর্য্যাবর্ত্তে ছিল,
শুধু আর্য্যাবর্ত্তে কেন—
ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে বসবাস ক'রত,

বহু স্থানে বহু সংস্থিতি ও সঙ্গতি স্থাপন ক'রে
অন্য ভারতীয়দের সাথে
নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে
বিহিত তাৎপর্য্যে সুসংহত হ'য়ে বসবাস ক'রত ;
যুদ্ধ ক'রে, হত বা আহত ক'রে
ভারতে তা'রা সাধারণতঃ নিজের অবস্থিতিকে
কায়েম ক'রে তোলেনিকো—
যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিজেরা অন্যের দ্বারা
বিধ্বস্ত হ'য়ে না উঠেছে,
বিহিত সংহতি নিয়ে
আগমন ও প্রত্যাগমনের ভিতর-দিয়ে
এদেশের ভারতীয় লোকজন
তা'দিগকে
আপ্যায়নার সহিত গ্রহণ ক'রেছিল ;
পালন-পোষণ-রক্ষণ
তা'দের স্বাভাবিক চরিত্র থাকত,
কৃষ্টি বা সংস্কৃতিই ছিল
তা'দের জীবনীয় সাধনা,
এবং এই সাধনায় ভারতবর্ষ
অনেক এগিয়ে গিয়েছিল ;
আবার, এই এগিয়ে যাওয়ায়
তা'রা একাই যায়নিকো,
তা'দের পরিবেশকেও
অমন ক'রে তুলেছিল,
ব্যবহার-বিধৃতি-বিনায়নাই ছিল
তা'দের স্বাভাবিক সৌষ্ঠব-সন্দীপনা,
আর, তা'র ফলে

যেমন সিন্ধু-উপত্যকার ভিতর
তা'দের সহজ সংস্থিতি গ'ড়ে তুলেছিল,
তেমনি ক'রে, গোটা আর্য্যাবর্ত্তেও
তা'ই হ'য়েছিল ;

তৎপরে সরস্বতী-তীরে
তা'দের মধ্যে ব্রাহ্মণ যা'রা
তা'রা প্রায়শঃ সেখানে বসবাস ক'রত—
কৃষ্টির অধিষ্ঠিতিকে ভর ক'রে,

তা'রই ক্রম-উৎসর্জ্জনায়
যা' আয়ত্তে এসেছিল—
সেগুলিকে বিহিতভাবে ব্যবহার ক'রে ;

সেই যুগে তখন কা'রো
এদেশকে আক্রমণ করার
কোন লালসাই জন্মেনি,
এদেশের নাম শুনলেই
আর্য্য-পরিকল্পনায়
তা'রা নমস্কার ক'রত,
ভারতের কথা শুনলেই এমনি ক'রত,
এমন দিনই চ'লে গিয়েছে ;

তা'রপর যখন বিস্তার লাভ করে—
শুনেছি—তখন চীনও
এই ভারতের অঙ্গীভূত
হ'য়ে উঠেছিল একদিন,—
মহাভারতে যেমনতর দেখা যায় ;
আর্য্য ছিল—কৃষ্টিযাগী ও কৃষ্টিযাজী ;
আজকাল রাশিয়া-আমেরিকায়
যেমন শোনা যায়,—

তখনকার যুগে
এরা যে তা'র চেয়ে কম ছিল—
তা' শোনা যায় না,
বুঝে দেখ—
সেই তোমরাই এই তোমরা ;
যতই কৃষ্টিশৈথিল্য আসতে লাগল—
তোমাদের ভোগবিলাস বাড়তে লাগল—
ব্যভিচার-ব্যতিক্রম
ক্রমে-ক্রমে হানা দিতে লাগল,
তা'র পর সেই দেশ
এখনও কিন্তু তোমাদের ;
তাই, আমি এখনও বলি—
ওঠ, জাগো,
'প্রাপ্য বরান্ নিবোধত',
কৃষ্টিযাগের হোমবহ্নিতে তোমরা এখনও
পূত চলন নিয়ে চ'লতে থাক,
আর, ঐ হোমে আহুতি হো'ক
তোমাদের কৃষ্টি-কৃতি—
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্য নিয়ে ;
এই কৃষ্টিসাধনায়
যতই তৎপর হ'য়ে চ'লবে—
জীবনীয় যাগ-উৎকর্ষে
সাধনব্রতে ব্রতী হ'য়ে,—
আবার হয়তো সেদিন
কৃষ্টিবিভূষণে ভূষিত হ'য়ে
তা'র হোম-আহুতির
স্বস্তিতিলক ও শান্তিজল নিয়ে জাতিকে

আরোতর উচ্ছল ক'রে তুলতে পারবে ;
সঙ্গে-সঙ্গে বিহিত বৈধী তাৎপর্য্যে
জনন-যাগের শিষ্ট অধিষ্ঠিত নিয়ে
ব্যতিক্রমহারা পাপহারা শুভ-তাৎপর্য্যে
আবার হয়তো সেদিন আসবে—
আরোতর উর্জ্জনাশীল হ'য়ে,
বাঁচা-বাড়ার বিভব-বিভূতি নিয়ে
অমৃত-উৎসারণী অবদানে
সুধাসন্দীপনী তাৎপর্য্যে
ভর-দুনিয়ার সেবা ক'রতে পারবে ;
তাই বলি—দাঁড়াও,
এখনই দাঁড়াও, এখনই ওঠ,
এখনও সেই ব্রতচারী হ'য়ে
নিজেকে ধন্য ক'রে তোল,
পরিবার ও পরিবেশকে ধন্য ক'রে তোল ;
মঙ্গল-আচরণ সবার ভিতর উদ্ভিন্ন হ'য়ে
মাঙ্গলিক বিভূতি নিয়ে
কৃতার্থ ক'রে তুলুক সবকে। ১৪৪।

আবার সেই ঋষির যুগের
রক্ষী-হাওয়াকে অবাধ ক'রে তুলতে হবে
এই ভারতে,
আবার আমাদের পূর্য্যমাণ
পরম-ভাগবত আদর্শ-পুরুষকে কেন্দ্র ক'রে
দীক্ষাদ্যুতির উচ্ছল আলোকে
প্রতিপ্রত্যেককে পরস্পরের সহযোগী হ'য়ে

সংহত হ'তে হবে সবাইকে,
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক বর্ণাশ্রমের বিভূতি নিয়ে
উৎকর্ষী অনুলোম-পরিণয়ের
উদ্বর্ত্তন ক'রতে হবে
সাগ্রহ, সশ্রদ্ধ আলিঙ্গনে—
ব্যত্যয়ী-বিসৃজী প্রতিলোমকে
লৌহ-নিগড়ে নিরোধ ক'রে,
ছোট যা'রা,অপটু যা'রা, শ্রমকাতর যা'রা—
যোগ্য ক'রে তুলতে হবে প্রতিপ্রত্যেককে
দেবপ্রভ উদাত্ত আগ্রহে,
সক্রিয় ক'রে সবাইকে
সত্যে, সুন্দরে, শিবে,
আবার সেই
শ্বেত, রক্ত, পীত ও হরিৎ-সমাবেশী
দেদীপ্য-সুদর্শন-অঙ্কিত
পতাকাতলে সবাইকে সমবেত হ'তে হবে—
পরম সহযোগী আলিঙ্গনে
ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য নিয়ে, বর্ণ-বৈশিষ্ট্য নিয়ে,
সম্প্রদায়, সমাজ ও রাষ্ট্র-বৈশিষ্ট্য নিয়ে
অঞ্জলিবদ্ধ চাতুর্ব্বর্ণ্যে—
শ্রম-উচ্ছল পারস্পরিক পরিপূরণী পরিচর্য্যায়
—উর্জ্জয়ী পরাক্রমে
আর, অভিবাদন ক'রতে হবে
সেই পূর্য্যমাণ পরম-ভাগবত
আদর্শ পুরুষের চরণাম্বুজে
এমনতরভাবে
যা'তে আমাদের প্রত্যেকটি অন্তরে

তাঁকে জীবন্ত ক'রে তুলতে পারি—
যজ্ঞে, হোমে, হবিতে,

আর, এই শ্রমমুখর স্বতঃ-সার্থক
সহযোগ-প্রাণতার ভিতর-দিয়ে
মুক্তির দুন্দুভি নিয়ে
পার্থিবতাকে উচ্ছল ক'রে তুলে'
আধ্যাত্মিক সার্থকতায়
সেই প্রণব গানে আকাশ, বাতাস, জল,
পৃথিবীকে পূত ক'রে তুলতে হবে,
আবার বিশ্বকে ডাকতে হবে
সেই পঞ্চবর্হির উদাত্ত আহ্বানে
সপ্তার্চ্চির সক্রিয় পূত বিকিরণে—পূত উদ্বর্দ্ধনায়
স্বস্তির সন্দীপনী মন্ত্রে
স্বধার মহান্ ধৃতিতে
স্বাহার স্বাতন্ত্র্যী সাম্যে
আর্য্যীকৃত ক'রে
ব্যাপ্তির বিরাট্ অভিযানে,
আর, তখনই পাব প্রাণ,
তখনই আসবে শক্তি,
আর, মুক্তি তা'র অর্ঘ্য নিয়ে
আমাদিগেতে আশীর্ব্বাদ-নিরত হ'য়ে
চ'লতে থাকবে তখন থেকেই,

এখনও দাঁড়াও,
এখনও গাও,
এখনও চল,
দেরী ক'রো না,
হৃদয়ের দুন্দুভি বাজিয়ে

ব'লতে থাক—স্বাগতম্
—বন্দে পুরুষোত্তমম্। ১৪৫।

হিন্দু! যে-হিন্দুই হও-না তুমি,
বৌদ্ধই হও, শিখ-জৈনই হও,
শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, বৈষ্ণব
বা সনাতনীই হও,
আর, যে-ই হও না কেন,
করাল কুটিল ব্যত্যয়ী বিপর্য্যয়কে
উপভোগ ক'রে
দাম্ভিক আত্মম্ভরিতায় গা ঢেলে দিয়ে
এখনও যদি ভাবতে না পার—
প্রত্যেক হিন্দু তোমার আত্মীয়,
প্রত্যেকটি হিন্দু তোমার পালক,
প্রত্যেকটি হিন্দু তোমার পোষক,
প্রত্যেকটি হিন্দুই তোমার পূরক,
তোমার সত্তা-সম্বর্দ্ধনার হোতা তা'রাই,
কৃষ্টিপ্রদ ইষ্টভ্রাতা তা'রাই তোমার,
তা'দের সুখে
তা'দের দুঃখে
তা'দের অপচয়ে
তুমি যদি এখনও
ফুল্ল দরদী হ'য়ে না উঠতে পার,—
বুঝতে পারছ না এখনও—
কী ভীতিবিহ্বল আবর্ত্তে
তুমি পদক্ষেপ ক'রছ ?—
তুমি বুঝতে পারছ না

এখনও তোমার কেউ নাই ?—
হাত ধ'রে তুলতে হ'লে
এরাই যে তোমার উদ্ধাতা,
আদর্শ ও কৃষ্টির পুরোহিত এরাই তোমার ;
তাই, অবজ্ঞা ক'রো না কাউকে,
বিদ্রূপ কটাক্ষ নিয়ে
কা'রও দিকে তাকিও না,
এমন ভাষা প্রয়োগ ক'রো না
যা'তে উদ্বুদ্ধ না হ'য়ে
আঘাত পায় তা'রা,
এমন কর্ম্ম ক'রো না যে
সেবা তোমাকে পরাঙ্মুখ করে
তা'দিগকে সম্বৃদ্ধ ক'রতে,
ফেরো এখনও—
কলুষ কঙ্কাল ঐ প্রবৃত্তির
প্রতিনী কাঠামো নিয়ে
একান্তই তোমারই যা'রা
তা'দের সামনে আর দাঁড়িও না,
স্পর্দ্ধিত স্বার্থলোলুপ সংকীর্ণতা নিয়ে
এখনও যদি অন্যকে অবজ্ঞা কর—
নৃশংস অবজ্ঞায় অবজ্ঞাত হবে তুমি,
হাতেকলমে এটা বুঝেও যদি
না বুঝে থাক,—
ভবিষ্যৎ আর অপেক্ষা করবে না
তোমাকে বোঝাতে কিন্তু ;
সময় আর নাই, দিন চ'লে গেছে—
প্রত্যক্ষের সক্রিয় দিবলোকে

তুমি আজ উপস্থিত,
যা' ক'রবে তা' হাতেকলমে
ক'রতে হবে এখন থেকেই,
হয় বাঁচতে হবে
নয় তো মরণ-পদক্ষেপে চ'লতে হবে ;
যা'র নাই—
দুর্ব্বল দৈন্যগ্রস্ত যে—
দিতে হবে তা'কে,
সবল ক'রে তুলতে হবে,
সম্পৎশালী ক'রে তুলতে হবে,
যোগ্যতায় উদ্দীপ্ত ক'রে তুলতে হবে,
স্বতঃ-অনুপ্রাণনায়, স্বতঃ-সহযোগিতায়
উন্নীত ক'রে তুলতে হবে,
সব রকমে সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টায়
পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ হ'য়ে উঠতে হবে
সব দিক্-দিয়ে বাস্তবে ;
তুমি হিন্দু,
এতে প্রাদেশিকতা নাই, গণ্ডী নাই,
সীমায় কোন রেখাপাত করা নাই,
ব্যাহতই হও বা ব্যর্থ'ই হও কা'রও কাছে—
সে-ত্রুটি না নিয়ে
তোমার যা' আছে তা'ই নিয়ে
ব্যবহার ও সেবায়
পরিমার্জ্জিত ক'রে তোল তা'দিগকে,
অন্যায্য অপঘাতী অন্যায়ের নিরোধী শাসন
তুমিও যেমন চাও—
প্রীতিপ্রসন্ন হৃদয়ে তা'দের প্রতিও তা'ই ক'রো ;

আর্য্যরক্তবাহী তোমরা,
আর্য্যরক্ত যেখানেই যেমনভাবে
রূপায়িত হ'য়েছে—
তা'দিগকেই আপন ক'রে তোল,
সহানুভাবক ক'রে তোল,
সহযোগী ক'রে তোল ;

তোমার ঘরে, তোমার গ্রামে,
তোমার দেশে প্রত্যেকেরই স্থান,
প্রত্যেকেই তোমার—
তুমিও প্রত্যেকের তেমনি,

তা'দের সেবা-সংরক্ষণী
বাক্, কর্ম্ম ও ব্যবহারে দায়িত্ব নিয়ে
সানুকম্পী সক্রিয়তায়
দরদীর মত তা'দিগকে ধ'রে তোল,
তুষ্ট কর, পুষ্ট কর,
পরিপূরক হ'য়ে ওঠ,

অটুট বজ্র-বিক্রমে পরাক্রমী হও—তা'দের রক্ষায়,
তা'দিগকে বাঁচাতে, আশ্রয় দিতে,
শত্রুকে নিরোধ ক'রতে ;
—জাতীয় রজরঞ্জিত কৃষ্টিও সার্থক তা'তেই ;

—এই চেষ্টায়, এই চলনে
এতটুকুও পিছপাও হ'য়ো না
বোধ, শক্তি ও সামর্থ্য-মত
যা' সম্ভব তা' দিয়ে,

চিন্তায় ভাব
এরা তোমার আপনার,
বাক্যে বল

এরা তোমার আপনার,
কার্য্যে ক'রে তোল এদের আপনার জন,
আবার, অন্যকেও আত্মীকৃত ক'রে তোল
ঐ রকমে,
সাদর সম্ভাষণে
সঙ্গীতির সানন্দ অভিযানে
একত্বে চল সবাই,
সেই ঋক্‌কে আবার স্মরণ কর,
মনন কর, আবার বল—
"সংগচ্ছধ্বং, সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্।
দেবাভাগং যথা পূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে ॥
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী
সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ
সমানেন বো হবিষা জুহোমি ॥"
—সক্রিয়তায় মূর্ত্ত ক'রে তোল তা'কে,
আর, এই হ'চ্ছে তোমার
মুক্তির পথ, বৃদ্ধির পথ। ১৪৬।

তুমি বৈশিষ্ট্যপালী-আপূরয়মাণ-ইষ্টনিষ্ঠায় অচ্যুত হ'য়ে
জীবনকে তা'র যা'-কিছু প্রবৃত্তির সহিত
তৎ-তপা ক'রে ফেল,
আর, সত্তা-সংরক্ষণী সমঞ্জসা সংহতি নিয়ে
যতটুকু প্রয়োজন গোঁড়া হও,
অর্থাৎ, তুমি তোমার বৈশিষ্ট্যে সংহত থেকে
ব্যক্তিত্বকে বিধৃত রাখতে
যতটুকু গোঁড়া হওয়ার প্রয়োজন—তা' হও,

আর, ঐ বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত ব্যক্তিত্বকে
আপোষিত ও আপূরিত ক'রতে হ'লে
যতটুকু ঔদার্য্য সে হজম ক'রে
বিবর্দ্ধনে বিবর্ত্তিত হ'তে পারে,—
ততটুকু উদার হও,
তোমার বৈশিষ্ট্য-সঙ্গত ব্যষ্টি-জীবন
সমষ্টিতে ভূমায়িত হ'য়ে উঠুক—
আপোষণ-পূরণী তৎপরতা নিয়ে,
সংরক্ষণার উদাত্ত আহ্বানে ;
ঈশ্বরই বৈশিষ্ট্য-সংহিত জীবনের
উদাত্ত হোমবহ্নি । ১৪৭ ।

নিষ্ঠানিপুণ প্রেষ্ঠপরিচর্য্যী উদ্দীপনা নিয়ে
চ'লতে থাক—
তা' সুখেই হো'ক
আর, দুঃখেই হো'ক—
যে-অবস্থায়ই থাক না কেন,
বেকুব হ'য়ো না,
বেচাল চলনে চ'লো না,
যা' ক'রবে, সবই যেন তোমার প্রেষ্ঠার্থকে
শুভপ্রদীপনায় প্রতিষ্ঠ ক'রে তোলে ;
সঙ্গে-সঙ্গে সদ্ব্যবহার নিয়ে
লোক-অনুকম্পী, অনুচর্য্যী হ'য়ে চল,
আর, ওর জন্য

ক্লেশদায়ক যা'-কিছুই আসুক না কেন—
তা'তে গৌরব বোধ ক'রো,
আর, সেগুলিকে যথাবিধি নিয়ন্ত্রণ ক'রে
অযথা ক্লেশ হ'তে
যা'তে মুক্ত হ'য়ে চ'লতে পার—
তা' ক'রতে একটুও ত্রুটি ক'রো না ;
দেখবে উন্নতি তোমার বিভব-বিভূতি নিয়ে
সুখশ্রী-মণ্ডিত অনুবেদনায়
অনবরুদ্ধ হ'য়ে চলতে থাকবে ;
নিজেকে অমনি ক'রেই
বিনায়িত ক'রে তোল। ১৪৮ ।

তোমার প্রীতির আবেগ যত শিষ্ট সুন্দর
দ্যুতিপ্রভ উর্জ্জী নিবিষ্ট অনুপ্রেরণায়
কৃতিস্রোতা হ'য়ে চ'লবে—
আনুগত্য ও শ্রমসুখপ্রিয়তার উচ্ছল নন্দনায়
বিধিবিনায়িত আচরণতৎপর হ'য়ে,—
তোমার জীবনপ্রভাও
তেমনতরই দীপান্বিত
উদ্দাম ধী ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে
চ'লতে থাকবে—কুশলকৌশলী তাৎপর্য্যে,
চলনার ক্রমও ততই শ্রমসুন্দর তৎপরতায়
সুবিন্যাসী বিধায়না নিয়ে চ'লতে থাকবে ;
ঠিক বুঝে নিও—
জীবনতপের এও একটা প্রধান তুক,—
যা' বোধবিজ্ঞান ও কৃতিসম্বেগের দ্যোতন-বিভায়
ফুটন্ত হ'য়ে চলে। ১৪৯ ।

বৈশিষ্ট্যপালী সাত্বত পন্থায়
যা'-কিছু তোমার কাছে আসুক না কেন—
তুমি তা'ই-ই গ্রহণ ক'রো,—
অসৎ-নিরোধী তাৎপর্য্যে নিবিষ্ট লক্ষ্য রেখে,
উর্জ্জনার দীপনদ্যুতিকে অক্ষুণ্ণ রেখে ;
এমনি ক'রেই ওঠ,
এমনি ক'রেই জাগো,
এমনতর বরেণ্য যে
তা'কেই গ্রহণ কর,
তোমার সত্তা সম্বুদ্ধ হ'য়ে উঠুক,
বিহিত পরিচর্য্যায় প্রতিটি সত্তা
বিহিত বিনায়নে ঐকতানিক সংগ্রহে
সংগ্রথিত হ'য়ে উঠুক,
আর, স্মিতহাস্যে আসুক—
আনন্দ, তৃপ্তি, সম্বর্দ্ধনা। ১৫০।

ব্যক্তিত্বের স্বস্তিবিভব-বিনায়ক যা' বা যিনি—
তা'তেই বিনায়িত হ'য়ো,
নিবিষ্ট অনুনয়নে তা'ই-ই ক'রো—
সার্থকতা-সন্দীপনী তৎপরতা নিয়ে,
শুভ-সম্বৃদ্ধিকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলে',
ঐ সম্বর্দ্ধনা যেন
সমস্ত ব্যক্তিত্বকে সুসন্দীপ্ত ক'রে
কুলপ্রদীপ হ'য়ে দাঁড়ায় ;
তাই, কোনপ্রকারে ব্যতিক্রমদুষ্ট না হ'য়ে—
তা' আচারে-ব্যবহারে, চালচলনে
বিবেক-বিবেচনার পরিপ্রেক্ষায়—

শুভ-সম্বৃদ্ধির পথকে উদ্দীপ্ত ক'রে রাখ,
তা'তে তুমি তো উদ্দীপ্ত হবেই,
আরো বহু-বহু লোক শুভতীর্থস্নাত হ'য়ে
সার্থকতা লাভ ক'রবে। ১৫১;

আবার বলি—শুধু উপদেশ শুনে
খুশি হ'য়ে ব'সে থেকো না;
উপদেশ চলার-পন্থাকেই
ইঙ্গিত ক'রে থাকে,
তাই, উপদেশ-মতন যদি না চল,
না কাজ কর,
এক-কথায়, তা'কে কৃতি-অনুশীলনে
এস্তামাল ক'রে না তোল—
সমীচীন সঙ্গতিশীল কৃতি-যোজনায়,
অভ্যাসে দুরস্ত ক'রে,—
তাহ'লে কিছুই হবে না,
ক'রে, হ'য়ে
পাওয়ায় তা'কে সার্থক ক'রে
তুলতে পারবে না;
তাই, তোমার উপদেশ শোনা
বাস্তবে মূর্ত্ত হ'য়ে
তোমাকে তদনুগ উপযুক্তও
ক'রে তুলতে পারবে না,
শোনার বাহবা-মসগুল হ'য়ে
নিজেকে আরও গোল পাকিয়ে তুলবে—
একটা অলস, অব্যবস্থ
আত্মনিদেশের বশবর্ত্তী হ'য়ে;

তাই বলি—যে-উপদেশ যে-জন্য পেয়েছ,
তা' যদি তোমার শুভপ্রসূ ও বাঞ্ছিত হয়,
তা'কে অনুশীলনের শীলচর্য্যায়
কৃতি-অভিসারে আবাহন কর,
আর, কৃত-কৃতার্থ হ'য়ে ওঠ অমনি ক'রে। ১৫২।

তুমি যদি না কর, না চল,
শ্রমপ্রিয় সন্দীপনা নিয়ে
অবস্থা, বোধ ও বিবেচনায়
ধী-দীপনার সহিত
ক'রে কৃতকার্য্য ও কৃতবিদ্য না হ'য়ে ওঠ,—
তবে ঠিক বুঝে রেখো—
যিনি ভগবান, ভজমান যিনি,
বিধায়িত সেবারাগ-সঙ্গতি যিনি,
তুমি কি তাঁর পথ বন্ধ ক'রলে না ?
তাঁ'র দয়ার উৎসর্জ্জনা যা'
তা'কে নিরোধ ক'রলে না ?
ধারণ-পালন-সম্বেগবিহীন শ্রমবিমুখ ভ্রম নিয়ে
এ কৃপা বা দয়ার পথকে রুদ্ধ ক'রলে না ?
বুঝে দেখো—
তোমার অদৃষ্টকে তুমি
অবরুদ্ধ ক'রে চ'লেছ ;
কৃপা মানেই কিন্তু ক'রে পাওয়া,
চাহিদা-অনুগ অনুচলনে কৃতি-পথে চলা—
তোমার অন্তর-দেবতা
তোমার অন্তঃস্থ ভর্গদেব
যে-বিধায়নার ভিতর-দিয়ে

তোমাকে ক্রম-উৎসর্জ্জনায়
উৎসৃষ্ট ক'রে তুলবেন—
প্রয়াস-প্রদীপ্ত অনুকম্পার পথে
চলায়মান অগ্রগতি নিয়ে ;
আর, পাওয়া আসে
সমীচীনভাবে ঐ করার ভিতর-দিয়ে। ১৫৩।

একটা কথা হ'চ্ছে—
নিষ্ঠানিপুণ দ্যোতন-দীপনায়
নিজেকে শিষ্ট ক'রে রাখ—
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগের সহিত
শ্রমসুখপ্রিয়তার
উছল উপভোগের ভিতর-দিয়ে ;
পর-পরিচর্য্যা,
পরসেবী তৎপরতা,
পরদুঃখের নিরসন,
এগুলিকে তোমার অস্তিত্বের
নক্ষত্রের মত ক'রে রাখ,
স্তিমিত হ'তে দিও না কখনও,
ঘৃণা-লজ্জা-ভয়
মান-অপমান-তাড়ন-পীড়ন-ভৎর্সনা ইত্যাদিকে
সহনদীপ্ত ঊর্জ্জনায় সমঞ্জসা রেখে ;
আর, এইগুলিই তোমার
সমঞ্জস অনুচলনকে
সম্ভব ক'রে তুলবে,—
ধৃতিসুন্দর আচার, কুলাচার, প্রথা, ঐতিহ্য
সবগুলির নিবিষ্ট সমন্বয়ী সার্থকতায় ;

নিবিষ্ট অনুনয়ী হ'য়ে চ'লতে থাক,
দেখবে—ব্যক্তিত্বের জেল্লা
কেমন বেড়ে যাচ্ছে। ১৫৪।

ব্যক্তিত্বকে বৈধী-বিনায়নে বিন্যাস কর,
ঐতিহ্য-সংস্কার-প্রথা যা'-যা' জীবনীয়—
যা' তোমার জীবনকে
সংহত ক'রে রেখেছে—
যা' তোমাকে এতকাল ধ'রে
বাঁচিয়ে এসেছে—
অর্থাৎ সত্তায় তোমাকে
সংস্থ ক'রে রেখেছে—
তা'কে অবজ্ঞা ক'রো না,
এই হ'চ্ছে তোমাদের প্রতিপ্রত্যেকের
অন্তঃস্থ বোধবীক্ষণ—
যা'র সান্নিধ্যে
বোধদীপ্ত
তোমাদের ঐ সব ঐতিহ্য ও প্রথা
জীবনীয় যা' যা'
তা'কে বিন্যস্ত ক'রে
আরোতে উৎসারিত ক'রে তোলে,
প্রতিটি জীবনে যদি
এমনতর অস্খলিত বিন্যাসে
ঐগুলি বিদ্যমান থাকে—
পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধাকে কেন্দ্র ক'রে,—
বিক্ষিপ্ত হবে না, বিষদুষ্ট হবে না,
উচ্ছল-নন্দনার ক্রমাগতিতে আরো হ'য়ে

সমাজ ও দেশকে উন্নতির অভিযানে
অভিষিক্ত ক'রে তুলবে,
নষ্ট হওয়ার বিভীষিকার মদমত্ত অনুচলন
তোমাকে বিড়ম্বিত ক'রবে কমই। ১৫৫।

'ক্ষমা কর' বা 'ক্ষমা করুন' ব'ললেই
অপরাধের ক্ষমা হয় না,
যা'র কাছে অপরাধ কর—
সে হয়তো নিবৃত্ত থাকতে পারে ;
বাস্তব ক্ষমা তখনই হয়—
যখন ঐ অপরাধ তোমাতে
পুনর্বসতির সৃষ্টি না করে,
বুঝে-সুঝে যখন এমনতর
বাস্তব ব্যবস্থায় দাঁড়াও—
তখনই প্রায়শ্চিত্ত আসে,
মানে, চিত্তে যাওয়া আসে,
চিত্ত হ'তে নিষ্কলঙ্ক ক'রতে পার
তখনই তুমি তা' ;
মৌখিক ভদ্রতার
একটু রকমসকম ক'রলে,—
আর তুমি
অপরাধ থেকে রেহাই পেয়ে গেলে,—
তা' নয় কিন্তু,
অপরাধকে চিত্ত হ'তে নিষ্ক্রামিত ক'রে
তুমি যখন নিরাবিল হ'য়ে উঠলে—
অপরাধের নিষ্ক্রমণ হ'ল তখনই,
অপরাধ গেল তখন থেকেই,—

বুঝে রেখো,
তোমার মেজাজ বা ধাতও
তখন বিন্যস্ত হ'য়ে উঠল,
ব্যতিক্রমদুষ্টতা হ'তে
তুমি তখন স্বস্থ হ'লে। ১৫৬।

যা'র অন্তঃস্থ অভিবেদনা
সুষ্ঠু সন্দীপনায় ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে
শ্রমসুখপ্রিয়তার জলুস ধারণ ক'রে
অস্খলিত উদ্যমে উর্জ্জী পরাক্রমের সহিত
শিষ্ট ও সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠতে থাকে—
তা'র জীবনীয় রেতঃসন্দীপনাই
এমন দ্যুতি-উচ্ছল হ'য়ে ওঠে—
যা'তে তা'র ব্যক্তিত্ব, ঐতিহ্য, প্রথা—
কুলাচার ও ধর্ম্মাচরণের সহিত
সুসন্দীপ্ত হ'য়ে
এমনই উৎক্রমণশীল হ'য়ে ওঠে—
চৌকস বোধবেদনা নিয়ে,—
যা'তে সে
যে-কোন প্রকার কৃতিই হো'ক না—
বোধ-সন্দীপনায় সবগুলিকে
আয়ত্ত ক'রে চ'লতে পারে,
সে লোকের বিজ্ঞ বিগ্রহই হ'য়ে ওঠে ;
প্রীতি—
অনুকম্পা—

উদ্দালক সম্বেদনা নিয়ে
সব সময়েই জাগ্রত থাকে তা'তে ;
মানুষের সব প্রকৃতি নিয়ে
সজাগ সন্দীপনায়
জীবনকে খরস্রোতা ক'রেই চ'লে থাকে—
ঐ সহজ শিষ্ট সাধু
প্রীতি ও কৃতিমান। ১৫৭।

করুণ চক্ষু, শিষ্ট-সুন্দর-মিষ্ট বাক্,
হৃদয়গ্রাহী অনুচর্য্যা,
প্রীতিমুখর উদ্দীপনা,
আপদ্‌মোচনী উৎসর্জ্জনা,—
যা'তে মানুষ
মানুষের পরম আত্মীয় হ'য়ে ওঠে,
বান্ধব হ'য়ে ওঠে,—
যা'র কাছে অন্তরের সমস্ত কবাট খুলে
তা'র সব-কিছু জানায়
উদ্যত অনুরাগে,—
তুমি তা'রই পরিচর্য্যা কর ;
অকাট্যভাবে মানুষ তোমার
আত্মীয় হ'য়ে উঠুক,
আর, তোমার স্বভাবে তা' সঞ্চারিত হ'য়ে
তদনুগ অনুক্রমণায়
তা'কে শিষ্ট, সুষ্ঠু ও সুন্দর ক'রে তুলুক,
জীবনীয় বীচি-পদক্ষেপে তা'রা চলুক—
আরো হ'তে আরোতরে,
এমনতর শ্রমতাৎপর্য্য তোমাদিগকে

বিন্যাসে বিস্তৃত ক'রে তুলুক—
আরো আরো সন্দীপনায়
সুরদীপী সম্বর্দ্ধনায় ;
সবাই সুরলহরী হ'য়ে উঠে'
দুনিয়াকে প্লাবিত ক'রে তুলুক,
স্বর্গ—তোমাদের এই জীবনেই
অধিষ্ঠিত হ'য়ে চলুক—
অনন্ত জীবন নিয়ে। ১৫৮।

নিজে অনুশীলন কর,
আর ঐ অনুশীলন-উদ্দীপনা
সঞ্চারিত ক'রে তোল—
তোমার পরিবেশের ভিতর,
অন্ততঃ আগ্রহশীল যা'রা তা'দের ভিতরে,
আবার, আগ্রহশীল ক'রে তুলতেও যত্নশীল থেকো—
রুচিকর প্রদীপনী পরিবেষণের ভিতর-দিয়ে ;
এই হ'চ্ছে যজন আর যাজন,
যজন মানেই—
নিজে অনুশীলন করা—সমীচীনভাবে,
আর, যাজন—
অন্যকে দিয়ে অনুশীলন করান ;
এই অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে আয়ত্ত কর—
তা' প'ড়ে, শুনে, দেখে, ক'রে ;
এই আয়ত্তশীল অনুগতিই হ'চ্ছে অধ্যয়ন,
আবার, তা' সঞ্চারিত ক'রে
অন্যের ভিতরে
আগ্রহের উদ্বোধন ক'রে

হাতেকলমে
তা'কে তা' করানই হ'চ্ছে—অধ্যাপনা ;
তোমার সঙ্গতিতে যেমন জোটে,—
অন্যের প্রয়োজনে
তুমি তেমনি দাও,
আবার, কেউ যদি তোমাকে
স্বতঃ সৎ-প্রবৃত্তিপ্রণোদিত হ'য়ে
দিয়ে খুশি হয়,—
তা'র তা' নাও ;

দেওয়া-নেওয়ার এমনতর
সুচারু বিনায়নাই হ'চ্ছে—
দান ও প্রতিগ্রহের তাৎপর্য্য,
যা'তে তোমার আচার, ব্যবহার,
চালচলনের ভিতর-দিয়ে
মানুষের সাথে তোমার
বান্ধবতার সম্বন্ধ গজিয়ে ওঠে—
চর্য্যা-অনুরাগ-উদ্দীপনায়,
আর, যে গজানো অনুপ্রেরণী আবেগ
তা'দিগকেও তা'ই ক'রতে
প্ররোচিত করে—
অন্তরে প্রবিষ্ট হ'য়ে ;

এই ষট্‌কর্ম্ম'ই হ'চ্ছে
সংস্কৃতির প্রথম ও প্রধান পরিচর্য্যা
যা'র ভিতর-দিয়ে
আপামর জনসাধারণ
ওতে আবেগশীল হ'য়ে ওঠে,
অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠে,

না-ক'রতে পারলেই
তা'দের মনে অস্বস্তি বোধ হয়—
যা'র ফলে
অমনতর পরিচর্য্যা বা সেবা
চরিত্রে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে ;
স্বস্তির সমীচীন আরতি-রাগই তো ঐ। ১৫৯।

অহোরাত্র মানে—দিনরাত্রি,
যখন সূর্য্য কিরণছটা বিকীর্ণ ক'রে
সব যা'-কিছুকে
সুদৃষ্ট ক'রে তোলে,—
তখনই আমরা তা'কে ব'লে থাকি—দিন ;
সূর্য্য যখন অস্ত যায়,
ক্রমশঃ রাত্র বাড়ে,
দৃষ্টিকে স্তব্ধ ক'রে—
সচল চলনে চ'লতে থাকে—
তখন তা'কে বলি—রাত্রি ;
ঊষা একটা সন্ধিক্ষণ,
সন্ধ্যা একটা সন্ধিক্ষণ,
তা' ছাড়া, রাত্রির মধ্যপ্রান্ত থেকে
ধীরে-ধীরে অন্ধকারকে অভিভূত ক'রে
দিনকে উদ্ভাসিত ক'রে তোলার দিকে নিয়ে যায়,—
সেও এক সন্ধিক্ষণ ;
আবার, সূর্য্যের কিরণছটা
যখন দিগন্তকে দীপ্ত ক'রে
সুসন্দীপনায় ক্রমশঃ সন্ধ্যার দিকে
এগিয়ে নিয়ে যায়—

সেও এক সন্ধিক্ষণ ;
আমরা ত্রিসন্ধ্যা করি,
আমি বলি—
আমাদের সন্ধ্যার
শিষ্ট সময় হ'চ্ছে—চারটা ;
এই সময়ে আত্মস্থ হ'য়ে
নিজেকে ইষ্টচিন্তায় বিভোর রেখে
কৃতি-সন্দীপনাকে
মননে ভাবসন্দীপ্ত ক'রে
ইষ্টার্থ-পরিচর্য্যায়
প্রস্তুত হ'য়ে যদি চলি,—
ঐ চলন কী করে ?—
এই যে ব্যতিক্রম—
ঊষা, সন্ধ্যা,
মধ্যদিন ও মধ্যরাত্রি—
সেদিক্-দিয়ে
খানিকটা সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে
চ'লতে পারি আমরা ;
যদি ঐ রকম নিষ্ঠানন্দিত
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগে
ঐ-ভাবে বিভোর হ'য়ে
শিষ্ট তালিমে সুষ্ঠু হ'য়ে চলি,—
বৃদ্ধি-বিধির বিরুদ্ধে
যদি কোন হস্তক্ষেপ না করি,—
বিকৃতির অনুসেবনা না করি,—
আমাদের জীবনের পরিধিও
একটু একটু ক'রে
তেমনি বাড়তে থাকে ;

কালের সন্ধ্যাই হ'চ্ছে—সন্ধিক্ষণ,
তাই, আমি বলি—
ঐ কালসন্ধ্যাতেই
অর্থাৎ, সন্ধ্যাতেই সন্ধ্যা কর—
ভাববিভোর তর্পিত অনুধ্যায়না নিয়ে ;
স্বস্তি-সঙ্গীতিকে সুসংহত ক'রে
তোমার সত্তা
তা' উপভোগ ক'রবেই কি ক'রবে—
কিছু-না-কিছু । ১৬০ ।

ইষ্টভৃতিকে অস্খলিত রেখো,
এমন কোনদিন
কখনও না হয়
যা'তে তোমার ঐ ব্রত
ভেঙ্গে যায়,—
—একমাত্র অসুস্থতা
যা'তে তুমি একদম অপারগ হও
এই ছাড়া,—
কোন-কিছু ক'রবার পূর্ব্বেই
ইষ্টভৃতিকে শিষ্ট সুচারুভাবে
নিষ্পাদন ক'রবেই কি ক'রবে—
বর্দ্ধন-ঔৎসুক্য নিয়ে ;
জীবনের প্রাত্যহিক ঊষায়
প্রত্যহের এই প্রথম অর্ঘ্যনিবেদন
ক্রমে-ক্রমে তোমাকে
অভ্যাস-অনুচর্য্যায়
এমনতর নিষ্ঠা-নিবন্ধ ক'রে তুলবে—

যা'তে তুমি তোমার জীবনকে
প্রীতি-উদ্যমে উদাত্ত না রেখেই পার না ;
যখন এমনতর অবস্থা আসবে,
তখনই বুঝো—
তোমার ব্যক্তিত্বটা
ক্রমশঃই রঙিল হ'য়ে উঠছে—
ঐ ইষ্টার্থ-অনুনয়নে,
যার ফলে—
তা' নানা বিপর্য্যয়ের ভিতর-দিয়েও
তোমার জীবনটাকে পরিচালনা ক'রবে,
জীবনের ঐ উদাত্ত আবেগ
তোমার ব্যক্তিত্বকে
এমনতরভাবে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চ'লবে—
তুমি হাজার বিপদেও স্বস্তিহারা হবে না ;
ব্যতিক্রম কিন্তু ব্যতিক্রমকেই নিয়ে আসে,
তাই, যা'তে কোনপ্রকারেই
ব্যতিক্রম না আসে—
সেজন্য ইষ্টভৃতিকে তোমার জীবনের
প্রাত্যহিক অভিনন্দনার
স্বস্তি-অর্ঘ্য ক'রে নিও— অটুট নৈপুণ্যে ;
আর, সঙ্গে-সঙ্গে অস্খলিত নিষ্ঠার সহিত
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগকে
সুদৃঢ় ক'রে তুলতে থাক—
শ্রমপ্রিয় তৎপরতায়,
যা'তে ঐ তা'
তোমার সৎ-সন্দীপী অনুপোষণী লোকচর্য্যাকে
ক্রমশঃ আরো হ'তে আরোতর

বিস্তৃত ক'রে তুলতে থাকে,
ঐ ইষ্টভৃতি-আচার
তুমি যেমনতর পালন কর,—
তেমনতরই শিষ্ট উদাত্ত
আবেগমাখা প্রবচন,
শিষ্ট সতর্ক অনুচলন

তোমাকে ব্যাপ্তিতে
সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলতে-তুলতে
তোমার ব্যক্তিত্বটাকে
সম্বৃদ্ধিশালী ক'রে তুলবে,—
মনে রেখো ;

একটুও স্খলিত হ'য়ো না,
তোমার আচার-ব্যবহার, চাল-চলন
লোকহিতী স্বস্তিচর্য্যা
স্নিগ্ধ কঠোরতার সহিত কৃতি-উদ্দীপনায়
তোমার অন্তরে যেন
স্বতঃই বসবাস করে—সক্রিয়ভাবে ;

এমনি ক'রে ক্রমশঃই তুমি
আরো হ'তে আরোতর উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠ ;
আবার বলি—
কি অন্তরে, কি বাহিরে,
কোনরকমে ইষ্টভৃতি-ব্রতযাগ হ'তে
কোনমতে স্খলিত হ'য়ো না,

ক'রে চল—অস্খলিত উদ্দীপ্ত নিষ্ঠা নিয়ে
প্রবুদ্ধ উর্জ্জনা নিয়ে,
ব্যক্তিত্বকে প্রসারিত ক'রতে-ক'রতে ;

তারপর, নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ—
কী ক'রছ,
আর, কী ক'রতে পারছ না,
এমনতর সৎ-কিছু যা' করেছ—
তা'কে আরো পূর্ণ ক'রে তোল,
যা' পারছ না
তা'কে পারগতায় সুধী ক'রে তোল—
হাতেকলমে সুসন্দীপনায় ;
এই অনুশাসনধারাই হ'চ্ছে—
তাঁ'র আশিস্,
এই আশিস্ যতই তোমাতে
শক্ত ও সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে—
জীবন-উদ্দীপনা নিয়ে,—
উদ্দীপ্তির পথে তুমিও চ'লতে থাকবে ;
ঘাবড়ে যেও না,
ভুলে যেও না,
লোকচর্য্যী অনুবেদনাকে
পরিত্যাগ ক'রো না,
হৃষ্ট থাক—সব অবস্থায়,
আর, মানুষকেও
হৃষ্ট ক'রে তোল—
সব অবস্থায়,
উদ্দীপ্ত অনুবেদনায়
সাত্বত সম্বৃদ্ধির সুচারু সঙ্গীত নিয়ে ;
আশীর্ব্বাদ ব'লে উঠুক—
'শুভমস্তু,
তুমি ধন্য হও'। ১৬১।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

বীর্য্যতপা হও, পরাক্রমপ্রদীপ্ত হও,
উজ্জ্বনার প্লাবন ডেকে আন,
এখনও যদি নীরব নিথর হ'য়ে থাক,
স্বার্থকুটিল কটাক্ষ নিয়ে চল,
প্রতিপ্রত্যেকের জীবন-বর্দ্ধন-প্রদীপ্ত হ'য়ে
নিজেকে সার্থক ক'রে না তোলে,
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
তোমাকে ও তোমার দেশকে
সুসংবদ্ধ ক'রে না তুলতে পার,—
তবে কাপুরুষের মতন
লাঞ্ছিত হ'তে হবে ;
জীবন-উজ্জ্বনা যেখানে থাকে না—
পরাক্রম সেখানে স্বার্থকুটিল,
বীর্য্য সেখানে ক্লীব হ'য়ে আছে
তা'রা যে মাটিতে থেকেও রসাতলে ;
তাই বলি,—
এখনও দাঁড়াও,
উঠে দাঁড়াও,
মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াও,
স্বস্তি-নন্দনায় সবাইকে নন্দিত ক'রে তোল,
সম্বর্দ্ধনায় সবাইকে গৌরবান্বিত ক'রে তোল,
স্বধা-সন্দীপ্ত অনুচলনে
শিষ্ট যা'-কিছুকে ধারণ কর,
বিদ্যুৎ-বেগা দীপ্তি নিয়ে
বোধ, বিবেক ও বিজ্ঞানের
বিনায়িত সঙ্গতিকে
হস্তামলকবৎ ক'রে নাও ;

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

খাটো থেকো না কিছুতেই,
'জানি না' ব'লে
নিস্পন্দ, অবশ ও মুহ্যমান হ'য়ে
নিজসহ দেশটিকে লোপ ক'রে দিও না,

যদি বাঁচতেই চাও,
যদি বাড়তেই চাও,
নিষ্ঠা-নন্দিত উর্জ্জনা নিয়ে
কৃতি-উন্মাদনায়
নিজেকে
উৎসর্জ্জিত ক'রে তোল—
সব বিভবের নন্দনার
অমলদীপ্তিতে,
সেই তৃপ্তিভরা বুক নিয়ে
সবার বুকে তৃপ্তি ঢেলে দাও,
হাত ধ'রে সবাইকে তোল,

বল,
প্রাণের আশা-উদ্দীপনী
পরাক্রম নিয়ে বল—
'বেঁচে ওঠ,
সম্বর্দ্ধিত হও,
সুখে থাক',
ব্যষ্টি-সহ পরিবেশের পরিচর্য্যায়
নিজেকে তপান্বিত ক'রে তোল ;
এই তপ সব যা'-কিছুকে
সংগ্রথিত ক'রে
সাত্ত্বিক মালায় সব-কিছুকে
সুশোভিত ক'রে তুলুক্ ;

তুমি দাঁড়িয়ে দেখ—
বল—
"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ !
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥
তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥" ১৬২।

এখনও নিজেকে মেজে-ঘ'সে
ঠিক ক'রে নাও,
অকাট্য ইষ্টনিষ্ঠা, আনুগত্য
ও কৃতিসম্বেগকে
জীবনের উজ্জয়নী তৃপ্তি ক'রে নাও—
শ্রমপ্রিয় তৎপরতায় ;

আর, সব কাজের ভিতর
ব্যবহারকে সুচারু ক'রে
বোধবিবেককে তীক্ষ্ন ক'রে
তোমার নিষ্ঠাকে
অটুট অস্খলিত ক'রে নাও—
যা' পরাক্রম-উর্জ্জনায়
তোমার ব্যক্তিত্বকে স্ফীত ক'রে রাখে,
ধৃতি-সম্বেদনাকে সুবিনায়িত ক'রে
লোকতর্পণী ক'রে তোলে ;
ফল-কথা, ব্যক্তিত্বে চাই বীর্য্য,
চাই সুদীপ্ত উর্জ্জনা,
চাই অসৎ-নিরোধী তৎপরতা ;

অসৎ-এর বেলায়
বজ্রের চেয়ে কঠোর হ'য়ে ওঠ—
যেন কোন অসৎ ও কুৎসিত চলন
কোথাও উঁকি মেরে দেখতে না পারে ;
জীবনস্রোত—
যা' তোমার পূর্ব্বপুরুষ হ'তে তোমাতে
উৎক্রমিত হ'য়ে এসেছে—
তা'কে
নিষ্ঠানন্দিত আনুগত্য-কৃতিসম্বেগের
কৃতি-তৎপরতায়
এমনতর সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোল—
যা'তে একটা বিদ্যুৎ-বিজলি উদ্দীপনায়—
তুমি যা' ক'রবে
তা' মুহূর্ত্তেই নিষ্পন্ন হ'য়ে ওঠে ;
একটুও বিলম্ব ক'রো না,
একটুও আনমনা হ'য়ো না,
সাধ,
বেশ ক'রে সেধে নাও,
আর, ইষ্টনিদেশের আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ
যা'ই আসুক না কেন
তোমার কাছে—
তা'কে নিষ্ঠা, আনুগত্য, কৃতিসম্বেগে
শ্রমপ্রিয় ত্বারিত্য-তৎপরতায়
সমাধান ক'রবেই কি ক'রবে ;
আর, এই সমাধানী
অনুচলনের ভিতর-দিয়ে
যা' তোমার সত্তার পক্ষে শুভ,

দশ ও দেশের পক্ষে শুভ,—
তা' ক'রেই চ'লতে থাক,
দেখবে—
দেশ বীরশূন্য হবে না,
বীর্য্যশূন্য হবে না,
বিক্রমশূন্য হবে না ;
তোমার পিতৃকুলের উৎস—
পিতা যিনি,
ও জগদ্ধাত্রী-রূপিণী মাতা যিনি,
তাঁদের সব সময়
প্রীতি-নন্দনায় পূজা ক'রে চল ;
আর, তোমার গৃহদেবতা —
মূর্ত্ত গৃহদেবতা—
তোমার বাবা ও মা,
এবং তোমার কুলপিতা যিনি
তাঁরা যেন সব সময়
সব দিক্-দিয়ে
জাগ্রত থাকেন তোমার ভিতর ;
আর, সব জীবনে—
প্রাণনদীপ্তি যিনি,
প্রত্যেকটি ব্যক্তিবিশেষকে আপূরিত ক'রে
আবির্ভূত হ'য়েছেন যিনি—
সেই ঈশ্বরকে
—ধারণ-পালন-সম্বেগকে
সব সময় পূজা ক'রে চল—
অনুশীলনে স্বতঃস্রোতা হ'য়ে ;
ব্যক্তিত্ব তোমার—

সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠবে,
এই তপস্যা তোমার
যেন প্রাত্যহিক অনুচলনে
পরিচর্য্যী পূজায় প্রবুদ্ধ হ'য়ে চলে ;
এখনও যদি না কর—এমনতর ক'রে,
অবস্থা তোমার আয়ত্তে আসবে না কিছুতেই,
পরপদলেহী কুক্কুরের মত তোমার ব্যক্তিত্ব
আমর্দ্দিত হ'য়ে চ'লতে থাকবে ;
তাই, এখনও বলি—
ওঠ,
জাগো,
ধর,
কর,
আর যা'-কিছু সব
তোমার আয়ত্তে নিয়ে এস,
তোমার ব্যক্তিত্ব
সার্থক সঙ্গতিশীল তৎপরতায়
কুশলকৌশলী বিনায়নী সন্দীপনায় হ'য়ে উঠবে—
ঈশ্বরের পরম আশীর্ব্বাদ ;
আর, আশীর্ব্বাদ মানেই হ'চ্ছে—
শ্রেয়-অনুশাসনবাহী হ'য়ে
অনুচর্য্যানিরত হ'য়ে চলা—উর্জ্জী অনুক্রমে,
সুষ্ঠু সাম্যে দাঁড়িয়ে। ১৬৩।

ইষ্টনিষ্ঠ হও,
স্বাস্থ্যকে সর্ব্বতোভাবে
সহনক্ষম, সঞ্জীবিত করে রাখ,
তোমার তাপস চলন যেন

কিছুতেই ব্যাহত না হয় ;
কৃতি-নিষ্পন্নতায় সঙ্গতিশীল অর্থনা নিয়ে
সমস্ত কর্ম্ম বিহিতভাবে নিষ্পাদন কর,
আর, প্রতিটি নিষ্পাদন যেন
তোমার ব্যক্তিত্বকে, বোধদীপনাকে
বিহিতভাবে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলে ;
তোমার ব্যক্তিত্ব অব্যাহত গতিতে
সাত্বত সম্বর্দ্ধনায় যেন
সলীল হ'য়ে চলে—
প্রতিটি পদক্ষেপে, আচারে-ব্যবহারে,
বাক্ ও ঐশ্বর্য্যে
সঞ্জীবনী, হৃদ্য উৎসারণশীল হ'য়ে ;
এমনি ক'রেই তোমার সাত্বত জীবন
সৌম্য-বিভূতিতে বিভবান্বিত হ'য়ে উঠুক ;
তুমি অযুত-আয়ু হও,
শ্রদ্ধাপূত সুসম্বর্দ্ধনায় সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে
নীরোগ দীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে থাক—
পরিবার-পারিপার্শ্বিককে
অমনতরই সুক্রিয় সুদীর্ঘ জীবনের
অবদান-পরিচর্য্যায় পরিপুষ্ট ক'রে,—
কল্যাণ কলবিভবে উথলে উঠুক তোমাতে। ১৬৪।

ইষ্টনিষ্ঠ হও—
শুভ-নিষ্পাদনী ইষ্টার্থপরায়ণতাকে
জীবনে প্রথম ও প্রধান ক'রে নিয়ে ;
সঙ্গে-সঙ্গে তাঁ'র নিদেশবাহী তৎপরতায়

নিজেকে উদ্যত ক'রে রাখ—
বিহিত সাত্বত আচারশীল হ'য়ে,
আত্মনিয়ন্ত্রণী আবেগ-উচ্ছল
বাস্তব কৃতি-চলনে ;

প্রীতি-চক্ষু রাখ—
প্রত্যেকের প্রতি,
তা'র বৈশিষ্ট্যানুপাতিক
অনুকম্পাশীল হও—
বিহিত অনুচর্য্যা আপ্যায়নায় ;

আপদে-বিপদে
তোমার সাধ্যে যেমন কুলায়
তেমনি ক'রেই
মানুষকে আপদ্‌মুক্ত ক'রতে
যত্নশীল হও—
স্বার্থশূন্য আগ্রহ নিয়ে ;

যা' তোমার পক্ষে সম্ভব,
বা যা' হ'তে পারে
বা ক'রতে পার,—
এমনতর কথা দিও,
আর, ক'রোও তেমনি উদ্যম নিয়ে ;
বিশ্বাসঘাতক হ'য়ো না,
অকৃতজ্ঞ বা কৃতঘ্ন হ'তে যেও না ;

যে তোমাকে বিশ্বাস করে
তা'র বিশ্বাস ভঙ্গ ক'রো না কিছুতেই,
চুরি ও জুয়াচুরি ব্যাপারে
কখনও নিজেকে
নিয়োজিত ক'রবে তো না-ই,

এমন-কি, ঐ জাতীয় চিন্তা-চলন হ'তেও
সাবধান থেকো ;

স্বাস্থ্যকে সহজ সুন্দর সবল রাখ—
বিহিত অনুচর্য্যা নিয়ে,
অন্যকেও তেমনি ক'রতে যত্নবান্ থাক ;

যোগ্য অর্থাৎ যেখানে যেমন দরকার,
ভেবেচিন্তে বোধ ক'রে
তেমনতর কর্ম্ম-নিরতি নিয়ে চল—
ত্বরিত সৎ-নিষ্পন্নতা নিয়ে ;
কৃষি ও শিল্পের প্রতি
বিহিত দৃষ্টি রেখো ;
শ্রেয় যাঁরা, তাঁদের শ্রদ্ধা ক'রো ;
তোমার সামর্থ্যে যেমন কুলায়
তেমনতরই সাহায্য ক'রো সবাইকে,
আর, সশ্রদ্ধ তুষ্টির সহিত
যেমন পার তেমনি দিও—
বিনা প্রত্যাশায় ;

এমনি ক'রেই চ'লতে থাক—
সব দিক্-দিয়ে উন্নত নিয়মনায়,
সাধুকর্ম্মা হ'য়ে
অর্থাৎ শুভ-নিষ্পাদনী হ'য়ে ;

আর, নিজেকে তো বটেই,
তা, ছাড়া,

তোমার পরিবেশের প্রত্যেককেই
সব দিক্-দিয়ে উন্নত ক'রে তোল,
তোমার ও তোমাদের উন্নতি অবাধ হো'ক । ১৬৫ ।

ইষ্টনিষ্ঠ হও, আচার্য্যনিষ্ঠ হও,
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের সহিত
তাঁদের পরিচর্য্যা কর,—
নিদেশবাহী সন্দীপনা নিয়ে,
শ্রমপ্রিয় তৎপরতায় ;

এমনি ক'রেই
কৃষ্টিমূলক যা'-কিছুকে বিনায়িত ক'রে,
বোধ-সার্থকতায়
সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে
বেশ ক'রে পরখ ক'রে নিয়ে
তাৎপর্য্যের সহিত
সুসঙ্গত ক'রে তোল—
সার্থকতার যোগ-তাৎপর্য্যে ;

এমনি ক'রেই ক্রমশঃ
স্থিতধী হ'য়ে ওঠ,
ধী তোমাতে স্থিতিলাভ ক'রবে,
তুমি ধীমান্ হ'য়ে উঠবে.
ঐ আবেগস্রোতে তোমার ব্যক্তিত্ব
রঙিল হ'য়ে উঠবে,
কত আরোর পর্য্যটক হ'য়ে উঠবে তুমি—
মনন-বিধায়নী বিনায়নে,
বাস্তব সার্থকতায় ;

তোমার বাক্-বিধায়নে
ঐ বাস্তব দর্শন
বহুদর্শিতায়
তোমাকে এমনতরই
বাক্‌বোধশিল্পী ক'রে তুলবে,—

যা'র ফলে, সাহিত্য
স্বতঃ-উদ্ভাবনায় উদ্ভাসিত হ'য়ে
বাক্‌যুক্ত প্রাজ্ঞতায়
তোমার ঐ ধীমান্ বিভূতিকে
সঞ্চারিত ক'রে চ'লবে—উপযুক্ত ব্যক্তিত্বে। ১৬৬।

নিষ্ঠানিবেশকে অস্খলিত ক'রে
অনুগতি ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে
শ্রমসুখপ্রিয়তার
সন্দীপনী তাৎপর্য্যে চ'লতে থাক,
কৃতি-তৎপরতাকে কখনও অলস ক'রো না ;
বৈধী আচার, কুলাচার
যতখানি যেমন পার—
তা' তো ক'রবেই,
এই জাতীয় কৃতি-সন্দীপনাকে জাগিয়ে তোল—
নিষ্পাদনী তাৎপর্য্যে
বোধিবিনায়নী তৎপরতার সহিত
বিবেক-বিচারকে সঙ্গে নিয়ে
দূরদৃষ্টিকে যথাসম্ভব বিনিয়োগ ক'রে ;
একে অলস ক'রো না,
তাচ্ছিল্য ক'রো না,
ঐ তাচ্ছিল্য
তৎপরতাকেই দূর ক'রে থাকে ;
আবার দেখো—
ঐ কৃতিসন্দীপনা
সমীচীনভাবে নিয়োজিত ক'রে
সার্থকতায় উপনীত হ'তে

যা'তে পার—তা'ই করো ;
আবার বলি—অলস হ'য়ো না,
এগুলিকে ব্যর্থ ক'রো না,
এগুলিকে বিপন্ন ক'রে তুলো' না
বিহিত বিধায়নার নিয়মনে
যেখানে যেমন প্রয়োজন—
সেখানে তেমনি ক'রো,
সঙ্গে-সঙ্গে পরিবেশের প্রত্যেকের সাথে
শিষ্টসুন্দর হৃদয়গ্রাহী ব্যবহার ক'রতে
ভুলে যেও না,
লোক-পরিচর্য্যাকেও অবহেলা ক'রো না ;
এমনি ক'রে
সার্থকতার দিকে চ'লতে থাক—
সার্থক তৎপরতা নিয়ে,
তোমার বিভব ও বিভূতি
উচ্ছল হ'য়ে উঠুক। ১৬৭।

জীবনীয় ঐতিহ্য, জীবনীয় প্রথা—
যা' অন্তঃকরণকে উদ্দীপ্ত ক'রে
বৈধী-বিনায়নী তাৎপর্য্যকে
জীবনে অকাট্য ক'রে তোলে,
কুলাচার—যা' জীবনকে
কুলবৈশিষ্ট্যে নিবিষ্ট ক'রে
ধৃতি-উৎসর্জ্জনাকে উচ্ছল ক'রে তোলে,—
সেগুলিকে যা'রা
অবজ্ঞা ক'রতে শিখেছে,
কটাক্ষপাত ক'রে দেখো—

আত্মবিলয় করার প্রবৃত্তিতে
তা'রা ক্রমেই উদ্বুদ্ধ হ'য়ে চ'লতে ব'সেছে,—
যা' জীবনকে ধ্বংসধর্ষিতায়
বিধ্বস্ত ক'রে তুলবে অচিরেই—
অন্তঃস্থ সাত্বত উর্জ্জনাকে
অপদস্থ ক'রে
লুব্ধ ব্যতিক্রমদুষ্ট অনুক্রমণে
সংক্রামিত ও সঙ্কর্ষিত ক'রে ;
তাই সাবধান !
যদি ওগুলি তোমার ভাল না লাগে—
এখনও শক্ত হ'য়ে দাঁড়াও
অভিদীপ্তির উন্মাদনা নিয়ে,—
যা' তোমার সনাতন ধৃতিকে রক্ষা ক'রে
সাত্বত সংস্থিতিতে উর্জ্জী উন্মাদনায়
উদ্দাম ক'রে তুলবে ;
আর, যদি তা' না কর—
তমসাচ্ছন্ন হ'য়েই চ'লছ,
তমসার ক্রীতদাস হ'য়ে
আত্মবিলয় ক'রতে হবে ;
যা' ভাল বোঝ—তা'ই কর। ১৬৮।

যা'র সংস্কার যেমনতর
সে তেমনতর কৃষ্টিতেই
অন্তরাসী হ'য়ে ওঠে,
এই অন্তরাসী হওয়াটার থেকেই আসে
সেই বিষয়ে মনোযোগ বা একাগ্র হওয়া ;
চিত্তের একাগ্রতা-অনুগ

মনোনিয়োজন হ'য়ে ওঠে,

আর, সেই মনোনিয়োজনাই
সব দিকের সঙ্গতি নিয়ে
সন্ধিৎসু অনুধ্যায়নার ভিতর-দিয়ে
তদ্বিষয়ে সঙ্গতি সৃষ্টি ক'রে চলে,—

যা'তে তার চাহিদা চলনাটি
অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠে
তা'র বোধ-বিন্যাসে ;

আবার, এই অন্তরাসী অনুনয়ন
বা একাগ্র অনুধাবন
যখনই বাধা পায় বা ব্যাহত হয়,—

তখনই ঐ চিত্ত বা মন
ব্যবচ্ছিন্ন হ'য়ে, বিক্ষিপ্ত হ'য়ে
একটা মূঢ় ছন্নতায়
নিষ্ক্রিয় ছন্নছাড়া চিন্তায়
অভিভূত হ'য়ে ওঠে—
বিকৃত অভিনিবেশ নিয়ে,
সাধারণতঃ যা'কে অনেকেই
ঔদাসীন্য বা বৈরাগ্য ব'লে থাকে ;

অমনতর চলন কিন্তু
তপস্যার পথ নয়কো,

তপস্যার পথ হ'চ্ছে—
ইষ্টার্থ-অন্বিত, সঙ্গতিশীল, সুনিয়ন্ত্রিত

সার্থক সমবায়ী
যুক্তি-বিনায়িত নিষ্পাদনী অনুচলন,
যা'র ভিতর-দিয়ে মানুষ

ব্রাহ্মী-বর্দ্ধনায় উপনীত হয়—
বাস্তব বিনায়নে। ১৬৯।

মানুষের ভাষাই হো'ক,
তা'র পারিবারিক কৃষ্টিই হো'ক,
সামাজিক কৃষ্টিই হো'ক,
বা রাষ্ট্রগত কৃষ্টিই হো'ক,
সেগুলিকে কোনমতেই
নিরুদ্ধ ক'রতে যেও না,
পারিবেশিক যা'-কিছু সহ
প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যকে
পুষ্টিপোষণী বিশেষ বর্দ্ধনায়
উপযুক্তভাবে বিবর্দ্ধিত ক'রে তোল,
আর, তা'র পন্থা ও পোষণকে
অবাধ ক'রে তোল তুমি—
তা' এমনতরভাবে
যা'তে প্রতিটি কৃষ্টিগুচ্ছ
প্রতিটি কৃষ্টিগুচ্ছের পরিপোষণী হ'য়ে ওঠে,
কৃষ্টির এমনতর
সুকর্ষণী তপানুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
সত্তা-সন্দীপনী বৈধী-বিন্যাস লাভে
সমর্থ হবে তোমরা—
অসৎ-নিরোধী সমবায়ী
সুতান্ত্রিক প্রাজ্ঞ পরিবেষণে,
যা'র অন্বিত সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
প্রত্যেকেই পারস্পরিক পরিচর্য্যায়

অসৎ যা'-কিছুকে নিরোধ ক'রে
সত্তাকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলতে পারবে ;

ভাষা ও তা'র অনুশীলনকে যদি নিরোধ কর,
মানুষের মস্তিষ্কের
বোধন-দীপনী অনুগতিকে
অনেকখানি নিরোধ ক'রে তুলবে,

যা'র ফলে সে ব্যাহত হবে—
সন্ধিৎসু, অনুচর্য্যী,
আত্মপ্রসারণী, আত্মবর্দ্ধনী আবেগ হ'তে,

তা'র স্বাচ্ছন্দ্য-অনুক্রমিকতা
বিধ্বস্ত হ'য়ে উঠবে,
কারণ, ভাষার ভূমি ভাব,
ও ভাবের ভূমি বোধ,

ভাষা যদি ব্যতিক্রম-দুষ্ট হ'য়ে ওঠে,—
বোধও তেমনি বিপর্য্যস্ত হ'য়ে পড়ে ;

তাই, যা'র যে-ভাষা,
সত্তানুচর্য্যী আচার,
বিদ্যোৎসাহী অনুগমন,
তা'কে কখনও নিরোধ ক'রতে যেও না,

বরং প্রত্যেকের
সৎ-সন্দীপী বিনায়িত
ঐতিহ্য-অন্বিত আভিজাত্যকে
পোষণ-পরিচর্য্যায় প্রদীপ্ত ক'রে তোল ;

মনে রেখো—ঈশ্বরই পরম বিদ্যা,
ঈশ্বরই অমর-সম্বেগ,
ঈশ্বরই অমৃত-স্বরূপ। ১৭০।

যা'দের কুলের বৈশিষ্ট্য-বিধৃত
পর্য্যায়ী চলনে
ঐ জনি-অনুপোষণী কুলের
সংশ্রয়ী-বিন্যাস ছাড়া,
বহিরাগত অন্তর্বিক্ষেপে
ঐ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তি-স্বরূপ যে-জনি,
তা'তে বিক্ষেপ-ব্যতিক্রম বিন্যাসের সৃষ্টি হয়নি,
সেই কুলকেই বিশুদ্ধ কুল বলা যেতে পারে,
ঐ কুলে জৈবী-সংস্থিতির
ঔপাদানিক বিন্যাস
এমনতরই হ'য়ে চ'লতে থাকে,—
যা'র ফলে জনি-বৈশিষ্ট্য—

যা' দিয়ে
ঐ জৈব-সংস্থিতি সংস্থ হ'য়ে র'য়েছে,
তা'র আচার, ব্যবহার, চালচলনও
কিছু-না-কিছু তদনুপাতিক হ'য়েই থাকে,

তাই, তা'দিগকে কুলীন আখ্যায়
আখ্যায়িত করা যেতে পারে,
আর, তা' প্রামাণিক ব'লে
তা'দিগকে প্রামাণিক আখ্যায়ও
আখ্যায়িত করা যেতে পারে,
এই কুল-বিশুদ্ধতার সংরক্ষণাই হ'চ্ছে—
বৈশিষ্ট্যানুপাতী কুলমর্য্যাদাকে রক্ষা ক'রে চলা ;

এই কুলছন্দকে
বিকৃত ছন্দ-সংঘাতে ভেঙ্গে ফেলো না,
বৈশিষ্ট্যের উল্লসিত গতি
নিরুদ্ধ বা ব্যতিক্রান্ত হ'য়ে উঠবে ;

আর, যখনই ঐ বৈশিষ্ট্য
প্রতিলোমক্রমে
বহিরাগত অন্তঃক্ষেপ দ্বারা
ব্যাহত হ'য়ে ওঠে,
ব্যতিক্রান্ত হ'য়ে ওঠে,—
তখনই তা' অন্ত্যজই হ'য়ে ওঠে,
এই অন্ত্যজ-বৈশিষ্ট্যবান যা'রা
তা'দের প্রবণতাই হ'চ্ছে পরিধ্বংস ;
ঈশ্বরই ছন্দ-স্বরূপ,
ঈশ্বরই ছান্দিক অভিব্যক্তি,
আর, তিনিই ছন্দ-সঙ্গীত। ১৭১।

কুলসংস্কৃতি ও কুলবৈশিষ্ট্যকে
যদি নষ্ট কর,—
তাহ'লে তোমাকে সহজ সুসঙ্গত
বিবর্ত্তনী বোধায়নী বিদ্যা হ'তে
বঞ্চিত হ'তেই হবে—
যা' বৈশিষ্ট্যকে শিষ্ট ও সমন্বিত ক'রে তোলে ;
আবার বর্ণভেদ ও বর্ণাশ্রমকে
যদি নষ্ট ক'রে ফেল,—
শিষ্ট বৈশিষ্ট্য-ও-সংস্কৃতি-হারা হ'য়ে
বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রমে
ছিন্নভিন্নতায় সংহতিহারা হ'তে হবে,
তা' বাদে, সুপ্রজনন ব্যাহত হ'য়ে
প্রতিলোমজ অশিষ্ট
জনন-প্রাদুর্ভাব-বিপদ্ এড়ান
দুঃসাধ্য হ'য়ে উঠবে,

সুসঙ্গত প্রতিভাপন্ন ব্যক্তিত্ব দিন-দিনই
অপলাপে আত্মবিলয় ক'রতে থাকবে,
আর, বৈশিষ্ট্য-ব্যতিক্রমী বৃত্তির আহুতি হ'য়ে
বেকারের সংঘাত এড়িয়ে চলাও
দুরূহ হ'য়ে উঠবে তোমাদের পক্ষে,
সঙ্গে-সঙ্গে কুলসংস্কৃতিও
অশিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ইন্ধন হ'য়ে
আত্মবিলয় না ক'রেই পারবে না,
সুসঙ্গত বোধায়নী
তাৎপর্য্যশীল উৎক্রমণী গতি
অপক্রমেই চলন্ত হ'তে বাধ্য হবে ;
আবার, রাষ্ট্রের আদর্শ যদি
ভাগবত ধর্ম্ম না হয়,—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ভাগবত পুরুষ
যদি তা'র কেন্দ্র না হ'য়ে ওঠেন,—
মানুষের জীবন ও বর্দ্ধনা
সদাচারী কৃষ্টিকে হারিয়ে
বিক্ষুব্ধ ব্যতিক্রমে নাজেহাল হ'য়ে
প্রবৃত্তিচারী হ'য়ে
সংহতিহারা দলবহুল প্রতিক্রিয়ায়
অনাচারী অশিষ্ট অপঘাতের সৃষ্টি ক'রে
জাহান্নমের পথ মর্ম্মর-খচিত ক'রে তুলবে,
আর, ভাগবত ধর্ম্ম মানেই হ'চ্ছে,—
জীবনবৃদ্ধিদ যে-ধর্ম্মাচরণে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হ'য়ে—
যে-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হো'ক না কেন—
প্রতিটি ব্যষ্টি সুসঙ্গত তাৎপর্য্যের সহিত
পারস্পারিক সহযোগিতায়

সম্বর্দ্ধনার দিকে এগিয়ে চলে—
সত্তাকে সঙ্গতিশীল বিস্তার ও বিবর্দ্ধনে
জীয়ন্ত রেখে। ১৭২।

বৈশিষ্ট্যপালী পূরয়মাণ
প্রাজ্ঞ পুরুষোত্তম যিনি —
তাঁকে স্বীকার কর,
নিজেকে নিবন্ধ কর তাঁতে,
তদর্থী নিয়ন্ত্রণে নিজেকে
সার্থক ক'রবার পদবিক্ষেপে
জীবনকে পরিচালিত কর,
সত্তাসংরক্ষী ধর্ম্মকে
কখনও ত্যাগ ক'রো না,—
যা' শাশ্বত অভিস্রোতা হ'য়ে
সত্তাকে নানা আবর্ত্তনে বিবর্ত্তিত ক'রে
প্রতি ব্যষ্টিকে পরিচালিত ক'রছে
বৈশিষ্ট্যপালী হ'য়ে
সমাহারী ধৃতি নিয়ে,
সত্তাপোষণী কৃষ্টিকে অবজ্ঞা ক'রো না,—
যে-কৃষ্টির পরিচর্য্যা
তোমাদিগকে
যোগ্যতায় অধিরূঢ় ক'রে
ধর্ম্মে বিধৃত ক'রে রেখেছে—
প্রতি ব্যষ্টি ও পরিবারকে
আচরণসম্বদ্ধ ক'রে
অভ্যস্ত ক'রে প্রথার প্রবর্ত্তনে,
একানুবর্ত্তী হ'য়ে

সুসঙ্গত হ'তে ভুলে যেও না,—
যা'র ফলে, শক্তি, সম্বৃদ্ধি ও পরাক্রম
প্রণোদিত হ'য়ে চলে,—

যে-কৃষ্টির তপ-প্রবর্ত্তন-পরিচর্য্যা
ভবিষ্যৎ সন্ততিদিগের জৈবী-সংস্থিতিকে
সম্বৃদ্ধ, সুদৃঢ়, অসৎনিরোধী ক'রে
উদ্গতিতে সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলেছে—
সুতীক্ষ্ন চিতির খরসন্দীপনায় ;

যা'ই কর, আর তা'ই কর—
ইষ্ট, কৃষ্টি ও ধর্ম্মে
অবিচ্ছিন্ন হ'য়ে চ'লো,

সম্বৃদ্ধির পথে তো চ'লবেই,
আর, সুজননে দেশ, রাষ্ট্র ও সমাজ
পরিপ্লাবিত হ'য়ে উঠবে—
সুসঙ্গত বোধি-সম্বর্দ্ধনায় ;

নিকৃষ্ট-জনন-বহুল হ'লেও
তা' আত্মঘাতী, সর্ব্বনাশা,
তা'রা নিজেরা তো নিঃশেষ হয়ই,

তা'দের দুর্ব্বল দোদুল্যমান ব্যক্তিত্ব
অসৎ-নিষ্যন্দী আত্মঘাতী
ম্লেচ্ছত্বের সেবা ও সঞ্চারণে
ভাল যা'-কিছুকেও
নিকেশের পথেই টেনে নেয় ;

তাই, গণবহুলতা ভাল—
তা' যদি সঙ্গত সুজননসম্ভূত
জৈবী-সংস্থিতিসম্পন্ন হ'য়ে

বল, বর্ণ, আয়ু ও বোধির
উদ্ভব ক'রে তোলে ;
তাই বলি, আবার বলি—
ইষ্ট, কৃষ্টি ও ধর্ম্মানুচর্য্যা হ'তে
জীবনকে যথাসম্ভব একতিলও
বিচ্যুত হ'তে দিও না,—
সার্থক হবে তুমি,
সার্থক হবে তোমার দেশ,
আর, সার্থকতায় অঙ্কুরিত হ'য়ে উঠবে
ভবিষ্যতের আগন্তুক যা'রা। ১৭৩।

প্রথমে ভালবাস—
মুখ্য তৎপর সম্বেগ নিয়ে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শ ও কৃষ্টিকে,
যা' প্রাচীনে সুসঙ্গত সূত্রনিবদ্ধ হ'য়ে
বর্ত্তমানে সার্থক হ'য়ে উঠে'
ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল আলোকে
তোমার বোধিচক্ষুর সম্মুখে
বিভান্বিত ক'রে তুলে থাকে,
আবার, এর সাথে
প্রীতি-প্রদীপনায় সঙ্গত ক'রে তোল
তোমার ভিটেমাটিকে,
যে-ভিটেমাটিতে
তোমার পূর্ব্বতন পিতৃপুরুষের চরণধূলি
তোমার কাছে লীলাক্ষেত্র হ'য়ে
পিতৃমন্দির হ'য়ে
ভাবদীপনায় জীবন্ত হ'য়ে র'য়েছে ;

এই ভালবাসাকে বিস্তৃত ক'রে তোল,
তোমার বাস্তুভিটার পরিবেশে
যেমন ক'রে যা' র'য়েছে,—

প্রীতি-পরিচর্য্যায় তা'দিগকে জীবনবর্দ্ধনে
সংহত ও উদ্দীপ্ত ক'রে তুলো',
ওকে আরো বিস্তার ক'রে
তুমি রাষ্ট্রজীবনে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠ,
যা'তে রাষ্ট্রের প্রতিপ্রত্যেকেই
তোমার ঐ জীবনীয়
বোধ-বর্দ্ধনী আলিঙ্গনে
অচ্ছেদ্যভাবে বান্ধবতায়
সুনিবদ্ধ হ'য়ে ওঠে,

এই ভালবাসাই মূর্ত্ত হ'য়ে উঠুক
তোমার দেশপ্রেমে,
ঐ সর্ব্বসংহিত সামগ্রিক জীবন—
যা'র প্রাণস্পন্দন হ'ল
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শ—
তা'ই-ই হয়ে উঠুক তোমার
দেশমাতৃকার জীয়ন্ত মূর্ত্তি,

আর, তাঁ'র পূজাই হো'ক দেশবর্দ্ধনা,
জীবনে ফুল্লপ্রদীপ্ত হ'য়ে
অমর সন্দীপনায় প্রতিপ্রত্যেককে
সংহত ও সন্দীপ্ত ক'রে তোল—
ঐ আদর্শ-নিবদ্ধ সুসঙ্গত পূজা-উৎসবে,

তেমনি দরদী হ'য়ে ওঠ
প্রতিপ্রত্যেকের প্রতি—

অসৎ-নিরোধী পরাক্রমকে অটুট রেখে
দরদভরা দক্ষ সেবায়,
স্বস্তির সামগানে
মুখর ক'রে তোল প্রত্যেককে নিয়ে
সব জীবনকে,
আদর্শ-অগ্নিশিখায় পিতৃস্থণ্ডিলে
তোমার মাতৃপূজা
নীলোৎপল-অর্ঘ্যে বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠুক,
দৃপ্ত হ'য়ে উঠুক,
গৌরব দর-বিগলিত জ্যোতিষ্মতী নিঃসরণে
সবাইকে দীপ্ত ক'রে তুলুক—
প্রেমে, পুণ্যে, জীবন-প্রদীপনায়। ১৭৪।

জন্ম, জাতি, আচার ও সংস্কৃতিতে
যেন নিষ্ঠা থাকে ;
আত্মসম্মান আত্ম-অভিমান নয়কো,
অর্থাৎ, তোমার বংশ বা কুল-অনুগ
যে-সমস্ত চলন-চরিত্র
তা'র গৌরব-বোধ
যেন তোমাকে অভিষিক্ত
ও ভক্তিপ্লুত ক'রে রাখে—
তা' অহঙ্কারে নয়, বাগ্‌বিন্যাসে,
কৃতি-অভিদীপনার ভিতর-দিয়ে,
এই আত্মসম্মান তোমার ব্যক্তিত্বকে
বিহিত মানে মণ্ডিত ক'রে তুলবে,
আর, মান মানেই হ'ল নিজের ওজন ;
ঐ আত্মসম্মান বা আত্মমর্য্যাদা-বোধ

তোমার বাক্য, বোধ ও অনুচলনকে
সঙ্গতিশীল ক'রে তুলবে,
মহিমা-মাহাত্ম্যকে সুসন্দীপ্ত ক'রে রাখবে ;
সব সময়েই যেন মনে থাকে—আমি অমুক,
আমার কোন্ কার্য্য
কী ক'রে সমাধান ক'রতে হবে—
যা' ব্যষ্টি ও সমষ্টির কাছে
শোভন, বীর্য্য-সমন্বিত হ'য়ে ওঠে !
এতে তোমার পিতৃ-পুরুষের গুরুগৌরব
তোমার অন্তঃকরণের ভিতর উচ্ছল হ'য়ে উঠে'
সন্তান-সন্ততিতেও অমনি ক'রে
উৎসর্জ্জিত হ'য়ে চ'লতে থাকবে ;
অবশ্য তোমার পরিবারের ভাবসঙ্গতি
ও কৃতবিদ্য অনুচলনের উপর
সবই নির্ভর ক'রে থাকে—
যদি ব্যতিক্রমদুষ্ট না হয় তা'। ১৭৫।

তোমার সহজাত-সংস্কার
সত্তা, ধর্ম্ম ও কৃষ্টিকে ব্যাহত ক'রে
যদি কোন অপবৃত্তির
আশ্রয় নিয়ে থাকে,
বা সেই উন্মাদনায়
পরিবেশকে সংক্রামিত ক'রে তদনুপ্রেরণায়
তা'দিগকে ক্রিয়াশীল ক'রে তোলে,
কিংবা তুমি যদি
জন্মগত সাত্ত্বিক অনুবেদনাকে ব্যাহত ক'রে
যা' তোমার সংস্কারে সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠেনি—

গর্ব্বেপ্সা-প্রণোদনায়
এমনতর পরধর্ম্মকে আশ্রয় ক'রে চল,—
—এই বীভৎসবৃত্তি,
এই অশুভ-অনুচলন,
ভয়কেই বহন ক'রে নিয়ে চ'লবে—
নির্য্যাতন, নিষ্পেষণ
অভাব, অভিযোগগুলিকে
দুর্দ্দান্ত ক'রে তুলে' ;

ফলে, তুমি নিজেই
নিজের হন্তা হ'য়ে উঠবে—
আরো হন্তা হ'য়ে উঠবে—
তোমার ঐ সংক্রামক অনুপ্রেরণায়
যা'রা নিজেদের আহুতি দিয়েছে তা'দের,

দুর্ব্বৃত্ত-ধুক্ষায়
সাংঘাতিক বজ্রকঠোর বিপৎ-পাতে
তোমাকে মুমূর্ষু হ'য়ে উঠতে হবে,
নিপাত যাবে তুমি—
পরিবেশের নিপাত বহন ক'রে ;

সাবধান !
যে-সংস্কারের ভিতর-দিয়ে
তুমি আবির্ভূত হ'য়েছ,
শুভ-নিয়ন্ত্রণে শুভপ্রদ ক'রে তোল তা'কে—
সহজ সংস্কারের দক্ষ-কুশল তৎপরতায়
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ও বিনায়িত ক'রে ;

তুমি বাঁচ,
আর, তোমার পরিবেশের সবাই বাঁচুক—

সাত্ত্বিক জীবন বহন ক'রে,
ঈশ্বরে উল্লোল অনুগতি নিয়ে। ১৭৬।

বৈশিষ্ট্যানুগ ব্যষ্টি-পরিচর্য্যায়
প্রত্যেকটি ব্যষ্টিকে
যদি সুসংস্কৃত ক'রে তুলতে না পার—
একায়িত সাত্বত স্বার্থে
সবাইকে সম্বুদ্ধ কৃতিপরায়ণ ক'রে,
পারস্পরিক অনুবেদনী অনুশীলনায়
প্রত্যেককে প্রত্যেকের
সম্পদ্ ক'রে তুলে' সাত্বত কর্ষণায়,
সবাইকে কৃতিমুখর উন্নতির
অনুশীলন-তৎপর ক'রে,—
পরিবারই বল,
সমাজই বল,
আর, রাষ্ট্রই বল,
তা'র সেবা-সম্বর্দ্ধনা
কিছুতেই হ'য়ে উঠবে না,
ব্যতিক্রমে বিলোল লালসা
প্রতিটি ব্যষ্টির অন্তরকে উচ্ছৃঙ্খল ক'রে
পারস্পরিকতাকে ব্যাহত ক'রে
কৃষ্টিকে অপঘাত ক'রে
সাত্বত অনুচলনকে জাহান্নমের দিকে
বিচালিত ক'রতেই থাকবে ;
সবারই সর্ব্বনাশের ইন্ধন হওয়া ছাড়া
উপায়ই থাকবে না,
বা বিড়ম্বনার প্রতিঘাতে

বিক্ষিপ্ত বিধ্বস্তির আর্ত্তনাদই
একমাত্র সম্বল হওয়া ছাড়া
সত্তা-সম্বর্দ্ধনার স্বস্তি-আহুতি ব'লে
কিছুই থাকবে না ;

তোমার পরিবার, পরিবেশ, সমাজ ও রাষ্ট্র
অমনি ক'রেই ছন্ন তালে
স্থিমিত হ'য়ে উঠবে ;

তাই, ব্যষ্টিকে বাদ দিয়ে
যা'ই কিছু কর না কেন,
সমষ্টির সাত্বত সম্বর্দ্ধনার কৃষ্টি-অভিযানে
কেউ সার্থকই হ'য়ে উঠতে পারবে না ;

তাই, মনে রেখো—
ব্যষ্টিকে বিনায়িত না ক'রে
পরিবেশ, সমাজ বা রাষ্ট্রের
যা'ই কিছু কর না কেন,
বিক্ষোভের বিক্ষেপ-বিধুর আক্ষেপ নিয়ে
চ'লতে হবে সবাইকে ;

কিন্তু সব বৈশিষ্ট্যেরই
মূলই হ'চ্ছে সত্তা—
যদিও ব্যক্তিগত বিশেষের
বিভেদ অনেকখানি,

তাই, সাত্বত নিয়মনায় কৃষ্টি-পরিবেষণে
প্রত্যেকটি বিশেষকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে
প্রত্যেকের প্রকৃতি-অনুযায়ী
তা'র বিশেষকে বিনায়িত করা ছাড়া
উপায়ই কম। ১৭৭।

যুগযুগান্তের অধিগতি—
যেগুলি সমীচীন করার ভিতর-দিয়ে
সঙ্গতিশীল
জীবনীয় হ'য়ে উঠেছে

বিহিত বিনায়নে
কুলসংস্কৃতির সৃষ্টি ক'রতে-ক'রতে
অস্তিত্বকে অবাধ ক'রবার উপযোগিতায়
অধিষ্ঠিত হ'তে-হ'তে
অবস্থা ও জ্ঞানোন্নয়নার
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে—
সেইগুলিই তো সংস্কার,
সেইগুলিই তো ঐতিহ্য,
সেইগুলিই তো
সঙ্গতিশীল আরোতরের উদাত্ত আবর্ত্ত ;

আমি—
জীবনীয় চলন, বলন, সাজসজ্জা,
ক্ষুধা ও খাদ্যকে—
যা' কৃতিকুশল তুক্‌তাকে
সমীচীন সার্থক তাৎপর্য্যে
সত্তাকে সম্বৃদ্ধ ক'রে চলে
সব রকমে, সব দিকে—

আর, তা'রই অন্তঃস্থ
অতিশায়নী অভিনিবেশ
যা' সার্থক সঙ্গতির সহিত
যে স্বস্তিবর্দ্ধনী স্রোতধারার
সৃষ্টি ক'রতে-ক'রতে চ'লে এসেছে—
তা'কেই ঐতিহ্য ব'লে জানি,

আর, তা'র সার্থকতাই হ'চ্ছে—সংস্কার ;
আর, সংস্কার মানেই হ'চ্ছে—
সম্যক্ ভাবে যা' করা হ'য়েছে। ১৭৮।

যা'র ভিটেমাটির উপর কোন আগ্রহ নেই,
জীবনীয় ঐতিহ্য—অস্খলিত অনুরাগ—
নিটোল কুলাচারকে যে অবহেলা ক'রে
অশিষ্ট আচারে নিবিষ্ট হ'য়ে চলে,—
সে যত বড় লোকই হো'ক না কেন,—
কোন বিষয়ে তা'তে আস্থা রেখো না,
তা'কে অনুসরণও ক'রো না,
যথাশক্তি অন্যকেও তা' ক'রতে দিও না ;
দশের বা দেশের
কাজের ভাঁওতা
সে যতই করুক না কেন—
তা'র ভিতর থাকে স্বার্থপর উৎসারণা ;
যা'র নিজের উপর দরদ নেই,
সে অন্যের দরদী হ'য়ে
চ'লতে পারবে কমই—সক্রিয়ভাবে ;
এমনতর লোক যত বড়ই হো'ক
আর, যত বিশালই হো'ক—
সে শাতন-সম্পদ্ই হ'য়ে থাকে,—
ব্যক্তি ও সমষ্টি-বিশেষের
জীবন-সম্পদ্ হ'তে দেখা যায় না প্রায়ই ;
তাই, বিহিত ব্যক্তিত্বের উপর
ঐতিহ্যের প্রসাদসুন্দর বেদীতে দাঁড়িয়ে
নিজের পূর্ব্বপুরুষ, কুলাচার—

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

যা' জীবনীয়,—
তা'কে আঁকড়ে ধ'রে
মহামানবের অনুগতি নিয়ে চ'লতে থাক—
রাগসন্দীপ্ত আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ নিয়ে ;
সুষ্ঠুতা—স্মিত পরিচর্য্যা-অনুচলন নিয়ে
তৃপ্ত হ'য়ে
সাংস্কৃতিক শুভ-স্থণ্ডিলে দাঁড়াক—
ঐতিহ্যের বেদীতে আসন পরিগ্রহ ক'রে ;
তৃপ্তি—ঊষার মত
তোমার ব্যক্তিত্বে ঢলঢলে হ'য়ে উঠুক। ১৭৯।

আলাপ-আলোচনার ভিতর-দিয়ে
কেউ যদি তা'র
পিতামাতার কথা বলে—
তাঁ'রা জীবিতই থাকুন বা বিগতই হো'ন—
তোমার অন্তঃস্থ বিস্ফারিত মানসচক্ষে
তোমার পিতামাতার
বিগ্রহ-বিদীপ্ত উৎসর্জ্জনা নিয়ে
জীবনীয় তাৎপর্য্যে
তোমার মা-বাবাকে দেখো—
তাঁ'দের কথা স্মরণ ক'রে,
আর, মানসচক্ষে দেখো—
তেমনই তৎপরতায়
তা'দের পিতামাতার আবির্ভূতিও
তোমার পিতামাতার মধ্যে,
ভেবোও—তাঁ'রা আছেন

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

এই তোমারই কাছে—
তা' অন্তরীক্ষেই হো'ক
বা প্রত্যক্ষেই হো'ক—
তোমার এই থাকার সঙ্গে-সঙ্গে ;
আর, সাথে-সাথে মনে ক'রো—
তোমার জন্মভূমির কথা,
গৃহ, আবাস-মন্দির
সব যা'-কিছু ছিল বা আছে—
লহমায় অন্তঃস্থ উদ্দীপনী বিভার
বিন্যাস-তর্পিত দৃষ্টি ও চিন্তা নিয়ে ;
তাঁদের ভালমন্দ
বিচার ক'রতে যেও না,—
যেমনই হো'ক—
জীবন-সঙ্গীতির তাৎপর্য্যের সহিত
তৎপর অভিনিবেশে
লহমায় দেখে নিও, বুঝে নিও,
বেদনাই হো'ক
আর, সুখই হো'ক—
দেখো,
তোমার অন্তর-বিভাকে
ক্রমশঃই বিদীপ্ত ক'রে চ'লছে তা'—
শিষ্ট সন্দীপনায়
তোমার অস্তিত্বের ঔচিত্যকে
বিনায়িত ক'রে ;
আর, দেখো—
নমনীয় বিন্যাসে
পরাক্রমও তোমার
সঙ্গে-সঙ্গে বিদীপ্ত হ'য়ে উঠবে। ১৮০।

তোমার কৃতি-উদ্বেলনী তাৎপর্য্যে
সুনিষ্ঠ তৎপরতায়
যা' নিষ্পাদন কর
তা'ই যেন সৎ ও সুন্দর হ'য়ে ওঠে,
যে-সৌন্দর্য্য—
প্রকৃতির সিদ্ধ পরিবেষণ,
মাঙ্গলিক অভিদীপনা,
সৎসন্দীপনায় তৎপর ক'রে তোলে—
তা' দেখলে, ভাবলে,
ব্যবহার ক'রলে ;
তোমার অন্তঃস্থ
সম্বেগদীপ্ত সৌষ্ঠব সুবিধানে
কৃতি-তাৎপর্য্যকে
যেন আমন্ত্রণ ক'রে তোলে,
আর, তোমার ব্যক্তিত্বও
ঐ সৌন্দর্য্যেই যেন বিনায়িত হ'য়ে
লোক-উৎসারণী মাধুর্য্যে
বিনায়িত ক'রে চলে সবাইকে,—
তা' আচারে-ব্যবহারে,
চালচলনে,
কথাবার্ত্তায়,
খাওয়া-দাওয়া—
সব রকম দিয়ে ;
ক্রমেই দেখে নিও—
সৌষ্ঠব সিদ্ধ বচনে
তোমাকে মমতা-মাধুর্য্যে
অঙ্কস্থিত ক'রে তুলছে ;

সুখী হবে, তৃপ্ত পাবে,
আর, তোমার পরিবেশও সন্তৃপ্ত হ'য়ে
তোমার প্রতি সাধুবাদে
মুখর ক'রে তুলবে সবাইকে,—
সার্থকতার শুভ-বিনায়নে। ১৮১।

যখন অবৈধ আচার
সাত্বত সন্দীপনায় না চ'লে—
আত্মম্ভরি প্রদীপ্তিতে
আত্মসমস্ত প্রতিষ্ঠায়—
লোকজীবনকে
তোষণ-পরিস্রবা ক'রে না চলে,
শিষ্ট-সঙ্গতিহারা
ব্যক্তি-অনুকম্পা যখন
লোকচর্য্যাকে তাচ্ছিল্য ক'রে
তোষণ-নিরতি তপস্যায় নিমগ্ন হয়,
ব্যষ্টির প্রতি সমষ্টির
লক্ষ্য থাকে না—
প্রতিটি ব্যক্তি
উপেক্ষার ছোট উপকরণ ছাড়া
আর কিছুই নয়কো,—
এমনতর তাৎপর্য্য নিয়ে চ'লতে থাকে—
অমিতাচার ও অবৈধ চলন নিয়ে,
ঐ কদাচার-পাপাচার
প্রতিটি ব্যষ্টিতে যেমন
ধ্বংস নিয়ে এসে থাকে,—
সমষ্টিকে তেমনি সর্ব্বনাশা গ্রাসে

উদরস্থ ক'রতে লোলুপ হ'য়ে ওঠে,
নিশ্চিহ্ন করার বিহিত আবেগ নিয়ে
দেশ-জাতি-সমাজ
পরিবেশ-পরিবার
যেন সবই তা'র উদরপূর্ত্তির
জ্বালাময়ী ইন্ধন হ'য়ে ওঠে ;
কৃতিহীন তপ,
অনুকম্পাহীন বাক্য ও ব্যবহার,
উৎকট বীভৎস আশা,—
এরাই হ'চ্ছে—
সেই তা'র দন্তুর দংশন ;
নিজেকে দেখ, অন্যকে দেখ,
সমস্ত পরিবেশ ও দেশকে দেখ,
বাঁচবার স্থান যদি পাও—তুমি ধন্য ;
অস্খলিত নিষ্ঠানিবেশ
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ
ও শ্রমসুখপ্রিয়তা—
তৃপণ দীপ্ত ইন্ধনে
যা' মানুষের দরদী হ'য়ে
ধৃতি-উৎসারণায়
তা'কে সুনিয়ন্ত্রণে
সমীচীনভাবে সন্দীপ্ত ক'রে তোলে—
হাতে-কলমে শিখিয়ে
স্বাস্থ্য ও সুস্থিকে সন্দীপ্ত ক'রে রেখে
ঐ আবেগ-সন্দীপনায়
ইষ্টার্থের বিনায়নী তাৎপর্য্যে,—
নিদান সেখানেই। ১৮২।

অস্তিত্বকে বা সত্তাকে সরাসরিভাবে
সংরক্ষণ ও সংবর্দ্ধনার ধান্ধা—
যা' প্রথম ও প্রধান—
সেদিকে নজর রাখতে
কম লোককেই দেখা যায়,—
যদিও সকলেই বেঁচে থাকতে
ও সমীচীনভাবে বেড়ে উঠতে চায়ই চায় ;
এ বাদে যে-সব প্রয়োজন
মানুষের উপভোগ-উপযোগী
তা'র জন্যে প্রত্যেকেই
সামর্থ্যমতন যত্ন নিয়েই থাকে,
কিন্তু সমীচীনভাবে বাঁচা
সমীচীনভাবে বাড়া
—এ প্রত্যেকেরই আদিম উৎসারণা,
তা' কিন্তু অনেকেই ভুলে যায় ;
আর, ব্যক্তিত্বকে স্বতঃ-সঙ্গতিশীল ক'রতে গেলেই
যে শ্রেয়নিষ্ঠা, আনুগত্য, কৃতিসম্বেগ
শ্রমপ্রিয় তৎপরতা—
সেটা প্রায়েরই দেখতে পাওয়া যায়—
কোথাও শিথিল
কোথাও নিথর ;
আমি তো বলি—
বাঁচাবাড়ার উদ্যম নিয়ে
যা' ক'রবার তা' কর ;
যা'তে তোমার জীবনস্রোত
উচ্ছল হ'য়ে চ'লে,—
সে নজরটাকে প্রথম ও প্রধান কর,
তা'রপরে—যা' ক'রবার তা' ক'রো ;

কিন্তু এমন কিছু ক'রো না—
যা'তে ঐ বাঁচা ও বাড়া
বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে,
বিভ্রান্ত হ'য়ে ওঠে,
বিকম্পিত হ'য়ে ওঠে,

এই বাঁচতে হ'লেই
বাড়তে হ'লেই
চাই ইষ্টনিষ্ঠা,

আনুগত্য ও কৃতির সহিত
ঈশ্বর—অর্থাৎ জীবনের অধিপতি যিনি—
অর্থাৎ, জীবনকে ধারণপালন ক'রছেন যিনি—
অর্থাৎ, যে-সম্বেগ জীবনকে ধারণ-পালন ক'রছে—
তা'কে শিষ্ট ও উচ্ছল ক'রে চলা,

না চ'ললে—তোমার জীবনস্রোত
তোমার আয়ু
বিভ্রান্ত মনোবিকার-ব্যত্যয়ে
বিশৃঙ্খল হ'য়ে চ'লবে,

তোমার সমীচীন বাঁচা
ও সমীচীনভাবে বেড়ে চলা—
ক্রমশঃই নিথর হ'য়ে চলবে ;

তাই, তোমার থাকা ও বাড়া
স্বতঃ সুসন্দীপনায় যা'তে চলে—
সেটাকে মজবুত রেখে
যা'-কিছু ক'রবার কর,

নয়তো, ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টের পাল্লায় প'ড়ে
সবই বিকারগ্রস্ত হ'য়ে উঠবে। ১৮৩।

তোমার অস্তিত্বের দাঁড়াই হ'চ্ছে—জীবনপ্রবাহ,
আর, শরীর তা'র বিনায়ক বেষ্টনী,
এই দিয়েই তোমার সত্তা ;
এই সত্তার ধৃতি
যেমনতরভাবে তুমি
সংরক্ষিত ক'রে চ'লতে পারবে—
জীবনীয় ধৃতিও তেমনতরভাবেই তোমাকে
সৌষ্ঠব-সুঠামে সংরক্ষিত ক'রে চ'লবে ;
এই সংরক্ষণী পরিচর্য্যা
আবার তোমাকেই ক'রতে হবে,
কিসে তুমি ভাল থাক
কিসে তুমি সুস্থ সন্দীপিত থাক—
শিষ্ট সম্বেদনা নিয়ে
কৃতি-উর্জ্জনী তাৎপর্য্যে
যদি নিখুঁতভাবে তা ক'রতে পার,—
স্বস্তি ও স্বাস্থ্যের অধিকারীও
হ'য়ে উঠবে তেমনতরভাবে ;
এই সত্তা যে শুধু তোমার অনুচর্য্যায়
শিষ্ট, সম্বুদ্ধ ও বলশালী হ'য়ে চ'লবে—
তা'ই কিন্তু না,
যেমন তোমার চালচলন, খাদ্য ইত্যাদি
তা'র নিয়ামক—
পরিবেশও কিন্তু
তা'র একটা প্রধান নিয়ামক,
পরিবেশের সাড়া যেমনতর—
সংস্থিতিও তেমনতর হ'য়ে ওঠে ;
দুনিয়ায় সমান ব'লে কিছু নেইকো,

একঘেয়ে সাড়া
শিষ্ট ও সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারে না,
নানাপ্রকার সাড়ার সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্য
তোমাকে যেমনতর ক'রে তোলে—
তুমি তেমনি হ'তে বাধ্য,

পরিবেশ যদি কুৎসিত হ'য়ে ওঠে—
সে কুৎসিত সাড়াই দেবে,
পরিবেশ যদি পরিশুদ্ধি নিয়ে চ'লতে থাকে—
তোমার পরিশোধন-চলনাও
তত জোরালো হ'য়ে চ'লবে ;

বিবেক, বুদ্ধি ও দূরদৃষ্টির
বিহিত বিন্যাস-বিচারণায় সংহত হ'য়ে
তোমার বৈশিষ্ট্যে কোথায় কেমনতর কী-প্রয়োজন
বিহিত বিবেচনায় সেগুলিতে লক্ষ্য ক'রে
বাস্তবে কৃতি-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তুমি যেমন উচ্ছল হ'য়ে উঠবে—

তোমার ঐ সাত্বত জীবনীয় উৎসর্জ্জনাও
ধৃতিসম্বুদ্ধ হ'য়ে তোমাকে তেমনি
শিষ্ট, সুষ্ঠু ও সুন্দর ক'রে তুলবে ;

পরিবেশের প্রতি ব্যষ্টির সহিত
আচার-ব্যবহার, তা'দের পরিচর্য্যা,
ও মাঙ্গলিক শুভ-সম্বেদনা নিয়ে
যতই প্রতিপ্রত্যেককে
অমনতর ক'রে তুলতে পারবে—
তোমার সত্তার জীবনীয় নিবেশ
ও স্রোতল উৎসর্জ্জনাও

তেমনতরই হ'য়ে চ'লতে থাকবে,

এমনতরই যতই তুমি
জীবনে ও জীবন-বোধনায়
শিষ্ট ও দক্ষ হ'য়ে উঠবে—
অন্যকেও তেমন পরিচর্য্যায়
সুঠাম ক'রে তুলতে পারবে—
সুষ্ঠু সন্দীপনায় ;

ফলকথা, তুমি কাউকে খারাপ ক'রে
ভাল হ'য়ে থাকবে—
তা' বড় একটা ঘটবে না কিন্তু,

তা'দিগকেও ভাল কর,
আর, সে ভাল সুষ্ঠু-সুন্দরে
তোমাকেও অতিশায়নী তাৎপর্য্যে
সুন্দর ও সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলবে ;

তাই বলি—
বেঁচে থাক,
বেড়ে ওঠ,—
তা' সবকে নিয়ে,
কাউকে বাদ দিয়ে নয়কো ;

তোমার জীবনপ্রবাহও
এমনতরই উচ্ছল হ'য়ে চলুক—
সকলকেই এমনতর
স্নাতক ক'রে তুলুক—

যা' তোমার শৌর্য্যসন্দীপনাকে
দ্যুতিস্নানে দীপ্ত ক'রে সবাইকে
সুন্দর ও সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে তোলে ;
তোমার বাঁচাবাড়া

প্রত্যেকের বাঁচাবাড়াকে আমন্ত্রণ করুক,
আর, সবার ভিতর তা'ই-ই সঞ্চার কর,
তোমার সঞ্চারণা যেন
সব অপচারকে
উচ্ছেদ ক'রে দিয়ে
স্বস্তি-সম্বেগে উদাত্ত বর্দ্ধনায়
সবকে উচ্ছল ক'রে তোলে ;
প্রাণ ভ'রে প্রার্থনা কর—
অতিশায়িনী অনুবেদনা নিয়ে—
আয়াহি বরদে দেবি ! ধৃতিকৃতিবিভাবরে !
অচ্ছেদ্যশ্রেয়নিষ্ঠে ! চ ইষ্টার্থং পরিবেদনি !
তত্ত্বজ্ঞানবিবেকিনী ত্বং দীপ্তকৃতিমণ্ডিতে !
ধীবিনায়িনি ভাবার্থে, বিভূতিবিভবান্বিতে !
ধর্ম্মবিধায়িত্রি ! দেবি ! কৃতিযজ্ঞনিযোজিকে !
সত্তাচারসুপালিকে !
বোধিকারিণ্যৈ তে নমঃ ॥ ১৮৪ ।

সংস্কৃতই যদি হ'তে চাও—
তোমার কুলসংস্কৃতির সহিত
ঐতিহ্য ও তদ্‌জাত সংস্কার,
আর, সংস্কারগুলি সংশ্লিষ্ট হ'য়েছে
যে-প্রথা হ'তে
সেগুলিতে সুনিষ্ঠ হ'য়ে চল—
শ্রদ্ধাবনত অনুকম্পী অনুগতি নিয়ে,
আনুগত্য, কৃতিসম্বেগে,
শ্রমপ্রিয়তা ও চর্য্যানিপুণ
বিলাস-বিভব নিয়ে ;

আর, তা'তে দাঁড়িয়ে
যদি তোমার সংস্কৃতিকে
সম্বৃদ্ধ ক'রে না তোল,—
তোমার সংস্কৃতির গোড়ার গাঁথুনী ব'লে
কিছু থাকবে না,
আর, তা' যা'র থাকে না
সে পতনশীল হ'য়েই থাকে ;
আর, সঙ্গে-সঙ্গে হবে কী !
তোমার পূর্ব্বতন যা'রা,—
তোমার পিতৃপিতামহ ইত্যাদি—
অনুসৃষ্ট যা'রা—
তোমার সত্তার সাথে
তা'দের প্রতি
শ্রদ্ধাবিভোর আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ
যা' নিষ্ঠা-নিবেশে সংস্থিত,
সেটা স্বতঃভঙ্গুর হ'য়ে
কোথায় যে তিরোহিত হবে
তা'র ইয়ত্তা নেইকো ;
তা'তে মূলহারা কান্ডের মত
থাকতে হবে তোমাকে,
যা'র ফলে, তোমার ব্যক্তিত্ব
যত বিশাল আর বিপুলই হো'ক না কেন—
মূলসংহতি-সৌষ্ঠবহারা হ'লে যা' হয়
তা' হবেই কি হবে ;
তোমার পরিবার, পরিস্থিতি,
ব্যষ্টি ও সমষ্টি
তা'তে প্রভবান্বিত হ'য়ে

অন্তর-বিভবে বিভুতি লাভ ক'রতে
কিছুতেই পারবে না ;
তুমি যাবে,
তোমার কুলমর্য্যাদা যাবে,
তোমার দশ যাবে,
তোমার দেশ যাবে,
তুমি একটা অদূরদর্শী পাণ্ডিত্য-গৌরবে
শ্রেয়মন্য অহঙ্কারের উপাসক হ'য়ে থাকবে মাত্র ;
তোমার উপর অন্যে
আধিপত্য বিস্তার ক'রবে,—
ন্যায়ই হো'ক, আর, অন্যায়ই হো'ক,
বান্ধব-আলিঙ্গনে নয়,
পরপদলেহী চাটুকারের মত
তোমাকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে ;
সাবধান ! যদি বাঁচতে চাও,—
উন্নতি চাও,—
ঐ কুলমর্য্যাদার সাথে
নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগকে
সুঠাম ক'রে তোল,
সক্রিয় ক'রে তোল,
তবে তো তোমার ব্যক্তিত্ব !
আর, প্রসাদ তো সেই ব্যক্তিত্বেরই। ১৮৫ ।

সুষ্ঠু চালচলন-চরিত্রের—
এক-কথায়, সংস্কৃতির মক্স কর—
তা' তো ভালই,
তবে বেইমানী ক'রতে যেও না,

চরিত্রের ঢং দেখিয়ে
রকম-সকম ক'রে
লোক-ঠকানো ধাড়বাজির আমদানী ক'রে
নিজেকে বিব্রত ক'রে বা অন্যকে পরামৃষ্ট ক'রে
মানুষকে সর্ব্বনাশের ইন্ধন ক'রতে যেও না ;

সংস্কৃতি-উর্জ্জনা তোমাকে
নিষ্ঠানন্দিত অনুনয়নে
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগের উচ্ছল উর্জ্জনায়
শ্রমসুখপ্রিয়তার শুভ-পরিতর্পণায়
যেমন ক'রতে চায়—
তেমনতরই চ'লতে থাক,
ঐ কেন্দ্র-পুরুষের মহান্ সার্থকতাই
যেন তোমার স্বার্থ হ'য়ে ওঠে ;

পাণ্ডিত্যের-বিজ্ঞতার ঢং-টং—
যা' তুমি জান না,
কলকৌশলের ঢং-টং—
যা' তুমি বোঝ না,

অনুশীলনের রং-চং—
যা' তোমার ধাতস্থই নয়,—
সেগুলিকে ব্যতিক্রমদুষ্ট ব'লে মনে ক'রে
নিজের সম্বর্দ্ধনাকে তো
ঘায়েল ক'রোই না,
অন্যের সম্বর্দ্ধনাকেও
ক'রতে যেও না—
হাতে-কলমে না-ক'রে না-বুঝে ;
যা' জান—
সুদূর দৃষ্টি নিয়ে তা'কে জান,—

সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণী তাৎপর্য্যে
ভালমন্দ'র সংস্থিতিকে বের ক'রে নিয়ে,
যেমন ক'রে তা' স্বস্তিসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে—
তেমনি ক'রতে চেষ্টা কর,
এই চেষ্টার ভিতর-দিয়ে
তুমি সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠবে,
আর, এই সম্বর্দ্ধিত তাৎপর্য্যই
তোমাকে পরিব্যাপ্ত ক'রে তুলবে—
প্রতিটি হৃদয়কে উজ্জ্বল ক'রে ;
আর স্খলিত হবে তা'রাই
যা'রা নিবিষ্টস্রোতা নয়,—
বহুমন্ত্রজপী জপ যেমন হয় না,
সে-জপ তা'র অন্তঃস্থ অনুবেদনার
শত্রুই হ'য়ে ওঠে,
আনতিহীন নাম যেমন
অসামঞ্জস্যেরই উদ্গাতা হ'য়ে ওঠে—
তেমনি ক্লেদ্য অনুচলন
মানুষকে ক্লেদীই ক'রে চলে ;
তাই বলি—চাও তো সাবধান হও। ১৮৬।

ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের
অন্বিত গুচ্ছ নিয়ে
হয় পারিবারিক বৈশিষ্ট্য,
আবার এইরকম পারিবারিক বৈশিষ্ট্যের
সংসৃষ্ট বৈশিষ্ট্যের ভিতর-দিয়ে
আদর্শ-অনুগ সাত্বত চলনে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে

সামাজিক বৈশিষ্ট্য,
আবার, এই সমাজগত বৈশিষ্ট্যের
বিনায়িত ও সংগুচ্ছিত
বৈশিষ্ট্যের ভিতর-দিয়ে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে রাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য ;
—যে-বিশেষত্বের ব্যাপক অন্বিত চলন
কৃষ্টির কেন্দ্র-স্বরূপ হ'য়ে
তৎ-তাৎপর্য্যে
প্রতিটি ব্যষ্টি ও সমষ্টির বিনায়নে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শের অনুদীপনায়
সংগ্রথিত হ'য়ে
সাত্বত কৃষ্টি-সৌকর্য্যে অলঙ্কৃত হ'য়ে ওঠে ;
আর, সেই কৃষ্টিই সবাইকে
কৃতকৃতার্থ ক'রে
উন্নতিতে উদ্দীপিত
ও উচ্ছল ক'রে তুলতে পারে,—
যা' মানুষের বাঁচাবাড়াকে বিনায়িত ক'রে,
কেমন ক'রে
বাঁচতে হয়,
বাড়তে হয়,
তা'রই সৌকর্য্য-অভিদীপনায়
সংহত মূর্ত্তনার সৃষ্টি ক'রতে পারে ;
তাই, স্বকীয় সাত্বত কৃষ্টিকে
পরিহার ক'রে
অন্যেরটা নকল ক'রতে যেও না,
তা'তে ঠ'কবে,
নিজের যা' তা'ও হারাবে,

অন্যের ভাল যা'
তা'ও আত্মীকৃত করতে পারবে না,
এবং দুনিয়াও বঞ্চিত হবে
তোমাদের অবদান থেকে ;
তাই, তোমাদের শিক্ষাকে
এই কৃষ্টির ভিত্তির উপর
সুপ্রতিষ্ঠিত কর,
সেই শিক্ষাই তবে
সবাইকে দীক্ষিত ক'রে
তদনুগ তৃপণায় উত্তারণ-সৌকর্য্যে
মানুষের জীবনীয় হ'য়ে উঠবে ;
নকলবাজী পেশা
দুনিয়ার কী ক'রতে পারে ?—
একটা দুর্ব্বল পরপদলেহী
বিশেষত্বের অভিনয় করা ছাড়া ? ১৮৭ ।

কা'রো সেবা-পরিচর্য্যার বেলায়
অতিথির আপ্যায়নী পরিচর্য্যার বেলায়
সমাজ ও জীবনীয়-সংস্কার
ইত্যাদির বেলায়
তা'র বিধি-বিধায়িত
আচার, নিয়ম বা কুলাচার ইত্যাদিকে
ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে তুলো না,
তুমি নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগের সহিত
তা'ই ক'রো—
যা'তে কুল বা জীবনীয় ব্যাপারে

কোন সংঘাত না আসে,
শিষ্ট অনুবেদনার সহিত
যা'র যেখানে যেমনতর খাটে—
তেমনি ক'রে চ'লো,
হামবড়াই-উৎসর্জ্জনার আওতায় প'ড়ে
নিজেকে তৃপ্ত করার আবেগ নিয়ে
কা'রো বৈশিষ্ট্যের
শিষ্ট আচরণগুলিকে ভাঙ্গতে যেও না,
তা'তে কিন্তু লোকে ক্রমশঃই
নিষ্ঠাহারা-ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ে উঠবে,—
যা'র ফলে, তোমার জীবন-চলনা
নিকৃষ্ট হ'য়ে উঠতে পারে ;
বেশ নিখুঁত নজরে দেখে-শুনে
যেখানে যেমন প্রয়োজন তা' ক'রো ;
আবার, এও নজর রেখো
শাস্ত্রেরই বিধি—
"আতুরে নিয়মো নাস্তি",
বিপর্য্যয়ের দুষ্ট আক্রমণ হ'তে রক্ষা করতে
যেখানে যেমন করণীয় তা' ক'রো,
নজর রেখে চ'লো ;
এতে তোমার কুলনিষ্ঠাও বেড়ে যাবে,
অন্যের কুলমর্য্যাদাকেও
অভ্যর্থনা করা হবে,
বিব্রত বোধ ক'রবে না কেউ ;
স্বস্তি দাও, সুখী হও। ১৮৮।

তুমি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
ইষ্টার্থ-অনুধ্যায়িতা নিয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণ কর,

তাঁ'তে বিনায়িত হ'য়ে ওঠ তুমি,
তোমার স্বভাবে
তিনি বিচ্ছুরিত হ'য়ে উঠুন—
উচ্ছল ওজোদীপনায়,
শ্রদ্ধোষিত তদনুগ উচ্ছল অনুবেদনায়,
পিতৃতপী হ'য়ে ওঠ,
নান্দীমুখ হ'য়ে ওঠ তুমি,
অভ্যুদয়ী হও,
শ্রদ্ধার ঊর্জ্জী অনুক্রমায়
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠ,
বৃদ্ধি পাও তুমি,

ঐ পিতৃতর্পণার ভিতর-দিয়ে
তোমার আভিজাত্য
তোমারই বৈশিষ্ট্যে
সঙ্গতিশীল সৌষ্ঠবমণ্ডিত হ'য়ে উঠুক,

প্রত্যেকটি প্রবৃত্তি
সঙ্গতিশীল সার্থক বিনায়নায়
ঐ শ্রদ্ধা-তর্পণার ভিতর-দিয়ে
তোমারই বৈশিষ্ট্যে
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
জীয়ন্ত হ'য়ে উঠুক,
তোমার কুলমর্য্যাদা
বৈশিষ্ট্য-বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
তোমাতে উৎকীর্ণ হ'য়ে উঠুক,
তোমার আভিজাত্য
অভিজিতের মত উজ্জ্বল পরিক্রমায়
উচ্ছল লাস্যে

ঝঙ্কারিত হ'য়ে উঠুক,
তোমার জীবন-স্পন্দনা
ধৃতিমুখর তৎপরতায়
সবারই অন্তরকে স্পন্দিত ক'রে তুলুক—
অস্তিবৃদ্ধির উদাত্ত অনুপ্রেরণায়,
তোমার চরিত্রের প্রতিটি পদবিক্ষেপ
ভাবে, ভঙ্গীতে, বাক্যে,
ব্যবহারে, অনুচর্য্যায়,
সামসঙ্গীতে বেদ-উদ্গাতা হ'য়ে উঠুক ;
আর, ঐ সুকেন্দ্রিক ঊর্জ্জী অনুবেদনা
অনুশীলনী প্রবোধনায়
যোগ্যতায় জীয়ন্ত হ'য়ে উঠুক,
আবার, এই যোগ্য যাগ-স্থণ্ডিলে
তুমি আবাহন কর—
সেই পরমকারুণিক পরমবশীকে—ঈশ্বরকে,
আর, তোমার ঐ আভিজাত্য
উদ্গাতার অধিনিয়মনে
আহুতি হ'য়ে উঠুক তাঁতেই—ঐ ঈশ্বরে ;
ঈশ্বরই পরম বেদ,
ঈশ্বরই অভিজিৎ, ঈশ্বরই আভিজাত্য। ১৮৯।

কৃষ্টি মানে কর্ষণ,
চাষ করা, চাষবাস করা,
আমি বলি—
ঐ চাষচর্য্যা নিয়েই বসবাস কর,
যেমনতর চাষবাসে
তোমার সত্তা উদ্গতি নিয়ে

সাত্বত সম্বর্দ্ধনায় সংগঠিত হ'য়ে ওঠে,
নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে ওঠে—
বাক্য, ব্যবহার, আচরণ-অনুচর্য্যায়,
বোধনতপস্যার অনুশীলনী তাৎপর্য্যে,
নিষ্ঠানন্দিত ইষ্টার্থপূরণী অনুবেদনায়
সব যা'-কিছুকে সার্থক সঙ্গতিতে
সুবিনায়িত ক'রে ;
তুমি নিজের চাষবাস আরম্ভ কর
সঙ্গে-সঙ্গে পরিবেশকে
উদাত্ত অনুচর্য্যায়
ঐ আত্মোৎকর্ষী চাষবাসে
নিয়োজিত কর এমনতরভাবে,—
যা'তে তোমার সমস্ত কর্ম্ম,
চিন্তাচলন ও আচার-আচরণগুলি
ঐ তা'তে সঙ্গতি লাভ ক'রে
অন্বিত অর্থনার বাস্তব বর্দ্ধনে
বিনায়িত হ'য়ে ওঠে—
চারিত্রিক দ্যোতনবিভায়
পরিবেশের প্রত্যেককে আকর্ষিত ক'রে
সমস্ত পরিস্থিতি শুদ্ধ,
যা'র ভিতর-দিয়ে
তোমার সাত্বত জীবন
বল, বর্ণ, আয়ু, মেধা
উন্নতির আরোর দিকে
উদ্বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠে,
—সমস্ত পরিবেশকে
ঐ কৃষ্টিবর্ষণার

সংগঠিত অনুশীলনে
উদ্বর্দ্ধিত ক'রে তোলে ;
আর, তা'র মূলই হ'চ্ছে—
অচ্ছেদ্য ইষ্টানুরাগ, আচার্য্য-অনুচলন,
পুরুষোত্তমে আত্মোৎসর্জ্জনা,
আর্য্যদের দৈনন্দিন ষট্ কর্ম্ম—
যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা,
দান, প্রতিগ্রহ—
যা'র-যা'র সহজাত সংস্কার-অনুগ
কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে,
স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যানুযায়ী,—
যা'র ফলে সব যা'-কিছু
সার্থক সঙ্গতির সমতায়
সংগ্রথিত হ'য়ে ওঠে ;
এই অনুশীলনী প্রাজ্ঞ-বোধনার
বাস্তব-বিনায়নে প্রবুদ্ধ হ'য়ে
সত্তাকে জ্ঞান-স্বরূপ ক'রে তোল,
ক্ষেমস্বরূপ ক'রে তোল,
আর, ঐ করার অনুচলনই হ'চ্ছে পরমার্থ-পন্থা। ১৯০।

তোমার জীবনকৃষ্টিকে
সম্বুদ্ধ ও সম্বৃদ্ধ করতে হ'লে
তদনুপোষক
সমীচীন আহার, আচার, ব্যবহার
কথাবার্ত্তা ইত্যাদি
সঙ্গতিশীল নিয়ন্ত্রণে
বিনায়িত ক'রে চ'লতেই হবে ;

যতখানি চ'লতে পারবে না,—
খাঁকতিও র'য়ে যাবে তেমনতর ;
ঐ অনুসন্ধিৎসু উৎসারণায়
তোমার সহজ জীবনকে
সমীচীন নিবেশে নিবিষ্ট ক'রে
উপযুক্ত অনুশীলন ক'রে চ'লতে হবে,
তবে তো হবে !
আর, তোমার বৈধানিক কোষগুলি
যে-যে উপাদানে
সম্বৃদ্ধ, প্রপুষ্ট ও প্রবৃদ্ধ ক'রে তুলতে হয়—
যেগুলিকে ত্যাগ ক'রে,
যেগুলিকে গ্রহণ ক'রে,—
সুনির্ব্বাচিত খাদ্যের সাহায্যে
তা' ক'রতে হবে—
আচার, ব্যবহার ও কথাবার্ত্তাকে
সঙ্গতিশীল ক'রে,
স্বাস্থ্য ও বলের সমীচীন উৎকর্ষণে,
সাত্বত সম্বর্দ্ধনায় ;
আর, ঐ অমনতর করার ভিতর-দিয়ে
পারিবেশিক সঙ্গতিতে
নিজেকে কৃষ্টি-অনুগ উদ্বোধনায়
সুনিয়ন্ত্রণে পরিচালিত ক'রতে হবে ;
তবে তো ঐ কৃষ্টি
চরিত্রে সন্দীপিত হ'য়ে
ব্যক্তিত্বকে সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে তুলতে পারবে—
আহারে, বিহারে, আচারে, ব্যবহারে,
বলে, বর্ণে, আয়ুতে,

কৃতিদীপ্ত বোধ ও স্মৃতি-সন্দীপনী
শৌর্য-বীর্য্যবত্তার প্রারব্ধ অনুনয়নে ;
যদি নিজেকে উন্নতই ক'রে তুলতে চাও,
সম্বৃদ্ধই ক'রে তুলতে চাও—
সব দিক্-দিয়ে,—
তোমাকে নিয়ন্ত্রণও ক'রতে থাক
তেমনি ক'রে—
একটা প্রাজ্ঞ আচরণ-অনুশাসনের
আওতায় থেকে তদনুগ চলনে ;
নয়তো, তোমার কৃষ্টি বিকারমণ্ডিত হ'য়ে
ঐ বৈকারিক অনুশাসনে
তোমাকে তো অনুশাসিত ক'রবেই,
তা' ছাড়া, সেই প্রভাব বিস্তার ক'রে
পরিবেশকেও অধঃপাতের পথে টেনে নেবে ;
তাই, উন্নতি চাও তো উন্নত সৌকর্য্যে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চল
সব দিক্-দিয়ে—
বিশেষতঃ আহার, বিহার, আচার, আচরণে ;
মনে রেখো—
বৈধানিক উপাদান-সংশ্রয়ের ব্যতিক্রমে
প্রবৃত্তির ব্যতিক্রম ঘ'টে থাকে—
তা' ভাল, মন্দ উভয়তঃ,
তাই বলে, "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ
সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ,
স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ" । ১৯১ ।

তোমার আদর্শ বা কৃষ্টির
সত্তাসম্বর্দ্ধনী ঔদার্য্যপূর্ণ গোঁড়ামিকে

যদি ত্যাগ কর
বা শ্লথ হও তা'তে,—

হ'য়ে
অন্য ব্যক্তি, সংস্থা বা মতবাদের
প্রবৃত্তিমার্গী নীতিবিধির অনুকূলে
চল ও পরিবেষণপর হও যতই—
উস্কানি ইন্ধন দিয়ে—

যা' তোমার কৃষ্টি, ধর্ম্ম বা আত্মসত্তার
পরিপোষণী নয়কো,
তুমি ঐ ব্যক্তি, বাদ বা সংস্থায়
আত্মবিসর্জ্জনের পথকে
সুগম ক'রে তুলবে ততই,

ফলে, তোমার ঐ কৃষ্টিসত্তার বিলোপ
অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে উঠবে একদিন,
তখন হয়তো শত চেষ্টায়ও
ঐ সত্তার সংরক্ষণ
সুদূরপরাহত হ'য়ে উঠবে,

যেমন পৃথিবীর কোন সত্তা
তা'র সত্ত্ব নিয়ে
অন্যের রকমে নিজেকে যতই
রূপান্তরিত ক'রতে থাকে—

তা'র নিজত্ব হারিয়ে
অন্যত্বে আত্মবিসর্জ্জন
অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে ওঠে ততই,

সত্তা-বৈশিষ্ট্যের লোপ
অনিবার্য্যই হ'য়ে দাঁড়ায়

একান্ত নিরন্তরতায়,
তাই, স্বধর্ম্মে অর্থাৎ সত্তাধর্ম্মে
'নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ' ;
সৃষ্টির প্রত্যেকটিই তাই প্রত্যেক রকম,
এই রকমারির গুচ্ছ নিয়ে
শ্রেণী, বর্ণ বা ভেদ—
যা'-দিয়ে প্রতিপ্রত্যেকেই
বোধ-বিকিরণী সংজ্ঞায় স্বাধিষ্ঠিত হ'য়ে
সম্বর্দ্ধনার পথে ছুটেছে—
প্রতিটি নিজেরই রূপান্তর-পরিক্রমায়,
আর, নিজের দাঁড়ায়
অন্যকে বোধ ক'রে
নিজের এবং অন্যের
অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যকে নিরূপণ ক'রে
প্রজ্ঞায় পারদর্শী হওয়ার সম্ভাব্যতার
উদ্ভবও হ'য়েছে অমনি ক'রে ;
তাই, নিজের সত্তা-বৈশিষ্ট্যকে
কৃষ্টি-উৎসারণায় নিয়ন্ত্রিত ক'রে
ধর্ম্মকে লাভ ক'রে
আত্মসত্তাকে সার্থকতায় বিস্তার ক'রে তোল—
আত্মীকৃত ক'রে যা'-কিছুকে,
মহাপ্রজ্ঞায় ভূমায়িত হও—
কৃষ্টি, ধর্ম্ম ও আত্মসত্তাতে
ঔদার্য্যপূর্ণ একটু গোঁড়ামি রেখে
অর্থাৎ, আত্মসংরক্ষণী বেষ্টনী বা বেড়া দিয়ে,—
যা'তে বিচ্ছিন্ন না হ'য়ে ওঠ তুমি কোনক্রমে,
একটা সমবায়ী সাত্ত্বিক সম্বর্দ্ধনায়

চলন্ত হ'য়ে চল—
তা'র পরিপোষণী যা'-কিছুকে আত্মস্থ ক'রে,
—ভেঙ্গে নয়কো তা'র একটুকুও। ১৯২।

আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
সার্থক সঙ্গতিসম্পন্ন কুলচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
নিজেদের আভিজাত্যের পরিপোষণা
যদি না হয়,—
জৈবী-সংস্থিতিও তেমনি
দৈন্যগ্রস্ত হ'য়ে থাকে,
ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানের প্রত্যয়ী বোধনাও
বেকুব কালাবোবার মত হ'য়ে
অনিয়ন্ত্রিত চলনে চ'লতে থাকে,
ফলে, প্রতিটি ব্যক্তিত্ব দাঁড়াবিহীন হ'য়ে
পরপদলেহী কুক্কুরের মত
ভোগলালসায় বিক্ষুব্ধ হ'য়ে
হিংস্র পর-নির্য্যাতনী অভিনিবেশ নিয়ে
নিজেদের জাহান্নমের পথ
ক্রমশঃই পরিষ্কার ক'রতে থাকে,
বৃত্তিকে আদর্শ ক'রে
নানাপ্রকার দলের সৃষ্টি ক'রে
নানাপ্রকার সংঘাতে
ঐ প্রবৃত্তি-অহংয়েরই পূজাতে
আত্মনিমজ্জনতপা হ'য়ে ওঠে,
প্রাচীনের মুখ মসীলিপ্ত ক'রে
আভিজাত্য অন্তর্দৃষ্টি হারায়,
ঐতিহ্য ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ে ওঠে,

কুলাচার বিদ্রূপাত্মক আত্মহননী
কূট-সংস্কারের পরিচয়ে
ব্যাখ্যাত হ'য়ে চ'লতে থাকে ;
এমনতর অবস্থায় উত্থান
গণজীবনকে অবজ্ঞা ক'রেই থাকে,
পরপদলেহিতার নিষ্ঠীবন-সেবী হ'য়ে
আত্মপ্রসাদ উপভোগ করা ছাড়া
তা'দের আর উপায় কী ?
তাই, তোমার অহঙ্কার, আত্মগৌরব
আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টির সঙ্গীতশীল ব্যক্তিত্বে
অর্থাৎ, বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
ইষ্ট বা আচার্য্যে নিবদ্ধ হো'ক,
আর, নিরাশী আত্মত্যাগী
এমনতর ব্যক্তিত্বের সেবাতেই
তোমার স্বার্থ ও অহঙ্কার
নিয়োজিত ক'রে চল,
আর, ঐ সেবানুচর্য্যাই তোমার জীবনে
পরম কাম্য হো'ক,
ঐ অনুচর্য্যাত্মক কর্ম্ম ছোটই হো'ক
আর, বড়ই হো'ক
ভৃত্যত্বই হো'ক, আর, প্রভুত্বই হো'ক,
সর্ব্বান্তঃকরণে তা' গ্রহণ ক'রে
নিষ্পন্নতায় সমাসীন হও—
অটল অচল স্থির বোধনা নিয়ে ;
এমনতর তুমি প্রভুই হও, আর, ভৃত্যই হও,
তোমার অস্তিত্বই দিগন্তপ্রসারী আশীর্ব্বাদ,
ঐশ্বর্য্যের পরম উপঢৌকন,

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

রাজনীতির সার্থক-সন্দীপ্ত আলোকস্তম্ভ,
বোধ-দিগ্বলয়ের দিগ্‌দর্শনী প্রকৃষ্ট প্রদীপনা। ১৯৩।

কত হাজার-হাজার বছর ধ'রে
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
সুসঙ্গত অনুসরণের ভিতর-দিয়ে
উন্নীতি-তপস্যার যে-স্রোত
পিতৃপিতামহের জীবনে,
বংশগতিতে প্রবাহিত হ'য়ে
সংস্কার-সংন্যস্ত বিন্যাস লাভ ক'রে
তোমাতে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে,—
তুমি তা'রই একটি সংস্করণ,
এই সংস্করণের ভিতর
সার্থক-অন্বয়ী সঙ্গতিতে
যে বৈধানিক বিভা বিনায়িত হ'য়ে
জীবনে ফুটন্ত হ'য়ে উঠেছে,
সেই হ'চ্ছে তোমার সত্তা,
এই সত্তায় নিহিত আছে আভিজাত্য,
আর, আভিজাত্যে সংগর্ভিত হ'য়ে র'য়েছে
তোমার ঐ সংস্কার,
বুঝে দেখো—
তোমার এই আভিজাত্য ও সংস্কার
কতখানি শ্রেয় ও প্রেয়,
যা' লাভ ক'রতে হয়
কত-কত জীবনপ্রবাহের ভিতর-দিয়ে,
ঐ আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির অন্বিত চলনে,
কুলাচারে আপস-অনুনয়নায়,
অস্তিবৃদ্ধির তাপস-পরিচর্য্যা নিয়ে ;

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

আর, তোমার ব্যক্তিত্ব
প্রবৃত্তির পরামর্ষণী দাপটে
যখনই ঐ আভিজাত্যের মাথায়
কুঠারাঘাত ক'রে
পরপদলেহী কুক্কুরের মতন
অন্য বুলি, অন্য বেশ—
খাদ্য, চালচলন, উপভোগ ইত্যাদিতে
আত্মবিক্রয় করে,
তা' যে কতখানি মর্য্যাদাহানিকর,
কতখানি অপমানের
আর, কতখানি দৈন্যের—
তা' বলাই বাহুল্য ;
অভিশাপ-বিমর্দ্দিত হ'য়ে
যখনই ঐ প্রবৃত্তিকে আলিঙ্গন ক'রলে,
নিজের যা'-কিছুকে পদদলিত ক'রে
এতটুকু নিষ্ঠীবনের জন্য
পরপদলেহী হ'য়ে চ'লতে লাগলে,
ঐ লেহন-গৌরবে
ধরাকে সরা জ্ঞান ক'রে চ'লতে লাগলে,—
ভেবে দেখ—সে কী নারকীয় ব্যক্তিত্ব তোমার ;
ভর-দুনিয়া হ'তে ঐ সংস্কৃতির পোষক
যদি কিছু পাও—তা' গ্রহণ কর,
আর, পরিপুষ্ট কর—তোমার ঐ সংস্কৃতিকে,
যে-সংস্কৃতির সংস্করণ তুমি নিজে,
তুমি আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টির অনুবর্ত্তনায়
অনুপোষণ-তৎপর হ'য়ে
যা'-কিছু নেবার নাও,

কিন্তু ব্যক্তিত্ব ও আভিজাত্যের মাথায়
পদাঘাত ক'রে নয়,
নিষ্ঠীবন ত্যাগ ক'রে নয়,
মর্য্যাদায় আরো উচ্ছল হ'য়ে ওঠ,
অযুত জীবনের অজচ্ছল ধারায়
যে সাংস্কৃতিক চলন
তোমাতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠে'
তোমাকেই তা'র সংস্করণ ক'রে তুলেছে,—
পিতৃপুরুষের তর্পণে
তা'কে তর্পিত ক'রে তোল প্রতি মুহূর্ত্তে—
পোষণ-প্রদীপ্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি-অভিষিক্ত ক'রে,
তোমার কৃতীচলন অর্থান্বিত হ'য়ে উঠুক,
তুমি কৃতার্থতা লাভ কর,
তোমার ব্যক্তিত্ব
বিশ্বমঙ্গল ব্যক্তিত্বে
বিভোর হ'য়ে উঠুক,
আর, ঐ বিভোর বিভা
বিশ্বের প্রতিটি যা'-কিছুকে
বিভান্বিত ক'রে তুলুক—জীবনে, বর্দ্ধনে,
সম্বেগ-উৎসারণী অনুচলনে,
তুমি পরমার্থে প্রসিদ্ধি লাভ ক'রে
ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে ওঠ—
আভিজাত্যের যুত পুষ্পাঞ্জলিতে,
উৎসর্গের সামসঙ্গীত নিয়ে। ১৯৪।

প্রাচীনের শুভপ্রসূ ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, কুলপ্রথা,
ও তদনুগ আচরণ ও নিয়মনের

সার্থক সঙ্গতি নিয়ে তোমার বিদ্যাবত্তা
সমীচীন সার্থকতায়
ইষ্টানুগ অনুনয়নে
যদি বিন্যাস লাভ না ক'রল,
বা বাদের সৃষ্টি ক'রে
নানা বাদের বাদী হ'য়ে প'ড়লে তুমি,—
তোমার হাজার বিদ্যাবত্তা থাক,
তোমার বিদ্যাবত্তা যতই প্রবীণ হো'ক,—
তুমি পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে
বা দুনিয়ার পরিস্থিতিতে
এমনতর সাত্বত বিপ্লব
সৃষ্টি ক'রতে পারবে না,
যা'র ফলে
প্রতিপ্রত্যেকেই ঐ সাত্বত ঐশ্বর্য্যে
কৃতী হ'য়ে ওঠে—
সুসন্দীপ্ত সহজ সঙ্গতি নিয়ে ;
তুমি বিপ্লব আনতে পারবে না,
বিদ্রোহ সৃষ্টি ক'রতে পারবে,
মৈত্রী প্রতিষ্ঠা ক'রতে পারবে না,
বৈরী ক'রে তুলতে পারবে,
পারস্পারিকতার বান্ধব ক'রে
তুলতে পারবে না,
বরং ভেদ-বিচ্ছিন্নতা
আহ্বান ক'রতে পারবে,
সামগ্রিক উৎকর্ষ এনে দিতে পারবে না,
বরং তা'কে বিধ্বস্ত ক'রে তুলতে পারবে—
সঙ্কীর্ণ বিরুদ্ধ গণ্ডী সৃষ্টি ক'রে ;

ধর্ম্মের একায়নী দীপনা
প্রাচীন পরম্পরায় ক্রম-প্রবাহিত যা'
আর্য্যনীতিতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে,

অর্থাৎ, ঐ পারম্পর্য্য-কৃষ্টির নীতিবিধিতে
বিন্যাস লাভ ক'রেছে যা'—
ক্রম-বিকাশে—
প্রাচীনকে আপূরিত ক'রে,—
তা'তে সুসম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারবে না তুমি,

বরং ব্যতিক্রম সৃষ্টি ক'রে
বিভ্রান্তির জ্ঞান-মরীচিকায়
তৃষ্ণাকঠোর হৃদয়ে খরপ্রাণ হ'য়ে
ঘুরে বেড়াতে হবে তোমাকে

তুমি সার্থক প্রণিধানে
অন্বিত সার্থক সঙ্গতিতে
চৌকস চর্য্যায়
চতুর হ'য়ে উঠতে পারবে না,
বৈশিষ্ট্যের বিরহ-দ্বন্দ্বেই
তোমার কালাতিপাত ক'রতে হবে ;

তাই, মনে রেখো—
ঈশ্বর এক, ধর্ম্ম এক,
আর, তা' অদ্বিতীয়,

শুধু দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে
তা'র বিনিয়োগ-ক্রম বা পদ্ধতি
যেমনতর বিভিন্ন হওয়া উচিত,—
তা' হওয়া ছাড়া এমনতর কিছুই নেই,
যা'তে ধর্ম্ম শতধা-বিচ্ছিন্ন হ'য়ে চ'লতে পারে ;

ধারণ-পালনী উৎসর্জ্জনায়
নিজেকে সম্মৃদ্ধ ক'রে
সাত্বত চেতন-উৎসারণা নিয়ে চলাই
সাত্বত সার্থকতা ;
সেই সার্থকতার অপলাপ
যেখানে যেমনতর ক'রবে,
তুমি তো খিন্ন হবেই—
যেখানে যেমনতর হওয়া উচিত,
আর, খিন্ন ক'রবে
পরিবার, পরিস্থিতির প্রতিপ্রত্যেকটিকে,
তুমি তো নষ্ট পাবেই,
এদেরও নিকেশ ক'রতে
কসুর ক'রবে না,
তুমি তো পরের ভক্ষ্য হ'য়ে উঠবেই,
তা' ছাড়া, তোমার পরিবার, পরিবেশ,
সমাজ ও রাষ্ট্রকেও
পরভক্ষ্য ক'রে তুলবে ;
বুঝে দেখো, ভেবে দেখো,
ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ো না,
প্রাচীনকে অগ্রাহ্য ক'রো না,
বরং আপূরণ ক'রে চ'লতে থাক—
আপূরণী বর্ত্তমানে একান্ত হ'য়ে ;—
ভবিষ্যের ভূতি-উৎসারণায়
সার্থক হবে তুমি,
সার্থক হবে তোমার পরিবার,
সার্থক হবে তোমার সমাজ,
সার্থক হবে পরিবেশ,

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

আর, পরম সার্থকতায় সবকে নিয়ে
পরিস্থিতি তোমার শুভ-সম্বর্দ্ধনায়
সুপ্রসন্ন হ'য়ে উঠবে—
ভেদ, দ্বিধা, ব্যতিক্রমকে বিসর্জ্জন ক'রে। ১৯৫।

মনে রেখো—তোমার পিতৃ-পিতামহ
এক-কথায় পূর্ব্বপুরুষ যাঁ'রা ছিলেন,
তাঁ'রা এখনও জীবিত আছেন—
তোমার ঐতিহ্য, সংস্কার ও কৃষ্টির
অন্তঃস্থ উৎসারণী জীবনীয় অভিনিবেশে ;
অর্থাৎ, ঐ বীজবাহী উৎসারণার ভিতর-দিয়ে
ঐ তাঁ'দেরই ছন্দানুবর্ত্তী তোমাদের
উৎক্রমণী আচার-নন্দিত অনুষ্ঠান-উৎসারণা
ও উৎসাহ-অনুবেদনী তৎপরতায়
তাঁ'দের প্রত্যেকে
তোমার ও তোমার বংশীয়
প্রত্যেকের ভিতরেই
ঐ সংস্কার, সাত্বত ঐতিহ্য ও কৃষ্টির
বীজবাহী ধৃতি নিয়ে
জীয়ন্তভাবে অনুস্যূত হ'য়ে আছেন ;
আর, তোমাদের জীবনই হ'চ্ছে
তাঁ'দের জীবনীয় উৎসারণা,
তাই তাঁ'দের শুভ তর্পণ-নন্দনাই তোমরা,
কারণ, তোমাদের ঐতিহ্য, সংস্কার
ও কৃষ্টি-অনুগ উৎসারণী অস্তিত্বে
তাঁ'রা সঞ্জীবিত হ'য়ে চ'লে থাকেন ;
তাই, বলি—নিজের সাত্বত ঐতিহ্য,

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে
কখনই নিপাত দিতে যেও না ;
তোমাদের অধিগমন
ঐ অধিনিয়মনার ভিতর-দিয়েই
উৎসাহিত হ'য়ে উঠুক—
পরিবার, পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে
দীপালী দ্যোতনায় পরিভূষিত ক'রে,—
আর, তা'তেই সজাগ থেকো ;
আহরণ যা' কর—
ঐ সাত্বত-অনুবেদনী
বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত যা-কিছু—
সেগুলিকে সুসঙ্গত সন্দীপনায়
পোষণ-পরিদীপনী ক'রে
বিহিত অর্থান্বিত অভিনিবেশের সহিত
গ্রহণ ক'রো—
ঐ ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে
সুপ্রতিষ্ঠায় প্রবুদ্ধ ক'রে ;
আর, ঐ ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে
যদি রক্ষা ক'রতেই চাও,
সম্বৃদ্ধই ক'রে তুলতে চাও,
তা'র গোড়ার অনুষ্ঠানই হ'চ্ছে—
অসগোত্র সদৃশ বা অনুপূরক উচ্চ কুলে
কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা করা
এবং পুরুষরাও যা'তে অসগোত্র, সদৃশ
বা সঙ্গতিশীল পরিপোষণী
নিম্নকুলে বিবাহ করে—
সেদিকে লক্ষ্য রাখা ;

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

আবার বলি, মনে রেখো—
পিতৃপুরুষ ও পিতৃকৃষ্টিকে
নিষ্পেষিত ক'রো না,
ধ্বংস ক'রতে যেও না,
নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলো না ;
বল —"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" ;
মাভৈঃ-রবে
ঐ সাত্বত শ্রদ্ধায় দাঁড়িয়ে
সমস্ত ঝঞ্ঝা, আপদ্-বিপদ্‌কে অতিক্রম ক'রে
তোমাদের জীবন-অভিযান
অব্যাহত হ'য়ে চলুক। ১৯৬।

ঐতিহ্য-নিষ্কাশিত জীবনীয় সংস্কার
—যা' জীবন ও বৃদ্ধিকে
উল্লসিত ক'রে তোলে—
তা'কে অবহেলা না ক'রে
ঐ সংস্কৃতির সঙ্গতিশীল উদ্দীপনী
উন্নয়নী যা'-কিছু
সেগুলিকে ঐতিহ্যের
জীবনীয় তাৎপর্য্যের সাথে
বিহিতভাবে সংগ্রথিত ক'রে
ব্যক্তিত্বকে উন্নীত ক'রে তোল,
ইষ্টনিষ্ঠার অদম্য আকৃতি নিয়ে
আচার-ব্যবহার
সুষ্ঠু সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে
পরিচর্য্যার পরিবেষণে পরিবেশকে

এমনভাবে প্রদীপ্ত ক'রে তোল—
যা'তে জীবনকে উৎসবমণ্ডিত ক'রে
বিহিতভাবে
আয়ুর অধিকারী হ'য়ে উঠতে পার—
জ্ঞান-কৃতির শুভ-উৎসর্জ্জনায়,
আর, সঞ্চারিত ক'রে ফেল তা'
সবার ভিতর—
যা'তে প্রতিটি ব্যষ্টি-সহ সমষ্টি
ঐ শ্রদ্ধা, জ্ঞান
ও আয়ুর অধিকারী হ'য়ে
অমৃতপন্থী হ'য়ে উঠতে পারে ;
আচার-ব্যবহার, সৌজন্য
ও বিহিত পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
সবাইকে অভিদীপ্ত ক'রে তোল
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্য নিয়ে—
যেন প্রত্যেকের স্বার্থ
প্রত্যেকে হ'য়ে ওঠে—তা' স্পষ্টভাবে,
জ্ঞান-দীপনায় মুখরিত হ'য়ে ওঠে
প্রতিপ্রত্যেকের কাছে ;
দক্ষতা ও ত্বারিত্যের অনুশীলন ক'রে
সেগুলিকে তোমার জীবনে
সচ্ছল ক'রে তোল,
মানুষ তা'দের আপদ্-বিপদ্,
দুঃখ-দুর্দ্দশা ও বেদনাকে
বিহিত সন্দীপনায় নিরোধ ক'রে
সমীচীনভাবে সাম্যের পথে চ'লে
সুসম্বর্দ্ধনায় জীবনকে

যেন উপভোগ ক'রতে পারে,
আর, তোমার জীবনও সব দিক্-দিয়েই
ঐ সম্বৃদ্ধিতে দ্যুতিমান হ'য়ে উঠুক—
ভক্তি, জ্ঞান ও কৃতিবিভবে
বিভবান্বিত হ'য়ে ;
দেবত্ব তো ওখানেই । ১৯৭ ।

দেহতত্ত্ব, কুলতত্ত্ব, নীতি-তত্ত্ব,
বেদ ও বিজ্ঞানের আপ্তানুশাসন-প্রয়োগ
সার্থক সংহতি-সন্দীপনায় পুরুষ-পরম্পরায়
তোমার অনুস্মৃতি-অভিজ্ঞানের ভিতর-দিয়ে
অনুস্রোতা হ'য়ে যা' চ'লে আস্ছে—
তোমাকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যে সমাসীন ক'রে,—
ঐ বৈশিষ্ট্যকে
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায় নিয়ন্ত্রিত ক'রে
সপরিবেশ প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের
যোগসূত্র- নিবন্ধ
সুসঙ্গত সানুকম্পী
বোধায়নী উদ্বর্দ্ধনাই হ'চ্ছে
বাস্তবিক সভ্যতা—সম্বর্দ্ধনী যাগ ;
একে যদি কোনপ্রকারে
সংঘাত-সংক্ষুব্ধ ক'রে
নিজের জীবনকে
খরস্রোতা ক'রে চালাতে চাও,
ঐ অযুত বৎসরের
অধিতপা সাত্ত্বিক-বিনায়ন
যা' তোমার বিধানে

ঔপাদানিক সঙ্গতিতে
বিন্যাস-সংস্থ হ'য়ে এখনও রয়েছে,—
সেগুলিকে একদম নিকেশ ক'রে ফেলবে,
শৌর্য্যদীপ্ত যে-সম্ভাব্যতা
তোমার অন্তরে নিহিত আছে—
কুলস্রোতা বৈশিষ্ট্যের জীবন-উদ্গতিতে,—
তা'কে হারিয়ে ফেলবে একদমই,
নষ্ট পাবে তুমি,
নষ্ট পাবে তোমার ধর্ম্ম,
নষ্ট পাবে তোমার সম্বর্দ্ধনী কৃষ্টি-যাগ,
আদর্শ-বিচ্যুতি-অভিশাপে জর্জ্জরিত হ'য়ে
নরক-আগুনে আত্মাহুতি দিতে
অবশ চলনে চ'লতে থাকবে—
ব্যক্তিত্বহারা জানোয়ারের মত,
স্পর্দ্ধিত, মূঢ় ক্রীতদাসের মত
আত্মগৌরবী হ'য়ে আত্মগর্ব্বিত হ'য়ে ;
যুগ-যুগ-স্রোতা সে—'তুমি'র
সন্ধান আর খুঁজে পাবে না,—
সে তুমিও নয়,
তোমার পরিবারও নয়,
তোমার সম্প্রদায়ও নয়
তোমার, সমাজও নয়,
তোমার রাষ্ট্রও নয়,
হবে একটা কিম্ভূতকিমাকার
গর্হিত-গর্ব্বী জানোয়ার-প্রায় মানবের মত,
তাই বলি, এখনও সাবধান!
আবার, একথাও স্মরণ রেখো—

ঐ জীবনীয় ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত না হ'য়ে
উৎপাদন-বৃদ্ধি বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-নিরূপণ—
যতই কর না কেন,
তা' কিন্তু মানুষের লক্ষ্য নয়,
মানুষ চায় ঐগুলিকে
সুসঙ্গত সমীক্ষায় বিনায়িত ক'রে
সত্তাপোষণ-অনুবেদনায় প্রয়োগ ক'রতে,
আর, তা'র ভিতর-দিয়ে নিজেকে,
পারিপার্শ্বিকের যা'-কিছু প্রতিষ্ঠানকে
নিয়ন্ত্রণ-তৎপরতায় অভিদীপ্ত ক'রে
যোগ্যতায় জীয়ন্ত ক'রে তোলার ভিতরই আছে
ওগুলির সার্থকতা ;
ঈশ্বরই জীবনজ্যোতি,
ঈশ্বরই বর্দ্ধন-সম্বেগ,
ঈশ্বরই আভিজাত্য-প্রতিভা,
ঈশ্বরই আত্মবিনায়নী বোধিচক্ষু। ১৯৮।

অসার্থক অবাস্তব উদ্ভট যা'
তা'র সঙ্গে বাস্তব সাত্বত সত্যের
আপোষরফা ক'রে
একটা খিচুড়ি পাকিয়ে ফেলো না,
বরং খুঁজে-পেতে দেখো—
তা'র ভিতর সাত্বত কিছু পাও কিনা,
সত্য কিছু পাও কিনা,
সঙ্গতিশীল সার্থকতায়
বিনায়িত হ'য়ে আছে—

এমনতর বাস্তব কিছু পাও কিনা,
নইলে, তোমাদের সাত্বত সমৃদ্ধি
ক্ষুণ্ণ হ'তেই থাকবে,
বিকৃত হ'তেই থাকবে ;

ঐ বিকৃত পরিচর্য্যা
সাত্বত, সত্য ও শুদ্ধ বাস্তব যা'-কিছুকে
বৈকারিক বিনায়নায়
অধঃপাতের দিকেই নিতে থাকবে,
ফলে, সেগুলিকে হারাবে,
আর প্রভুত্ব ক'রতে থাকবে তোমাদের উপর
অবাস্তব যা'-কিছু, সঙ্গতিহারা যা'-কিছু ;

তাই, সন্ধিৎসু অনুবেদনা নিয়ে শ্রেয়কেন্দ্রিক যা',
শ্রেয়-চলনের উদ্দীপক যা',
বাস্তব যা', সত্য যা',—
সেগুলিকে নির্দ্ধারণ ক'রতে থাক ;

যেগুলি সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ,
সাত্বত, সঙ্গতিশীল সার্থকতায়
সেগুলিকে সংগ্রহ ক'রে চল—
নিজেদের চলনাকে ঐ চলনে প্রকৃত ক'রে,
ব্যক্তিগত চরিত্রকে
তা'তে অভিষিক্ত ক'রে তুলে',
এই চলনই অমৃত-পন্থী,
ঐ চরিত্র অমর-চর্য্যায়
তোমাদিগকে অমৃত-যাত্রী ক'রে তুলবে ;
ফলে, ঠকার পাল্লা ক'মে গিয়ে
ঐশ্বর্য্যের বাস্তব বিভবপ্রতিভা
জীবন, জনন, জাতিকে

ক্রমশঃই ঐশ্বর্য্যবান ক'রে তুলে'
সমৃদ্ধিশীল ক'রে তুলে'
তোমাদিগকে দেবদ্যুতিতে
সমাসীন ক'রে রাখতে থাকবে—
ঐ অভিনিবেশী লক্ষ্মীমন্ত
কৃতিচলন-অধ্যুষিত ক'রে ;
আর, এই ক'রতে গিয়ে
যে-মহাপুরুষেরই দোহাই দাও না কেন,
মনে রেখো,—
তিনি সাত্বত বাদ বা সাত্বত বিজ্ঞানের
পরিপোষক ও পরিবেষক যতখানি—
অনুসরণীয়ও তিনি ততখানিই ;
আবার, তোমার খেয়ালের সমর্থনে
মহাপুরুষকে ডেকে এনো না,
বুঝে রেখো—
সাত্বত মানেই হ'চ্ছে—
অস্তিবৃদ্ধির আপূরক যা',
বাস্তবতার পরিপোষক যা',
স্বস্তি-সম্বৃদ্ধির পরিপোষক যা'—
তা' তোমার ও সবারই,
বৈশিষ্ট্য-অনুক্রমে, বিহিত নিয়ন্ত্রণে। ১৯৯।

তোমার প্রকৃতি যদি অবৈধ ব্যাপারে
তোমাকে লুব্ধ করে,
শুভসন্দীপী কুলবৈশিষ্ট্য হ'তে
ব্যতিক্রমদুষ্ট ক'রে তোলে,
তোমার জীবনীয় ঐতিহ্যকে ব্যাহত করে,

অন্তরে যদি এতটুকুও
অর্জ্জিত নিষ্ঠাবল থাকে তোমার—
তুমি তা'তে আত্মনিমজ্জন ক'রো না,
তা'কে গ্রহণ ক'রো না ;
বরং গ্রহণ ক'রো তা'ই—
তোমার জীবন ও জাতির পক্ষে
যা' জীবনীয়,
অস্তিত্বের পক্ষে যা' কল্যাণকর,
অসৎকে অসিদ্ধ ক'রতে যে তুক্‌তাক
কলাকৌশলের প্রয়োজন হয়—
যা' তোমার জীবনীয় তাৎপর্য্যকে
উচ্ছল ক'রে
স্বতঃসন্দীপ্ত ক'রে তোলে,
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলে তোমাকে—
তা'ই গ্রহণ কর,
তা'তেই মনোনিবেশ কর ;

বোধ, বিবেক ও বিবেচনার
সুচারু নিয়মনায়
সার্থক সন্দীপনী যে-তন্ত্র
তা'ই তোমার জীবনতন্ত্র হ'য়ে উঠুক,
সৎসন্দীপনী তৎপরতায়
কুলমর্য্যাদাকে আহরণ ক'রতে
প্রতিষ্ঠা ক'রতে তৎপর হ'য়ে ওঠ,
তোমার উত্থান সমাজ ও দেশকে
সমুত্থিত ক'রে তুলবে ;
ঐ আশিস্‌-বিধৌত ব্যক্তিত্ব নিয়ে
ইষ্টনিষ্ঠ লোকচর্য্যায়

আত্মনিয়োজিত কর, সার্থক হও,
আর, সঙ্গে-সঙ্গে
সবাইকে সার্থক ক'রে তোল—
জীবন ও বর্দ্ধনার স্রোতল উদ্দীপনায় ;
স্বস্তিবাচন
স্বস্তিসেবন
স্বস্তিচর্য্যা
তোমাকে
সম্বর্দ্ধিত ক'তে তুলুক। ২০০।

সহজাত কর্ম্ম—
অর্থাৎ জন্মগত সংস্কারের ভিতর-দিয়ে
পরিস্থিতির অনুপ্রেরণায়
স্বভাব-শুভ ব'লে
যা' তোমার চেষ্টায় এসেছে,
তা' যদি দোষযুক্ত হয়—
অর্থাৎ নিখুঁতভাবে যদি
নাও এসে থাকে তা',—
তা'ও কর—
ইষ্টানুগ আত্ম-নিয়মনায়,
তাই ব'লে, তোমার সংস্কার
যেখানে অশুভ ব'লে বোঝ
তা'র প্রশ্রয় না দিয়ে,
ইষ্টানুগ শুভ-বিনায়নায়
বিনায়িত ক'রে তোল তা'কে ;
কিন্তু যা' বুঝতে পারনি,
ধারণায় আসেনি যা',

যা' তোমার সহজাত প্রবণতায়
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠেনি
—স্বতঃ হ'য়ে ফুটে উঠেনি তোমাতে,
এমনতর কিছু ক'রতে যেও না,
সেটা কিন্তু পরধর্ম্ম,

অর্থাৎ তোমার
জৈবী-সংস্থিতি-সংশ্লিষ্ট নয় তা',
তোমার বৈশিষ্ট্য নয় তা' ;
বোধে, ধারণায়
স্বভাব-অনুপাতিক যা' ফুটে ওঠেনি
তা' যদি ক'রতে যাও,—
তা'তে ঠকারই সম্ভাবনা বেশী,
বিনায়িত ক'রতে পারবে না তা' তুমি,
তোমার বুঝের আওতায় এনে
পরিশুদ্ধভাবে তা'কে নিষ্পন্ন ক'রতে পারবে না—
সূক্ষ্ম অনুধায়নায় ;
তাই, স্বাভাবিকভাবে যা' তোমার অন্তরে
অনুপ্রেরিত হ'য়ে উঠেছে,
যা' তোমার ধারণায়
স্বতঃ হ'য়ে উঠেছে,
তা' যদি দোষযুক্ত হয়
তা'ও কর—ইষ্টার্থ-অনুনয়নে,
—তা'কে স্বাভাবিক নিয়মনায়
বিনায়িত ক'রতে পারবে,
বিহিতভাবে মূর্ত্ত ক'রে তুলতে পারবে,
আর, এই করার ভিতর-দিয়েই
তা' নিখুঁতে নির্ব্বাহ ক'রে

সূক্ষ্মভাবে আয়ত্ত ক'রতে পারবে,
তুমি কৃতী হ'য়ে উঠবে,
এমনি ক'রেই তুমি
ব্রাহ্মী- অনুবেদনায়
বিশ্বকর্ম্মা হ'য়ে উঠবে ;

তাই, গীতায় আছে—
"সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় !
সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ
ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।" ২০১।

পর্য্যায়ী প্রাচীন সূত্র-সঙ্গতির
আপূরণী সংস্কৃতি—
যা'র অনুশাসনের ভিতর-দিয়ে
তোমার এই জৈবী-সংস্থিতির
উদ্ভব সংঘটিত হ'য়েছে,
ঔপাদানিক বিনায়নায়
যে তপোদীপ্ত রক্তস্রোত
তোমার ধমনীতে প্রবাহিত হ'য়ে
প্রাণন-প্রদীপ্ত ক'রে
তোমার সত্তাকে
জীবনে অধিষ্ঠিত ক'রে রেখেছে
পূর্ব্বতন ঋষির অনুপ্রেরণায়—
পিতামাতার
সুকেন্দ্রিক মিলন-অভিসারের ফলে—
শ্রদ্ধানুচর্য্যী অনুনয়নী
সুকেন্দ্রিক অনুগতির ভিতর-দিয়ে

যা' তোমাতে এখনও বিদ্যমান—
তা'কে কলুষিত হ'তে দিও না কিছুতেই ;
তা'কে কলুষিত হ'তে দেওয়া মানেই হচ্ছে—
ঐ স্রোতকে বিড়ম্বিত ক'রে
পাতিত্যের প্রলুব্ধ আলিঙ্গনে
নিজে কৃষ্টিহারা হ'য়ে
ঐ পূর্ব্বতন হ'তে বিচ্যুতি লাভ করা,
অর্থাৎ পতিত হওয়া ;
তোমার ঐ সাত্ত্বিক পর্য্যায়-অনুশ্রয়ী
জীবনধারাকে কৃতঘ্ন ক'রে তুলে',
তা'কে যতই ব্যভিচার-বিক্ষুব্ধ
ক'রে তুলতে থাকবে,
তোমার অন্তর-দেবতা
রোরুদ্যমান হ'য়ে চ'লবেন ততই,
তাই, কিছুতেই তা' করতে যেও না—
যা'তে নিজে নষ্ট পাও,
বা তোমার শোণিত-সন্তানদের ভিতর
ব্যতিক্রমের সৃষ্টি হয় ;
নিরত আরতি-অভিনিবেশের সহিত
ঐ রক্তস্ফুরণাকে উপাসনা করাই হ'চ্ছে—
তোমার আভিজাত্যের উপাসনা,
যে-আভিজাত্যের অভিজাত সন্তান তুমি ;
আর, এই জীবনব্রতে
উপাসনা-তৎপর থেকে বা থাকতে
যদি স্ত্রী-পুত্র
ও অশেষ ঐশ্বর্য্যকেও
ত্যাগ ক'রে যেতে হয়,

—যা' ঐ আভিজাত্যেরই অবদান,
তা'ও তোমার পক্ষে শ্রেয় ;

সংস্কৃতিকে ব্যভিচার-বিক্ষুব্ধ
হ'তে দিও না,
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
প্রাচীন আপূরণী অন্বিত আরতিকে
বিক্ষুব্ধ হ'তে দিও না,

সার্থক অর্থনা নিয়ে
তাঁ'রই অনুসেবায়
সক্রিয় তৎপরতায়
তুঙ্গ হ'য়ে চলতে থাক,

অনুশীলন-তৎপর যোগ্যতার
বাস্তব আহরণে নিজেকে ব্যাপৃত রাখ,
ঐ রাখার উপর দাঁড়িয়ে
হওয়ায় বেড়েই চল—
আরো হ'তে আরোতরে ;

যত নির্য্যাতনই আসুক,
আর, দুঃখই আসুক,
আর, যা'ই কিছু আসুক না কেন,
তা'কে অতিক্রম ক'রে
ঐ জৈবী-সংস্থিতির
জ্যোতিষ্মান বিভূতি-বিভবে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে একদিন,

বাঁচবে তুমি,
বাঁচবে তোমার পরিবার-পরিবেশ, পরিস্থিতি,
সাথে-সাথে বৈশিষ্ট্যে বিশেষ হ'য়ে

বিবৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে তোমার রাষ্ট্র—
সর্ব্বসৌকর্য্যে, স্বর্ণ-ভবিষ্যতের আবাহন-গীতি নিয়ে,—
তোমার জীবন-প্রবাহ
সামগানে উচ্ছলিত হ'য়ে
জীবন্ত প্লাবন জাগিয়ে তুলবে ;
তাই, ওঠ, জাগ,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ বরেণ্যের
অনুসরণ কর, অমৃত লাভ কর। ২০২।

ব্যষ্টি
বৈধী-বিশেষণে
বিশেষিত হ'য়ে
বিন্যাস-বিভূতি-তাৎপর্য্যে
তৎপর সন্দীপনায়
নিজেকে যখন
ব্যক্ত ক'রে তুলল—
সে তখন থেকেই ব্যক্তিত্বে
বিশেষিত হ'য়ে উঠল,
বৈধী-নিয়মনই অর্থাৎ আত্মধারণ-নিয়মনই
হ'য়ে উঠল তা'র
সাত্বত সন্দীপনী আত্মবিনায়ন,
যা'র ভিতর-দিয়ে সে
জীবনকে বিধায়িত ক'রে
বিধৃত হ'য়ে চ'লতে লাগল,
এমনি ক'রেই দুনিয়া
ফুটন্ত হ'য়ে উঠল—
ব্যষ্টির বিশেষ বিধায়নায় বিধায়িত হ'য়ে
ক্রম-তৎপরতায় বিনায়িত হ'তে-হ'তে ;

প্রতিটি ব্যষ্টির
সঙ্গতি লাভ ক'রেই হ'ল—সমষ্টি,
এই সমষ্টিরই সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
প্রতিটি ব্যষ্টি আপূরিত হ'য়ে
জীবন-সন্দীপনায় সুধীসন্দীপ্ত হ'য়ে উঠল—
পারস্পরিকতার ভিতর-দিয়ে ;
আর, এই সঙ্গতির ব্যাহত অনুগমন
যা' পরস্পরকে
পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন
ও সহজ ভঙ্গুর ক'রে তুলল—
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যকে ভেঙ্গে-চুরে
সেইগুলি হ'য়ে উঠল—অসৎ,
অস্তিত্ব-অপঘাতী,
অর্থাৎ সাত্বত সন্দীপনার শাতন-উদ্দীপনা ;
আর, শুভ-অশুভ দ্বন্দ্বের ভিতর-দিয়ে
যা'রা আত্মরক্ষণ ক'রতে পারল—
শিষ্ট সমাজের
উদ্গাতা বা অধিষ্ঠাতা হ'ল—তা'রাই,
সাত্বত সংহতির সংঘাত-তাৎপর্য্যে
পারস্পরিকতা বিভব-বিভূতি নিয়ে
ক্রমান্বয়ে অন্বিত হ'য়ে
চ'লতে লাগল—
ক্রমান্বয়ী স্রোতল দীপনায়
বৈশিষ্ট্যের বিহিত বিকাশে ;
আবার, আবহাওয়ার সংরক্ষণী সীমা
যখন থেকে
অনেক জীব-জানোয়ারের জীবন-সন্দীপনাকে

সংস্থ রাখতে পারল না,
তখন থেকেই তা'রা
নিজেদের আত্মবিলয় ক'রতে বাধ্য হ'ল,
শাতন-সন্দীপী অসৎ-সন্দীপনা চ'লতে লাগল—
ব্যাহতির বিক্ষুব্ধ সংঘাতের ভিতর-দিয়ে ;

যা'ই হো'ক, এর ভিতর-দিয়েই
পরিবেশ ও পরিস্থিতির
স্মিত সংঘাতে সে ক্রম-তাৎপর্য্যে
বোধবিবেকের সহিত
সজাগ র'য়ে চ'লল—
একটা পারস্পরিকতার
ধীময়ী উর্জ্জনা নিয়ে ;

এমনি ক'রে সভ্যতা নেমে আসল,
কৃষ্টি নেমে আসল—
সাংস্কৃতিক সুধী তৎপরতায়,
যা' ঐতিহ্যের উপর দাঁড়িয়ে
অস্তিত্বকে রক্ষা ক'রে
থাকার সন্দীপনা নিয়ে চ'লতে লাগল ;

প্রথায় সুসঙ্গত হ'য়ে সজাগ তাৎপর্য্যে
সেই ঐতিহ্যের জীবনীয় যা'-কিছুকে
রক্ষা ক'রে
জীবনীয় সঙ্গতিগুলিকে সংহত ক'রে
নিজের ব্যক্তিত্বকে ব্যক্ত ক'রে
সুবিনায়িত তাৎপর্য্যে সংগ্রথিত ক'রে
সঙ্গতিশীল তৎপরতায় সঙ্ঘ-সন্দীপনায়
নিজেকে অব্যাহত প্রীতি-পরিচর্য্যায়
চর্য্যামুখর পারস্পরিক আদান-প্রদানের ভিতর-দিয়ে

সম্বৃদ্ধ ধীমান-তৎপরতায়
মানবীয় অভিনিবেশে
উদ্ভিদ্ বা জীব-জানোয়ার
সবটার ব্যাপ্ত সন্দীপনায়
নিজেকে সংগঠিত ক'রে চ'লতে লাগল ;
এমনি ক'রেই সব যা'-কিছুরেই
গোষ্ঠী ও সমাজের অভ্যুত্থান হ'তে লাগল—
এক-এক জাতীয় রেতঃ ও রক্তের
সমঞ্জসা সন্দীপনায়,
বর্ণানুগ জাতি হ'ল এমনতর ক'রে—
এক এক গুণ ও কর্ম্মের
এক এক গুচ্ছে বিনায়িত হ'য়ে ;
আর, ঐ বর্ণেরও উদ্ভব হ'ল—
গুণ ও কর্ম্মানুগ সংহতির ভিতর-দিয়ে ;
সভ্যতাও নেমে এল এমনি ক'রেই। ২০৩।

শোন আবার বলি !
দেশের, জাতির, সমাজের
কুল বা পরিবারের
বিশেষ ঐতিহ্যের বা প্রথার
সৃষ্টি হ'য়ে থাকে—
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
অন্বিত সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
অস্তিবৃদ্ধির সংরক্ষণী তৎপরতায়,
যখন যেমন প্রয়োজন হ'য়ে থাকে
তেমনি রূপ নিয়ে,
আত্মসংরক্ষণী সংস্কারের

অবাধ্য প্রয়োজনে,
নিয়ন্ত্রণী আত্মবিনায়নার উদ্বোধনায়,
পালনপোষণী সমাবর্ত্তনী
আচরণের ভিতর-দিয়ে ;
তাই, তোমার জাতি, কুল বা পরিবারের
কোন ঐতিহ্য, প্রথা বা সংস্কারকে
না বুঝে-সুঝে
অবদলিত ক'রতে যেও না,
সন্ধিৎসু তীক্ষ্ন ধী-চক্ষুর ঈক্ষণ-দীপনায়
বেশ ক'রে না দেখে-শুনে—
কোন্ শুভ-সন্দীপনায়
ঐ ঐতিহ্যের আবির্ভাব হ'য়েছিল,
মানুষ ঐ ঐতিহ্য বা প্রথাকে
আত্মস্থ ক'রে নিতে বাধ্য হ'য়েছিল,—
সেটাকে না বুঝে-সুঝে
তা'র গায়ে হাত দিতে যেও না,

বরং যদি প্রয়োজন হয়,
সমর্থনী অনুপ্রেরণা দিয়ে
দক্ষকুশল তৎপরতায়
তা'কে এমনতর উদার বিনায়নায়
ব্যবস্থ ক'রে তুলো',—

যা'র ফলে, লোক-অন্তর
প্রসন্নতায় প্রসাদমণ্ডিত হ'য়ে
তোমাকে নেহাতই নিজের ক'রে
ভাবতে পারে,
চলতেও পারে তেমনতর ;
আরো মনে রেখো—

ঐ ঐতিহ্য, প্রথা
বা সংস্কারগুলি হ'চ্ছে
আদর্শ, ধর্ম্ম বা কৃষ্টির সত্তাপোষণী
সত্তাসংরক্ষণী বেষ্টনী বা বেড়াস্বরূপ,

তা'কে যদি সুব্যবস্থায় ব্যবস্থ না ক'রে
ভেঙ্গে দাও,—
জাতীয় জীবন হয়তো একদিন
খান-খান হ'য়ে ভেঙ্গে যাবে,
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির উদাত্ত উৎসারণা
যা' জাতিকে উদ্দীপ্ত ক'রে রেখেছিল,
সংহত ক'রে রেখেছিল,
সংস্কার-সম্বুদ্ধ ক'রে রেখেছিল—
সংস্কৃতি-পরায়ণ ক'রে—
সেগুলি আলেয়া বা মরীচিকার মত
কোথায় মিলিয়ে যাবে—
তা'র ইয়ত্তাও থাকবে না ;

আবার নূতন বেষ্টনী সৃষ্টি ক'রে
তা'কে সুসংস্কৃত ক'রে তোলা
সুদূরপরাহত হ'য়ে উঠবে,
কারণ, একটা ঐতিহ্য, প্রথা বা সংস্কার,
যা'র উপর দাঁড়িয়ে
তুমি জাতিকে সুবিন্যাসে
সংহত ক'রে তুলতে পার,
তা' অন্তরে সুপ্রোথিত হ'তে
বহু যুগ-যুগান্তরের প্রয়োজন ;

কী সংস্কার, প্রথা বা ঐতিহ্য—
কেন সৃষ্টি হ'য়েছিল

কোন্ উদ্দেশ্যে,
এবং বর্ত্তমানে তা'র উপযোগিতা কতখানি,—
তা'কে তোমার বোধিদৃষ্টির
সুচিন্তিত সমীক্ষায়
সর্ব্বতোভাবে না-দেখে, না-শুনে
হঠাৎ কিছু ক'রতে যেও না,
অন্ততঃ সেইগুলি সম্বন্ধে—
যা' শুভদ, যা' সৎ,—
তা'কে বরং শক্ত ক'রে তোল,
আর অশুভদ হ'লে
তা'কে শ্লথ ক'রে
শুভে নিয়ন্ত্রিত ক'রে তোল ;
যা' সত্তা-সম্বর্দ্ধনী হ'য়ে
নানা সংঘাতের ভিতরেও
নিজেকে পরিরক্ষিত ক'রে রেখেছে—
শীর্ণ অনুপ্রেরণা নিয়ে,—
একটা খামখেয়ালী ভাবালুতার প্ররোচনায়
অজ্ঞ সংঘাতে
তা'কে ব্যাহত ক'রতে যেও না,
আহত ক'রতে যেও না,
ভেঙ্গে দিও না,

যদি সংস্কারই চাও,—
তা'র অস্তিত্ব বজায় রেখে
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক
যেমনতর কুশল তৎপরতায়
তা' হ'তে পারে,
তেমনতর বিনায়নায়

তা' সম্পাদন ক'রতে পার তো ভাল ;
ক্ষিপ্ত ভাবালুতার প্ররোচনায়
নিজে প্রতারিত হ'য়ে
জাতি, সমাজ কুল, পরিবার
আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টিতে
অবিবেকী আঘাত হেনে
উদ্ধত ঔদার্য্যের বাহনায়
তা'কে বিপর্য্যস্ত ক'রে তু'লো না,
সাবধান কিন্তু ;
ঈশ্বরই পরমার্থ,
ঈশ্বরই সত্তা-সংরক্ষণী অনুদীপনা,
আত্মস্থ ঐশী-সম্বেগই
ঐ সংস্কারের উদ্গাতা,
ঈশ্বরই সংস্কৃতি-সম্বেগ —
ধারণ-পালনী পরম প্রভু। ২০৪।

কৌলিন্য মানে কুলীনত্বের অহঙ্কার নয়কো,
আত্মম্ভরি গর্ব্ব নয়কো,
অন্যদিগকে ছোট ব'লে ঘৃণাও নয়কো,
বরং কুলসঙ্গত মর্য্যাদাশীল চরিত্র,
আচার-ব্যবহার,
লোকচর্য্যী স্বতঃস্বস্তি-সম্প্রসারণী সম্বেদনা,
যা'র স্পর্শে প্রতিটি লোক
স্ফূর্ত্তিতে স্ফীত হ'য়ে তৃপ্ত হ'য়ে ওঠে,—
নিষ্ঠানিপুণ উদ্যম
ও কৃতিসম্বেগের আরাধনায়,

শ্রমপ্রিয় তৎপরতার
হোম-আহুতি নিয়ে,
সুসংবিধায়নী তৎপরতার সহিত
যা'-কিছুকে ধ'রে
তা'কে নিষ্পাদন ক'রে,
বিহিত ত্বরিত্য-তৎপরতায় ;

স্বভাবসঞ্জাত কৌলিন্য তা'ই—
যা' কুল চুঁইয়ে
ব্যক্তিত্বের ভিতর অধিষ্ঠিত হ'য়ে চলে,—
ইষ্টনিষ্ঠ আগ্রহনিপুণ আনুগত্য,
কৃতার্থতা-সম্পাদনী কৃতিসম্বেগ
ও শ্রমপ্রিয় তৎপরতা নিয়ে,
যা' দিয়ে প্রত্যেকটি মানুষ
তা'র পরিবেশের পরিধি নিয়ে
বৈশিষ্ট্যানুগ আপূরণায়
পরিতৃপ্ত হ'য়ে,
সন্তৃপ্ত হ'য়ে,
আশান্বিত কৃতিদীপ্ত
আপ্যায়নী স্ফীতির সহিত
লোক-পরিচর্য্যী অনুবেদনা নিয়ে—
এক-কথায়, সবকে নিয়ে—

সবকে সম্বৃদ্ধ ক'রে
শিষ্ট ক'রে
সুষ্ঠু ক'রে
নিজেকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলতে পারে,
ব্যাপ্ত ক'রে তুলতে পারে,
ছোট্ট-কথায়—

আমি তো বলি—কৌলিন্য তা'ই,
ঐ সেই কথাই মনে পড়ে—
"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্।"
এ যা'র যেমন—
তা'র অন্তঃস্থ সম্পদ্ও তেমনতর ;
কৌলিন্যের অহঙ্কার ও অভিমান আছে—
অথচ কৃতি-পরিচর্য্যা নেই,
কৌলিন্য সেখানে সন্দেহযোগ্য—
অন্ততঃ আমার কাছে,
কৌলিন্য ব্যতিক্রমদুষ্ট হয় না,
আর, যেখানে ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়েছে—
সেখানে কৌলিন্য নেই,
আর ঐ কৌলিন্যের সম্পদ্ও সেখানে
ম্লান, অবনত, বিক্ষিপ্ত ;
—এই যা' বুঝি আমি। ২০৫।

আদর্শ-অনুধায়িনী আভিজাত্য,
আত্মমর্য্যাদা, ঐতিহ্য, কুলাচার
ইত্যাদির ভিতর-দিয়ে
তোমার অন্তঃকরণের মর্ম্মস্থ
জনিবিন্যাস হ'য়ে থাকে,
আর, তদনুগ অনুশ্রয়ী অনুপ্রেরণার ভিতর-দিয়ে
তোমার জৈবী-সংস্থিতির উদ্ভব হ'য়ে,—
যা' নিহিত থাকে
তোমার মাতাপিতার
সুকেন্দ্রিক অনুনয়ন-তৎপর

অনুক্রিয় আরতি-সম্বেদনে,
আবার, তুমি জাত হ'লে—
তোমার পরিপোষণা যে আদর্শ, নীতি,
খাদ্যাখাদ্য ও পরিবেশের
সম্বেদনী অনুচর্য্যায়
তোমার ভিতরে যেমনতর বিন্যাস সৃষ্টি করে,—
সেগুলি প্রবণতায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে
তুমি তেমনতর নিরতি-অনুনয়নে
চলাফেরা ক'রে থাক ;
আবার, এই চলাফেরাগুলি
যে-সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
বিনায়িত বা ব্যাহত হ'তে থাকে,—
তোমার মস্তিষ্কে তেমনতর বিন্যাসই
বিনায়িত হ'য়ে চলে,
আর, ব্যক্তিত্বও রঙিল হ'য়ে ওঠে তেমনতর ;
ঐ আভিজাত্য, ঐতিহ্য, আত্মমর্য্যাদা
ও কুলাচারকে বিসর্জ্জন দিয়ে
অর্থাৎ, তা'কে কেন্দ্র না ক'রে
ঐ সংঘাত বা ব্যাহতিগুলির
দাসিত্বকে স্বীকার ক'রে
সংস্থিতির তদনুগ নিয়ন্ত্রণ ক'রে যদি চল,
তবে ঐ অমনতর বিসদৃশ বিন্যাসের হাত থেকে
তুমি কিছুতেই রেহাই পাবে না,
তুমি সেগুলিকে
তোমার সত্তানুযায়ী পরিপোষণায় নিয়ন্ত্রিত ক'রে
জীবনবৃদ্ধির, এক-কথায়, বাঁচাবাড়ার অনুপোষণায়
নিয়োজিত ক'রতে পারবে না ;

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

এমনি ক'রেই ঐ আভিজাত্য-অনুগ
বৈশিষ্ট্যানুচারী কর্ম্মের সুকৃতি
বা তৎপরিপন্থী চলন-সঞ্জাত বিকৃতির ভিতর-দিয়ে
ভবিষ্যকালেরও সৃষ্টি ক'রে ফেলে মানুষ,

তাই, ঐ প্রাচীন প্রবর্ত্তনার
সার্থক সঙ্গতি-সম্পন্ন
অনুচর্য্যী আপূরণাকে
যতই বিকৃত ও বিড়ম্বিত ক'রে তুলবে,—

এবং ঐ বিকৃতিকেই আপন ক'রে নিয়ে
অহং ক'রে নিয়ে
তা'রই বিচ্ছিন্ন অনুপ্রেরণায়
যত চ'লতে থাকবে—
সাত্ত্বিক সঙ্গতিকে অবহেলা ক'রে,—

তোমার ভবিষ্যৎও গজিয়ে উঠবে
তেমনতর অনুক্রিয় তৎপরতায়,

তুমি বুঝতেই পারবে না,
খাঁতিয়েই উঠতে পারবে না—
কেন কী ক'রছ !
আর, তা'র পরিণামই বা কোথায় !

কারণ, তোমার মস্তিষ্কে
সঙ্গতিশীল বিন্যাস
সার্থক হ'য়ে ওঠেনি,
তোমার পক্ষে ঐ প্রাচীনের পূত ধারাগুলি
যা' স্বতঃস্ফূর্ত্ত হ'য়ে
প্রকৃতির বুকে লেখা আছে,—

তা' ভুয়াবাজী ছাড়া
বা ভূতুড়ে ব'লে ব্যাখ্যা করা ছাড়া

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

তোমার উপায় কোথায় ?

ঐ বিকৃতি বা বিড়ম্বনা
তোমার বোধদৃষ্টিতে
বাস্তব হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে—
অস্তিবৃদ্ধির নৈতিক চলনকে
অবমাননা ক'রে ;
তাই, ওসব কথা তোমার কাছে
হাস্যাস্পদ ছাড়া আর কিছুই নয় ;
কিন্তু ঠিক জেনো—
প্রকৃতির অন্তঃস্থ বিধি
যে বিধাতার বিনায়নী অনুশাসনে
বাস্তব জগৎকে সৃষ্টি ক'রেছে—
অস্তিবৃদ্ধির আবেগ উৎসারণায়,
সেই প্রকৃতির অবমাননাই
তোমার অস্তিবৃদ্ধিকে
ব্যাহত ও বিড়ম্বিত ক'রে
মরণের বাতুল প্রশ্রয় হ'য়ে
অদূরেই দাঁড়িয়ে আছে ;
আরো স্মরণ রেখো—
সুকেন্দ্রিক হ'য়ে
আভিজাত্য, ঐতিহ্য, আত্মমর্য্যাদা
ও কুলাচারের অন্বিত অনুবর্ত্তনায়
যা' তুমি যতখানি
সত্তা-সঙ্গত ক'রে তুলবে,
আত্মীকৃত ক'রে তুলবে,
আপ্ত ক'রে তুলবে,—
তা' তোমার নিজ বিবর্ত্তনকে

যেমন উন্নতি-প্রগতির পথে
পরিচালিত ক'রবে,
তোমার সন্তান-সন্ততিতে
সংক্রামিত হ'য়ে
তা'দের জীবনকেও তেমনি
সমৃদ্ধতর ক'রে তুলবে,
নচেৎ ঐগুলির অবহেলায়
হীনম্মন্যতা ও অহঙ্কারের প্ররোচনায়
যা'ই তুমি আয়ত্ত কর না কেন,
তা' তোমার সত্তায়
সঙ্গতিলাভ ক'রবে না,
এবং তোমার ঐ অহঙ্কৃত
অধিগমন বা অর্জ্জন
তোমার জনিকে বিনায়িত ক'রে
সুপুষ্ট ক'রে
সন্তান-সন্ততিতে
সংক্রামিত হ'তে পারবে কমই,
তাই, এতে তোমার
ব্যক্তিগত ও বংশগত বিবর্ত্তনধারা
পুষ্ট না হ'য়ে
ক্ষুণ্ণই হ'তে থাকবে,
সাবধান হ'য়ো, বুঝে চ'লো। ২০৬।

ইষ্টার্থপরায়ণ হও—
সক্রিয় অনুচর্য্যী অনুসেবনায়,
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনী সম্বেগ নিয়ে,
নিজের আভিজাত্যে অটুট থাক—

অনুশীলন-প্রবণ অনুবেদনা নিয়ে,
নিখুঁত উপযুক্ত
বাক্য, ব্যবহার ও সদাচারে
আচরণশীল হ'য়ে,
ঐতিহ্য ও কৌলিক আচরণে
অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ,
অন্যের বৈশিষ্ট্যকে সম্মান ক'রতে শেখ—
নিজের বৈশিষ্ট্যে অটুট থেকে ;
এই এমনতর চলনের ভিতর-দিয়ে
তোমার বিবাহাদি
সমীচীন মনোনয়নার সহিত
এমনতরভাবে নির্ণয় কর—
যা'র ফলে, তোমার অনুকম্পী, দক্ষ ঐতিহ্যগুলি
জাতকের জৈবী-কোষে
অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে চলে ;
এগুলির ব্যত্যয় যতটুকু বা যতখানি ক'রবে,—
ব্যভিচারও নেকড়ে বাঘের মত
তোমার পেছনে-পেছনে
তেমনতরই চ'লতে থাকবে ;
আর, ঐ ব্যতিক্রমী চলন,
ও বিবাহ, বাক্য ও ব্যবহারের
সমীচীন বিন্যাসের অভাব
যতই ঘ'টে উঠবে,—
প্রবৃত্তির বিকৃত চলনে চলন্ত হ'য়ে
তোমার ব্যক্তিত্ব
তেমনতরই রঙ্গিল হ'য়ে উঠবে ;
ফলে, পরিবার-পরিবেশের ভিতর

দুষ্ট সংক্রমণের সৃষ্টি হ'য়ে
তোমার চারিদিকে
এমনতর বিশ্রী অপাহত
পরিধ্বংসী ব্যূহের সৃষ্টি ক'রবে,—

যে, তা'কে ভেদ ক'রে
তা'র নিরাকরণ করাই কঠিন হ'য়ে উঠবে,
ফলে, ওর প্রভাব
এমনই বিস্তার লাভ ক'রবে,—

যা'তে পরিবার, পরিবেশ, সমাজ ও রাষ্ট্র
সংক্রামিত হ'য়ে উঠে
তোমার ঐ অভিজাত জৈবী-সংশ্রয়কে
নিকেশ ক'রে দিয়ে
বিকৃত প্রকৃতির অধীন ক'রে তুলবে,

ধ'রতেই পারবে না তখন—
তোমার জীবনধারা
কী ধৃতির ভিতর-দিয়ে
বর্দ্ধিত হ'য়ে এসেছে বা হ'য়েছিল ;

যে-উৎস থেকে
তুমি আবির্ভূত হ'য়েছ,
যা' প্রাচীন বা ভূত,
যা'র ভিতর-দিয়ে
তোমার এই বর্ত্তনার উদ্ভব,

যা' বিহিত নিয়মন-চর্য্যী নিয়োজনায়
তোমার ভবিষ্যৎকে সৃষ্টি ক'রে তুলবে,
তা'র রূপরেখা কী
তা'ও ঠাওর ক'রতে পারবে না,

তোমার পূর্ব্ব ও পূর্ব্বতন তোমার কাছে
একটা আজগুবী জীবনসম্পন্ন হ'য়ে দাঁড়াবে,
তাঁদের আভিজাত্য ও ঐতিহ্যধারাকে
একটা বেকুবের চলন ব'লে মেনে নিতে
তোমার কুণ্ঠাবোধ হবে কমই,
কারণ, ঐ তাঁদের কর্ম্মচর্য্যা,
ঐশ্বর্য্যদীপনা ও ব্যক্তিত্ব তোমার কাছে
বোধায়নী সার্থক সঙ্গতিসম্পন্ন
হ'য়ে উঠতে পারবে না,
তাঁদের বুঝতে পারবে না ;
তাঁদের প্রাবল্য,
ঐ প্রগাঢ় দক্ষদীপ্ত যোগ্যতা
যা' ব্যতিক্রান্ত হ'য়ে
তোমাতে দীর্ণ হ'য়ে উঠেছে,—
তা'র নিজস্ব রূপকে
তোমার বোধের আয়ত্তে আনাই
কঠিন হ'য়ে দাঁড়াবে,
কারণ, বিকৃত জৈবী-সংস্থিতি
বৈকারিক বোধনাকেই
আমন্ত্রণ ক'রে থাকে,
ফাটলওয়ালা ব্যক্তিত্ব
সার্থক সঙ্গতিসম্পন্ন বোধনার
অধিকারী হ'তে পারে না,
তাই, চরিত্রও তা'দের
সুসঙ্গত হ'য়ে ওঠে না—
অন্বিত সার্থকতায় ;
তাই বলি—

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

শুভই চাও,
সম্বর্দ্ধনাই চাও,
আর, নিজেকে, দশকে ও দেশকে
উন্নত দক্ষ যোগ্যতার
অধিকারী ক'রে তুলতেই চাও,—
তোমার উৎসপ্রসূত প্রকৃতি
ও বৈশিষ্ট্যের অপচয়
কিছুতেই ক'রতে যেও না,
শ্রেয়নিষ্ঠ অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
নিজেকে শ্রেয়তে বিনায়িত ক'রে তোল—
কর্ম্মে, দক্ষতায়,
যোগ্যতর নিষ্পাদনী অভিযানে ;
তুমি শতায়ু হ'য়ে চ'লতে থাক,
তোমার সন্তান-সন্ততি
আরো-আরো আয়ুর অধিকারী হ'য়ে
তোমার জীবনস্রোতকে
ক্রম-বর্দ্ধনায় নিয়োজিত ক'রে তুলুক ;
ঈশ্বর সবারই পরম উৎস,
ঈশ্বরই ধারণ-পালনী সক্রিয় সম্বেগ,
তিনিই পরমার্থ । ২০৭ ।

তুমি যদি অস্খলিত নিষ্ঠারাগনন্দিত
শিষ্ট কৃতিসম্বেগশীল আচারবান
অর্থাৎ সদাচারবান
স্বস্তিতপা লোকচর্য্যী হও—
সেখানে তো কোন কথাই নেই,
আসল কথাই হ'ল সত্তা ও স্বস্তি ;

মহাত্মা কবীর, মহাত্মা রুইদাস,
মহাত্মা গরীবদাস, পল্টু, দাদু
ইত্যাদি অনেক ছিলেন,
শুনেছি—এখনও সেখানে নাকি
লোকে দেখতে যায়,
সেখানে অর্ঘ্যজল খেয়ে
কৃতার্থতা লাভ করে ;

তাহ'লেই দেখ—
সৎসন্দীপনী আচারবান
তত্ত্বদর্শী লোকচর্য্যী
যাঁ'রাই হ'য়ে চলেন,
তাঁ'দিগকে সকলেই গ্রহণ ক'রে
কৃতার্থ হয়,

তাঁ'রাও তেমনি
সমাজের অকল্যাণ যা'তে হয়
ব্যষ্টি ও সমষ্টি সহ—
কোনরকমে তা'র প্রশ্রয় দেন না,
শোনাও যায়নি তা,'
কল্যাণ কা'কে বলে
অকল্যাণও বা কা'কে বলে
তা' তাঁ'রা জানেন, বোঝেন ;

কুৎসিতকর্ম্মা হ'য়েও
তুমি লোককে সংক্রামিত ক'রবে,
বিকৃত অনুচলনে চ'লবে,
দেশ ও সমাজকে
জাহান্নমের পথে নিয়ে যাবে,—
মনুষ্যত্ব যেখানে আছে

শুভ তাৎপর্য্যশীল যাঁ'রা
তাঁ'রা কি তা' পছন্দ করেন ?
শারীর কুৎসিত সংক্রমণ
মানস কুৎসিত সংক্রমণ
বোধবিভবের কুৎসিত সংক্রমণ—
যা'র দ্বারা ব্যক্তিত্ব
শিষ্ট বিভবে বঞ্চিত হয়,
এমনতর সংক্রমণ থেকে কি
সাবধান থাকা উচিত নয় ?

মহাত্মা যাঁ'রা
তাঁ'রা যদি
নীচবংশসঞ্জাতও হ'য়ে থাকেন
তাঁ'রা যতই কুণ্ঠাবোধ করুন না কেন—
স্বস্তিপ্রসাদশীল লোক-অন্তঃকরণ
তাঁ'দিগকে ছাড়ে না,
তাঁ'দের প্রসাদ খেয়ে
ধন্য হয়, কৃতার্থ হয় ;

মহাত্মারা—
নষ্ট করে যা'
বিনাশকে আমন্ত্রণ করে যা'
তা' হ'তে মানুষকে
রক্ষাই ক'রে থাকেন,

তাঁ'দের সঙ্গ-মাধুর্য্যে
তা'রা যেন
স্বর্গের আবহাওয়া পেয়ে থাকে,
সেখানে মুসলমান, খ্রীশ্চান,
বৌদ্ধ, জৈন যা'-কিছু বল না—

তৃপ্তিপ্রসাদ, আত্মপ্রসাদ,
বোধদীপনী ভাবপ্রসাদ
যা'ই বল না কেন—
কেউ কখনও তা'তে অশুদ্ধ হয় না,
স্বর্গ-সন্দীপনা নিয়ে
ব্যষ্টিসহ সমষ্টির
পবিত্র প্রসাদই হ'য়ে ওঠে তা' ;
বুঝে-সুঝে ক'রে চল—
লোকচর্য্যী তাৎপর্য্য নিয়ে,
দাবী ক'রো না,
প্রত্যাশা ক'রো না,
তোমার উপযুক্ততা-অনুপাতিক
লোকচর্য্যী তৎপরতা নিয়ে
সার্থকতায় অঢেল হ'য়ে উঠবে,
তোমার ব্যক্তিত্বের প্রসাদ পেয়ে
নন্দিত হ'য়ে উঠবে সবাই,
কিন্তু বিকৃতি
বিড়ম্বনাই এনে থাকে,
অসৎ-সংক্রমণশীল—
অর্থাৎ অস্তিত্বকে
অসৎসন্দীপী ক'রে তোলে—
এমনতর কিছু ক'রতে যেও না। ২০৮।

প্রতিটি মানবের কল্যাণই যদি চাও,
তা'দের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিই যদি চাও,
তা' চাইতে হ'লে ভেবে নাও—
তোমার কী ক'রতে হবে ;

এই সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির পিছনে আছে—
সুসংস্কৃত জৈবী-সংস্থিতি,
যা' সুবিনায়নী স্বাভাবিক
স্বতঃ-সন্দীপনার ভিতর-দিয়ে
সর্ব্বসঙ্গতভাবেই উদ্গত হ'য়ে ওঠে,
তা'দের স্বাভাবিক প্রবণতাই
এমনতর স্ফুরণ-প্রবণ হ'য়ে ওঠে,—
যা'র ফলে, তা'রা চৌকস জীবনের
বা ব্যক্তিত্বের অধিকারী হ'তে
স্বতঃসন্দীপনায়ই
উন্মুখ হ'য়ে উঠতে থাকে,
এমনতর জাতকই
শিক্ষাদীক্ষার উপযুক্ত ক্ষেত্র,
তারপরই সুসংস্কৃত জৈবী-সংস্থিতি
পেতে হ'লেই চাই—
সুবিজ্ঞ যৌন-বিদ্যা
ও জনন-বিদ্যা-বিশারদের
উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ,
আর, সুজননের সম্যক্ নিয়ন্ত্রণে
প্রতিটি মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করা,
যা'র ফলে, ঐ অমনতর
সুসংস্কৃত জৈবী-সংস্থিতির
আবির্ভাব হ'তে পারে ;
আর, শুধু তা'ই নয়—
চাই সুযোটক নির্ণয়,
যা'দের কুলাচার
বিহিতভাবে নিয়ন্ত্রিত—

এমনতর ছেলের
ঐ কুলাচারের অনুগতিসম্পন্ন
এমনতর বংশের কন্যাকে
সমীচীনভাবে নির্ব্বাচন ক'রে
বিবাহকার্য্য নিষ্পন্ন করা ;

আবার, এই ধারাকে
অব্যাহত রাখতে হ'লে চাই—
পরিবার, পরিবেশ ও সমাজের
অমনতর উন্মাদনী আবেগ,
যা'তে প্রত্যেকেই প্রযত্নপর হ'য়ে ওঠে
ঐ সুজাতকের আবির্ভূতির
হোম-পরিচর্য্যায়,

আরো চাই—
উৎসারিত অনুনয়নী তৎপরতায়
নিজেদের অমনতরভাবে
অনুনীত ক'রবার
উদ্‌গ্রীব আকাঙ্ক্ষা ও অনুচলন
এবং প্রত্যেকের জন্য
উপযুক্ত শিক্ষা, দীক্ষা ও জীবিকা-প্রবর্ত্তন ;

এমনি ক'রেই সুসংস্কৃত জাতকের
আবির্ভাব আমদানী ক'রতে হবে,
নতুবা, অবৈধ ব্যবস্থাপনায়
বিকৃত অবৈধ উৎসারণারই সৃষ্টি হ'য়ে থাকে ;

ঐ সুসংস্কৃত বিবাহই হ'চ্ছে
সর্ব্বসঙ্গতিসম্পন্ন সুজাতকের
আবির্ভূতির উপযুক্ত ক্ষেত্র ;
নয়তো, তুমি লাখ লম্ফ-ঝম্প কর,—

প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যী অনুচলন
কখনই সুজাতকের সৃষ্টি ক'রতে পারে না,
ব্যভিচার-দুষ্টিরই
আমদানী ক'রে থাকে ;

আর, এমনতর ক'রতে হ'লে
যেখানে যেমনতর প্রয়োজন—
ব্যক্তি, পরিবার, পরিবেশ
সমাজ ও রাষ্ট্রকেও
তেমনি অনুনয়নে
অনুপ্রাণিত ক'রে তুলতে হবে,

নয়তো, যা'ই কর—
যেমনই চল—
তা' সুশৃঙ্খলই হো'ক
আর, বিশৃঙ্খলই হো'ক—
যদি বিধি-বিনায়িত না হয়,—
সে-চলনগুলি
পৈশাচিক নর্ত্তন ছাড়া আর কিছুই নয় ;

একে অবজ্ঞা ক'রে
জাতীয় উন্নতির
যতই কেরামতি কর না কেন,—
সব কেরামতি
বিকৃতিরই ইন্ধন হ'য়ে উঠবে,

থাকবে না আভিজাত্যের অনুবেদনা,
থাকবে না ঐতিহ্যের সুবিনায়িত
অনুবেদনী শ্রদ্ধান্বিত স্বাগতম্-সম্বেগ,
থাকবে না শ্রদ্ধাবিস্ফারিত হৃদয়ে

পরস্পর পরস্পরের কৃষ্টি-বিশারদ
সুদক্ষ স্বস্তি-আলিঙ্গন,
থাকবে না আদর্শপ্রাণ
কৃষ্টিতপা যোগ্যতার যুত অনুশীলন ;
তখন ব্যক্তিই বল,
পরিবারই বল,
পরিবেশ, সমাজ আর রাষ্ট্রই বল,
কেউই আর সুসঙ্গতির প্রাণস্পর্শী
স্বতঃ-অনুনয়নী আবেগময়ী
সুতপা অনুচলনে
সর্ব্বার্থকে সার্থক ক'রে
অন্বিত সঙ্গতির সহিত
উদ্গতি লাভ ক'রতে পারবে না,
থাকবে একটা মরীচিকার লোলজিহ্ব
ভ্রান্ত প্রলোভনে
প্রবৃত্তির পেছনে ছুটবার
ভোগলিপ্সু অনুচলন ;
তাই, যদি উন্নতি চাও—
বাস্তবিক বিধায়নায় বিধায়িত
সুপ্রতিষ্ঠ আদর্শপ্রাণ
আত্মনিয়মনী অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে,
ধর্ম্ম ও কৃষ্টি-অনুবেদনার
নৈবেদ্য ক'রে
প্রতিটি ব্যক্তির অনুচলনকে
সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে তোল,
যত তুলতে পারবে—
হবে ততই,
পাবেও অঢেল ;

দেবপ্রভ যাঁ'রা তাঁ'রাই স্বর্গে'র দূত,
আর, তাঁ'রাই ভর-দুনিয়ার পাবক পুরুষ,
উদ্গাতার উদাত্ত আহ্বান
তাঁ'দেরই অন্তঃকরণে জনন-তাৎপর্য্যে
ঝঙ্কারের ঝাঁকে-ঝাঁকে
সুনিয়ন্ত্রিত ছন্দে বেজে ওঠে,
আর, সেই অনুপ্রেরণা
সবিতার দ্যুতিচ্ছটায়
সব অন্তরকে অনুপ্রেরিত ক'রে
এমনতর রণনের সৃষ্টি ক'রে—
যে-সৃষ্টি শ্রদ্ধার সুদক্ষ আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে
দেব-আবির্ভাবই
ঘোষণা ক'রে চ'লতে থাকে—
আদর্শ, ধর্ম্ম কৃষ্টির সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে
আত্মবিনায়িত ক'রে। ২০৯।

আমি যা' দেখেছি,
যেমন দেখেছি,
যা' শুনেছি,
যেমন শুনেছি,
—এই দেখে, শুনে যা ভাবি ও বুঝি
তা' হ'চ্ছে এই—
বিপ্রই বল,
ক্ষত্রিয়ই বল,
বৈশ্যই বল বা শূদ্রই বল—
ইষ্টানুসরণ ও কৃষ্টি-অনুশীলনের অভাবে
ব্যতিক্রমী চালচলনের হ্যাপায় প'ড়ে

যে অনেকেরই অপগতি হ'য়েছে
বা অনেকেই দোষদুষ্ট হ'য়েছে,
তা' যদিও অতিনিশ্চয়,
তথাপি এই বিপ্র, ক্ষত্রিয়,
বৈশ্য, শূদ্রের ভিতর
বহুলোক এখনও
সদৃশ-ঘরে বিবাহ-পদ্ধতিকে ত্যাগ করেনি,
এবং তা'র ফলে তা'দের
অন্তর্নিহিত সংস্কারের
অভিজাত জৈবী-সংস্করণ
সুষ্ঠু সন্দীপনায় আত্মবিকাশ ক'রে আছে ;
তাই, অপগতি হ'লেও
সেগুলি প্রায়শঃ
ঐ ইষ্টানুগ কৃষ্টি-অনুশীলনের অভাবে
এবং বহুদিনের পরাধীনতায়
দাসমনোবৃত্তিতে যে ঘটেছে, তা' ঠিকই ;
ভাবলে অবাক্ হ'তে হয়,—
এমনতর দাসমনোবৃত্তি থাকাসত্ত্বেও
নিজেদের এই ধারা-বৈশিষ্ট্যকে বজায় রাখা
কি কম অনুশীলন-তৎপরতার
ভাণ্ডারের সাক্ষী ?
কত অত্যাচার, অবিচার, অনাচারের
ঝড় ব'য়ে গেছে,
ব্যতিক্রমের বন্যা ব'য়ে গেছে
এদের উপর দিয়ে—
তা'র কোন ইয়ত্তা নেই,
তা'ও রুদ্ধ-কণ্ঠে রিক্ততপা হ'য়ে

তপের সৎধারা যেগুলি
তা'রা সে-সব রক্ষা ক'রে এসেছে—
কোথাও বেশী, কোথাও কম ;

তাই, পুরাজীবন
অর্থাৎ যা'দের বংশধর তোমরা
তা'দের ইষ্টতপের কৃষ্টি-অনুশীলন
যে কত প্রগাঢ় ছিল—
আমার মতন ক্ষুদ্র জীবের
তা' ভেবে অবাক্-ই হ'তে হয় ;

যে-সব ঘর ঐ রকম সদৃশ ঘরে
বিবাহাদি ক'রে এসেছে এবং আসছে,
এবং দেশের নানা পরিণতি সত্ত্বেও
স্বাভাবিক অনুশাসনের নিয়মনায় চ'লে
নিজেদের ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'তে দেয়নি,
তা'রা কি কম কৃতিত্বের অধিকারী ?

ফল কথা, শুক্রকীট
সঙ্গতিশীল ডিম্বকোষের ভিতর
অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে
যে সর্ব্বাঙ্গীণ সম্বেদনার সৃষ্টি ক'রে
অনুপ্রেরণায় যে সহজ গঠন
সৃষ্টি করে—

সংস্কারের অনুলেখা আশ্রয় ক'রে,—
তা'ই তো জীবের দেহ-সম্বলিত জীবন ;

আর, যা'র যেমনতর সংস্কৃতি
সে আবার দুনিয়ার প্রতিপ্রত্যেকটি সংঘাতকে
উপযুক্তভাবে নিয়ে
নিজেও তদনুগ

অনুপ্রেরিত সংঘাত সৃষ্টি ক'রে
আত্মরক্ষার পটুদীপনায়
যা'র যা' যেমনতর সম্ভব
তেমনি ক'রে খেটে-খুটে খেয়ে
বেঁচে-ব'র্ত্তে থাকে—
বাঁচতে, বাঁচাতে,
ব্যতিক্রমী সাড়াগুলিকে অপনোদন ক'রে
সম্বর্দ্ধনী যা'-কিছুকে
সত্তায় সংসিদ্ধ ক'রে তুলতে—
শারীর উপকরণের ভিতর-দিয়ে
তা'কে বাস্তবায়িত ক'রে তুলতে ;
আমরা এখন যেমনতর অবস্থায় নেমে এসেছি—
তা' কিন্তু দূরদৃষ্টেরই দুঃখদীপনা ;
যা' একদিন ভজনায়
ভাগ্যকে চরিতার্থ ক'রে
সৌভাগ্য-সন্দীপ্ত
অমর আলোকের উদ্দেশ্যে ছুটেছিল,—
এখন যদিও তা' অতি কৃশ,
তবুও তা' পুরাতনেরই সাক্ষী,
সেই ভজন-উৎসর্জ্জনারই কূট নমুনা ;
তাই বলি—এখনও যদি ফিরি,
এখনও যদি চলি,
এখনও যদি নিজের ঐতিহ্য, ইষ্ট, কৃষ্টির
উপর দাঁড়িয়ে
দুনিয়ার প্রজ্ঞাকে বিনায়িত ক'রে
আয়ত্ত ক'রতে শিখি,—
সে-সুদিনের আশা করা

একদম পাগলামি হবে ব'লে মনে হয় না ;
আবার, যা'রা ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়েছে—
সদৃশ বিবাহকে পরিত্যাগ ক'রে
বা সমীচীন উন্নত সমকুলে
বিবাহ না ক'রে,
অর্থাৎ, এক-কথায় প্রতিলোম-বিবাহকে আশ্রয় ক'রে
অবনতিকে আলিঙ্গন ক'রে চ'লেছে—
সৎ-সুন্দর গোঁড়ামি যা'
তা'কে ত্যাগ ক'রে—
তা'রা নিজের তো শত্রু বটেই,
আর, ঐ সংক্রমণে অনেককেই সংক্রামিত ক'রে
জাহান্নমের রাস্তা
সুন্দর পূতি-পঙ্কিল ক'রে চ'লেছে—
যে-সৌন্দর্য্যে
আত্মবিবেক যা'দের আছে
তা'রা কিছু-না-কিছু শিউরে ওঠেই,
কারণ, প্রতিলোম অথবা বিসদৃশ বিবাহে
মানুষ ঐ বিষম-সংস্কারবাহী হ'য়ে
বিকৃতির এক-একটি
বিকট সংস্করণে পরিণত হ'য়ে থাকে ;
আমার কথা এই—
সুষ্ঠু বৈধী-অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে এখনও চল,
ইষ্ট-কৃষ্টিকে আঁকড়ে ধর,
অনুশীলন-তৎপর হও, কৃতী হও,
উত্তাল উদ্যমে—
যতটুকু ক্ষমতা তোমাতে নিহিত আছে—
অমৃত-অনুসন্ধানে তা'কে সার্থক ক'রে তোল ;

আবার, যা'রা ব্যতিক্রমদুষ্ট
জৈবী-সংস্থিতির উন্নয়নের ভিতর-দিয়ে
তা'দিগকে ক্রম-নিয়মনায়
ভজন-উচ্ছল ক'রে তুলতে
ত্রুটি ক'রো না ;

আবার, ভজন মানেই—
অনুরাগ, সেবা, দান, আশ্রয়, বিভাজন ;
এমনি ক'রেই স্বাধীনতাকে
সার্থক ক'রে তোল ;

স্বাধীনতার মূল কথাই হ'চ্ছে
স্ব অর্থাৎ সত্তার অধীনতা—
সাত্বত বিধানের অনুবর্ত্তনা,

অর্থাৎ, বৈধী-চলনে চ'লে
স্বকে সমীচীনভাবে ধারণ-পালন-বর্দ্ধনে
নিয়োজিত করা, পরিচর্য্যা করা ;

পারস্পরিকতার অনুবন্ধনে
সাত্বত যা'-কিছুকে
শুভ-সঙ্গতিতে এনে
সন্দীপ্ত ক'রে তোলা—
জীব-বিজ্ঞানের উপযুক্ত বিজ্ঞ পরিচর্য্যায় ;

তাহ'লেই তুমি-আমি সবাই
জীবনে সার্থক হ'য়ে উঠব,
আর, সে-সার্থকতার সৌধ
নিজের দেশকে বিদীপ্ত ক'রে
প্রদীপ্ত ক'রে তুলবে
সব দেশের সবাইকে ;
এই চলনেই

সার্থকতায় সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে ?—
না, জাহান্নমকে সার্থক ক'রে তোলাই
সর্ব্বনাশকে সার্থক ক'রে তোলাই
অপগতিকে অর্থান্বিত ক'রে তোলাই
জীবনের ভজন-সঙ্গীত হ'য়ে উঠবে ?

তামস-ধান্ধার মুকে জড়িয়ে
অন্তর-বাহিরকে
পূতি-ধূমায়িত ক'রে
নিজেদের সর্ব্বনাশের দিকে
জাহান্নমের দিকে এগিয়ে দেওয়াই কি
তোমাদের সার্থকতা হ'য়ে উঠবে ?

না, জীবন-বর্দ্ধনে শোভন-সন্দীপনায়
সৌষ্ঠব-অন্বিত সামসঙ্গীতে
নিজেদের অনুশীলনগীতিকে
উচ্ছল ক'রে তোলাই
তোমাদের অন্তর-বাহিরের
রাগপ্রেরণা হ'য়ে উঠবে ?

ভেবে দেখ,
বুঝে নাও ধীর মস্তিষ্কে,
যেমন মন লাগে তা'ই কর। ২১০।

মানুষ চায় তা'ই,—
মানুষ কেন—
জীবন চায় তা'ই—
যা' তা'র জীবনকে পরিপোষণ ক'রে,
সৌষ্ঠব-সুন্দর ক'রে তোলে,—

তা' আহার-বিহার,
খাদ্য, চালচলন যা'-কিছু
সব তা'র ভিতর-দিয়ে ;
ছোঁয়াছুঁয়িরও সৃষ্টি হ'য়েছে অমন ক'রে,
যা' খেলে
যা' ক'রলে
যেমনভাবে চ'ললে—
জীবনীয় গুণগরিমা ও কর্ম্মসন্দীপনা
সম্বুদ্ধ ও সম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
তা'কে পোষণ ও পরিবর্দ্ধন ক'রে ;
এমনি ক'রেই বৈশিষ্ট্যানুক্রমে
যে যেমনতর পরিপোষণ করে—
তা'রই সংস্পর্শে সে থাকতে চায়,
আসতে চায়,
পেতে—পরতে ও চ'লতে চায় ;
আচার-ব্যবহারের
যে রকমারি রকম সৃষ্টি হ'য়েছে—
তা'-ও কেবল
ঐ জীবনপোষণী পরিবর্দ্ধনা নিয়ে,
বৈশিষ্ট্যানুগ জন্মের সাথে তা'র যা'
পরিপোষণী সম্বর্দ্ধনা আনে—
তা'র সাথেই সে থাকতে চায়,
আর, যা' করে না—
তা'কে সে পছন্দ ক'রে না,
ভাল-ও লাগে না তা'র,
এমনি ক'রে আহার-বিহার,
আচার-ব্যবহার যা'-কিছু
ক্রম-আমদানীতে পরিবর্দ্ধিত হ'য়ে চলে ;

'ছুঁয়ো না',
'ক'রো না',
'ধ'রো না',
'খেয়ো না',—
—এগুলিও এল ঐ-রকম ক'রে,
কোথাও তা'র উৎকর্ষ হ'য়ে
উৎকৃষ্টতর রকম নিয়ে উঠতে লাগল,
কোথাও বা সেটা
অপরিমাজ্জির্তভাবে চ'লতে লাগল,
গোড়ার কথাটাও কিন্তু
ঐ বাঁচা, বাড়া,
যা' জীবনীয় হ'য়ে ওঠে—
জীবনের কাছে,
কিসের সাথে কী সম্মিলিত হ'লে
শুভপ্রসূ হ'য়ে ওঠে,—
আবার, কিসের সাথে
কিসের সংস্পর্শ হ'লে
জীবন-চলনা বিক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে—
এমনি ক'রে ;
এগুলিকে একদম উড়িয়ে দিলে
চ'লবে না কিন্তু,
তোমার জীবনের সাথে যা'র সম্মিলন
সুধী-সন্দীপনায় র'য়েছে—
আহার-বিহার, চালচলনে,
তা'ই তোমার উপযুক্ত,
আর, অসম্মিলন
যা'র সাথে যেমন আছে—
তা' তেমনতরই পরিবজ্জর্নীয় ;

ঔষধের বেলায় কিন্তু তা' নেই,
সে-বেলায় কোথাও
বৈদ্যের ব্যবস্থার গুণান্বয়ে
তা' যদি বিষও হয়,—

সময় মতন
সুবৈদ্যের নির্দ্দেশ-অনুক্রমে
তা' অমৃতও হ'য়ে উঠতে পারে ;

ছোঁয়া, না-ছোঁয়া—
খাওয়া, না-খাওয়া—
চলা, না-চলা—
এ-সবই নির্ভর ক'রছে
ঐ জীবনীয় সম্বেদনার উপরে ;

তাই বলি—
বুঝে-সুঝে দেখে নিও—
যে বা যা'র শাসনে
তুমি তোমার জীবনস্রোত নিয়ে
উচ্ছল হ'য়ে চ'লতে পার—
তা'ই ক'রো,
আর, তা'তে অপকর্ষ যা'তে আনে—
তা' ক'রতে যেও না ;

সাময়িক বিশেষ অবস্থায়
যা' মঙ্গলপ্রসূ—
সেটাকে যদি
আহার-বিহার, চালচলনের সঙ্গে
সঙ্গতিশীল ক'রে তোল,—
তা' কি তোমার
জীবনীয় উৎকর্ষ আনবে ?

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

অনেক জিনিস এমন আছে—
আশু জীবনীয় হ'লেও
তা' দীর্ঘ-ব্যবহারে
জীবনের উপর
আঘাতই এনে দেয়,
সংক্ষুব্ধই ক'রে থাকে তা' ;
তাই, জ্ঞাতা যিনি—
তাঁ'র বিহিত উপদেশ-বার্ত্তা
আর তদনুগ অনুসরণ
অর্থাৎ হাতেকলমে করা—
সেইগুলিকে বৈধী-আচার ব'লে থাকে,
যা' নয়—তা'কেও কী বলি ! ২১১ ।

সাত্বত সঙ্গতি যেখানে আছে—
সত্তা সেখানেই সংস্থিত,
আর, সত্তা থাকলেই
তা'র ধৃতি আছে,
অর্থাৎ, যে-বিধায়নার ভিতর-দিয়ে
তা'র সংস্থিতি ঠিক বজায় থাকে ;
আর, ধৃতি থাকলেই
তা'র কৃতি আছে,
কৃতি-উজ্জ্না নিয়েই
ধর্ম্মাচরণ ক'রতে হয় ;
হিন্দুই বল,
মুসলমানই বল,
শিখই বল,
বৌদ্ধই বল,

জৈনই বল,—
যা'ই বল,—সবারই
ঐ সংস্থিতির আরাধনা ক'রতেই হয়,
আর, ঐ সংস্থিতি যেখানে আছে—
ঈশ্বর তাঁ'র ধারণ-পালনসম্বেগ নিয়ে
শিষ্ট অনুবেদনায়
স্রোতল সংরক্ষণায়
তা'কে রক্ষা করেন ;
ঈশ্বরের নামই— অধিপতি,
অধিপতি মানেই হ'চ্ছে—
যিনি ধারণপালন করেন,
ঐ ধারণপালনার অনুগ যা'-কিছু তা'ই ধর্ম্ম',
আর তেমন কৃতিই হ'চ্ছে পুণ্যের ;
ধারণপালনকে বিকৃত ক'রে তোলে—
এমন যে চালচলন, আচার-ব্যবহার, খাদ্য,
যা'-কিছুই বল না কেন—
সেগুলিই হ'চ্ছে—
শাতন-অভিদীপনা ;
শাতন মানেই হ'চ্ছে—
যে ছেদ ক'রে থাকে,
বিচ্ছেদ সংঘটিত ক'রে থাকে,
পতন ক'রে থাকে,
পাতন ক'রে থাকে,
ইত্যাদি যা'-কিছু—
যা' নাকি
সত্তার সংস্থিতির পক্ষে অশুভ ও বিনাশক ;
তোমাকে বাঁচতে হ'লেই

বাড়তে হ'লেই
ধৃতি-আচারসম্পন্ন হ'তেই হবে—
তোমার কুলাচারের
অন্তঃস্যূত উর্জ্জনায় দাঁড়িয়ে ;

বিবাহ, খাওয়া-দাওয়া,
বিহার-ব্যবহার, সুখদুঃখ,—
সব-কিছুকে সার্থক সঙ্গতির সহিত
সহ্য ক'রে নিয়ে
সম্বর্দ্ধনার দিকে এগোতে হবে ;

এমনি ক'রেই তো
পূর্ণকৃতির উদ্যম-অভিসারে
আপূরিত হ'য়ে
তোমাকে সম্বর্দ্ধিত হ'তে হয়,
ব্যতিক্রম হ'লে হয় না কিন্তু ;

আর, জগতে যাঁ'রা প্রেরিত-পুরুষ—
তাঁ'রা ঐ একই প্রেরিত-পুরুষের
পুনরাগমন ছাড়া কিছুই নয়,

বিহিত শ্রদ্ধানিপুণ তৎপরতায়
কোন একের উপাসনাতেই
সবার উপাসনা হ'য়ে থাকে—
সুসার্থক তৎপরতায়,—
প্রত্যেক প্রেরিতের সঙ্গতিশীল
জীবনীয় অভিসার নিয়ে ;

কিন্তু প্রত্যেক যুগে
প্রত্যেক বর্ত্তমান যিনি—
তিনি অতীতেরই নবকলেবর ;

ঐ উপাসনাগুলি ধৃতিমুখর তাৎপর্য্যে

উৎসব-উৎসর্জ্জিত অধিগমনে
ব্যাপন-তাৎপর্য্যে সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠুক—
প্রতিটি হৃদয়কে সত্তা-সংস্থিতির
বিহিত আহ্বানে আবাহন ক'রে ;
তবেই তো তুমি সাধু !
তবেই তো তুমি সাধক !
লোকতীর্থ তুমি ! ২১২ ।

জীবনস্পন্দন যেথায়
তা'ই তো আত্মিক গতি,
ঐ আত্মিক গতিকে আশ্রয় ক'রেই
প্রাণনস্পন্দন উদ্ভাসিত হ'য়ে থাকে,
আর, এই প্রাণনদীপনাকে
বিহিতভাবে পরিচর্য্যা ক'রতে হ'লেই
ধৃতি-বিধায়না-অনুপাতিক
ধৃতি-পরিচর্য্যা করা উচিত ;
দুনিয়ায় নানারকম সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
যে-স্পন্দন আমাদিগকে ধ'রে রেখেছে,
নানারকমভাবে
তা' ক্ষরিত হ'য়ে যায় ;
ঐ ক্ষরণগুলিকে
যথাযোগ্যভাবে সংযত ক'রে
যেমনতর সন্দীপনায়
যেখানে যা' ক'রতে হয়—
যতটুকু তা' করা যায়—
তা'তেই ঐ প্রাণনস্পন্দনকেই
পরিচর্য্যা করা হয়,

যে-প্রাণনস্পন্দন
সত্তাতে সংস্থিত হ'য়ে
তা'কে জীয়ন্ত ক'রে রেখেছে,
অর্থাৎ, জীবনদীপ্ত ক'রে রেখেছে,—
ঐ স্পন্দনদ্যুতিই তা'র মূল ;
তাই বলি,
ধৃতিবিধায়নাকে আশ্রয় কর সর্ব্বাগ্রে,
ধৃতি-আচরণ তোমার জীবনে
অকাট্য ক'রে তোল ;
আর, কুলকে যদি বাঁচাতে চাও—
ঐ কুলাচারের ভিতর-দিয়ে
তোমার ধৃতি-সন্দীপনাকে
বিহিত বিধায়নায় উচ্ছল ক'রে তোল,
জীবনীয় সংস্কার
জীবনীয় প্রথা
জীবনীয় তাৎপর্য্যবাহী ব্রত
যা'-কিছু করণীয়—
যতখানি ক'রতে পার তা' ক'রে চল ;
অসাধু-সন্দীপনায় সেগুলিকে
অযথা খরচ ক'রে ফেলো না,
কোনরকম ব্যতিক্রমী চলনায়
তা'কে বিধ্বস্ত ক'রে ফেলো না ;
অমনতর চলাই কিন্তু জীবনের স্বস্তি-চলন। ২১৩।

মানুষ কথায় বলে—
নদীর এক পাড় যখন ভাঙ্গে,

অন্য পাড়
তেমনতরভাবে গ'ড়ে তোলে ;
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
সৎ-অসৎ
দুই পাড়,
তোমার সৎ পাড়ে
যদি ভাঙ্গন ধরে—
অসৎ পাড় জেগে উঠবেই ;
তুমি শিষ্ট অনুচলনে চল,—
অস্খলিত নিষ্ঠা,
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ নিয়ে,
লোকদ্রোহিতাকে একদম পরিত্যাগ ক'রে দাও,
লোকচর্য্যায় আত্মনিয়োগ কর,
তোমার সত্তা ক্রমে-ক্রমে গ'ড়ে উঠবে,
এই গড়ার সাথে-সাথে
অসতেরও অমনতরভাবে তিরোধান হবে ;
শিষ্ট সদাচারের সহিত ধর্ম্মাচরণ
জীবনীয় কুলাচার ও প্রথাগুলিকে
বিহিত বিনায়নে
তা'র তাৎপর্য্যগুলিকে বোধে এনে
তুমি তেমনতরভাবেই
তোমাকে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে থাক ;
আর, তোমার নিয়ন্ত্রণে তোমার পরিবেশ
তেমনিভাবেই উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠুক,
তা'রাও কৃতিসন্দীপ্ত হ'য়ে উঠুক
ঐ অমনতরভাবে—উর্জ্জী তৎপরতায়,
দেখতেই পাবে—ক্রমে-ক্রমে

তোমার সত্তার পাড়
শিষ্ট হ'য়ে উঠছে,—
অসৎ পাড় যেগুলি আছে
সেগুলিকে ধ্বংস ক'রে ;
তুমি বাঁচ,
বাঁচায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠ,
সমস্ত পরিবেশকে
উদ্বুদ্ধ ক'রে তোল—
কৃতিসন্দীপনা নিয়ে
জীবনবর্দ্ধনা নিয়ে
শুভসন্দীপী নর্ত্তনে ;
ক্রমেই তুমি সজাগ হ'য়ে উঠতে থাকবে,
অসৎও স্তিমিত হ'য়ে উঠবে,
আলো আসলেই অন্ধকার দূরে যায়,
তোমার ব্যক্তিত্ব যতই
দ্যুতিসম্পন্ন হবে,
বিভাসম্পন্ন হ'য়ে উঠবে,—
আর, সেই বিভা
পরিবেশের প্রত্যেককেই
যতই নিয়ন্ত্রিত ক'রতে থাকবে—
শুভসন্দীপনার তাৎপর্য্যে
কৃতিসম্বেগের ভিতর-দিয়ে,—
সত্তা সংগঠিত হবে তেমনতরই,
বিনাশেও তত ভাঙ্গন ধ'রবে,
ক্রমে-ক্রমে হয়তো একদিন মুছেই যাবে ;
তাই বলি—
জীবনই তোমার যদি চাহিদা থাকে,

মঙ্গলই যদি চাহিদা থাকে,
মাঙ্গলিক অভিব্যাপ্তিই
যদি তোমার চাহিদা হ'য়ে থাকে,—
কৃতি-উদ্বোধনায় সব মানুষকে
সম্বর্দ্ধনার শিষ্ট নন্দনায়
কৃতিসম্বেগদীপ্ত হ'য়ে
জ্বলন্ত ক'রে তোল,
তামস-অভিদীপনা ক্রমেই পিছিয়ে যাবে,
আলোর তোড় যেমনতর তেমনি ক'রে ;
তাই বলি—
এখনই ওঠ,
এখনই জাগো,
এখনই কর,
সত্তার পরিপোষণ—
সাত্বত অনুবেদনা নিয়ে
সবাইকে তেমনতর
কৃতি-বিভান্বিত ক'রে তোল,
সব তমসা ক্রমে-ক্রমে পিছিয়ে যা'ক,
ক্রমে ক্রমে কি—
আমি বলি—এখনই পিছিয়ে যা'ক,
অবলুপ্ত হো'ক ;
ঈশ্বর-মাধুর্য্য প্রতি অন্তরে নর্ত্তন করুক—
রাস-সন্দীপনায়। ২১৪।

ধর্ম্মের কোন জাতি নাই,
ভেদও নাই তা'র,
আছে বৈশিষ্ট্যানুগ আচার, আচরণ,

ব্যবহার ও অনুচলন,
ধর্ম্মের জাতি একমাত্র ঈশ্বর,
অর্থাৎ, ধর্ম্ম ঈশ্বর হ'তেই জাত,
আর, ঈশ্বর তিনি
যিনি অধিপতি,
অধিপতি মানে—
যাঁর প্রবর্ত্তনা-প্রস্রবণই হ'চ্ছে
ধারণপালনী সম্বেগ,
অর্থাৎ, বেঁচে-থাকা
বেড়ে-চলার সম্বেগ—
সুসংরক্ষিত হ'য়ে ;
আর, সেই নীতিগুলিই ধর্ম্মনীতি
অর্থাৎ বেঁচে-থাকা ও বেড়ে-চলার নীতি ;
তাই, "আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ",
হাতেকলমে ওগুলি নিষ্পাদন না ক'রলে
শুদ্ধ ভাবে চলে না ;
দেশকালপাত্র-ভেদে
যেখানে যেমনতর প্রয়োজন—
ঐ বাঁচতে ও বাড়তে,—
সেগুলি সংস্কার ;

সংস্কারে আছে—
ঐ বাঁচতে, বাড়তে,
অস্তিত্বকে রক্ষা ক'রে চ'লতে
যেখানে যেমনতর করণীয় তা' করা—
বোধ ও অস্তিত্বের প্রকৃতিকে বজায় রেখে ;
সেইগুলি এনেছে ঐতিহ্য
ইংরাজীতে নাকি বলে tradition ;

আর, এ যা'র ভিতর-দিয়ে এসেছে—
সেই তুকতাক্-গুলিকে বলে প্রথা,
তাই, ঐতিহ্য ও প্রথা
অস্তিত্বের অন্তঃকরণে
সংস্কার সৃষ্টি ক'রে
আত্মরক্ষায় তৎপর ক'রে তুলতে পারে—
কৃষ্টিগত অনুশীলন-অনুচর্য্যায় ;
আবার, আচরণ, সংস্কার, কৃষ্টির
বিশেষত্বের ভিতর-দিয়ে
জন্মগত বর্ণ বিভাজিত হ'য়ে ওঠে ;
এই বিভাজনা পরস্পরকে
ভজন-সন্দীপ্তির দিকে নিয়ে যায়—
ব্যাহৃতির সৃষ্টি ক'রে,
আর, ব্যাহৃতি মানে বিস্তার ;
কিন্তু বস্তুতঃ এই যে বর্ণ-সমন্বিত সমাজ সৃষ্টি হ'ল—
স্বতঃ-সন্দীপনায়,
তা' কিন্তু পারস্পরিক সঙ্গতি নিয়ে হ'য়েছে—
উদ্বোধনার অভিনিবেশে,
অনুচর্য্যার স্বতঃ-পরিবেষণায়,
উদ্ভবের উদ্ভাবনী অভিনিবেশে,
পারগতার প্রবৃত্তি-নিয়মনায়,
সম্বৃদ্ধির আভ্যুদয়িক তপশ্চর্য্যায়,
জীবনীয় প্রয়োজনের অদম্য আপূরণায়,—
যা' পারস্পরিক রাগ-সন্দীপনী
সংহত সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
মানুষের প্রগতিকে
উদ্ভিন্ন ক'রে তুলেছে—

জীবনে, বর্দ্ধনায়,
আত্মপোষণ-তাৎপর্য্যের
আপূরণ-তৎপরতায়,
প্রকৃতির স্বতঃপরিচর্য্যী
সন্দীপনার ভিতর-দিয়ে ;
আর, এই প্রগতির পরম পথই হ'চ্ছেন—
অবতার-পুরুষ ;

আর, অবতার-পুরুষ মানেই হ'চ্ছে—
এই পার্থিব দেহ-ধারণের ভিতর-দিয়ে
যিনি সংস্কৃতিতে সুসংস্কৃত ক'রে
ঐ বাঁচা বাড়াকে
আরো উদ্দীপ্ত ক'রে তোলেন
উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলেন
উজ্জীবিত ক'রে তোলেন,—
—বৈশিষ্ট্যানুগ অনুনয়নী আবর্ত্তনায়,
অবতার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বে
আসতে পারেন,

আর, তাঁ'রা আসেন
যেখানে যখন যেমন প্রয়োজন—
তেমনতর রকমে,
নিষ্ঠাপ্রদীপ্ত আচরণ-অনুধাবনায়,
দেশকালপাত্রের অনুপূরণে ;
তিনি আসেন—মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে,
চ'লে যান,
আবার আসেন,
তাঁ'র আবার আসা
মূর্ত্ত ঈশ্বরেরেই

নবকলেবর ধারণ ছাড়া
আর কিছু না—
সে ভারতবর্ষেই আসুন,
রাশিয়া-চায়নাতেই আসুন,
জার্ম্মানী-ফ্রান্সেই আসুন,
জেরুজালেমেই আসুন,
আরবেই আসুন,
ইংলণ্ড-আমেরিকায়ই আসুন
বা যেখানেই আসুন,

তাই, কোন অবতারকে নিন্দা করা
বা বীতরাগ দেখান মানে
তাঁদের প্রত্যেককেই
উপেক্ষা করা,
নিন্দা করা,
বীতরাগ দেখান,
কারণ, তাঁরা প্রত্যেকেই এক ;

তাই, ও ক'রতে নেই,
সেই জন্য ধর্ম্মান্তরিত করাও
একটা অস্বাভাবিক কথা,
কারণ, ধর্ম্মের কখনও অন্তর হয় না ;
যাঁরা ঐ ঐশী সন্দীপনায় অভিষিক্ত নন,
তাঁদের নিদেশ ও বিচার
অবতার-পুরুষদের নিদেশ
ও বিচারের সঙ্গে
খাপ খায় না,
কারণ, তাঁদের ভিতর থাকে
আত্মপ্রতিষ্ঠ অহমিকা ;

হিন্দু ধর্ম্ম,
খ্রীষ্টান ধর্ম্ম,
মুসলমান ধর্ম্ম,
বৌদ্ধ ধর্ম্ম ইত্যাদি কথা
আমরা বাদভ্রান্তির মহড়ায় প'ড়ে বলি,
প্রকৃত প্রস্তাবে
ধর্ম্মের কোন রকমফের নেই,
কোন বাদ নেই,

বাদ ব'লতে ঐ সত্ত্ববাদ—সাত্বতবাদ,—
তা' চিরদিনই এক প্রত্যেকের কাছে,
যে-বাদের পরিণতি অমরত্ব, কল্যাণ,
যা' সব যা'-কিছুরই চাহিদা ;

তিনি যেখানেই আসেন,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ হ'য়েই আসেন,
ঐ-ই তাঁর তাৎপর্য্য,
এবং সবার ভিতর ঐ তাৎপর্য্যই
অভিদীপ্ত ক'রে যান ;

তিনি দেখতে চান—
ঐ অধিপতির আধিপত্যকে
অন্তঃকরণে আপূরিত ক'রে
কে কেমন ক'রে
বৈশিষ্ট্যের আসনে দাঁড়িয়ে
চ'লতে পারছে,

আর, এ যত বেশী দেখেন,—
সব অবতার-পুরুষই,
প্রেরিত-পুরুষই

নন্দিত হ'য়ে ওঠেন প্রত্যেকের অন্তরে ;
তাই বলি—
ধর্ম্মের কোন জাতি নাই,
জাতি এক ঈশ্বর,
কারণ, ধারণ-পালন-সম্বেগই
ধর্ম্মের উৎসধারা,
তা' থেকেই ধর্ম্মের উদ্ভব ;
ভেদ আছে—দেশ-কাল-পাত্রের—
বৈশিষ্ট্য-অনুগ সংস্কার ও সংস্কৃতি নিয়ে,
যে-বৈশিষ্ট্যের বিশেষত্ব-অনুযায়ী
সৃষ্টি হ'য়েছে
ঐতিহ্য, প্রথা, সংস্কার, রীতি,—
যা' সমাজ ও বর্ণে
উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে ;
তা' দিয়ে ধর্ম্মের অর্থাৎ সাত্বত ধৃতির
ভেদ হয় না,
কারণ, ঐ ধৃতিপোষণী আয়োজন
যে-বৈশিষ্ট্যের যেমনতর প্রয়োজন,
তেমনতর না ক'রলে
ব্যত্যয়ী হ'য়ে ওঠে,
অর্থাৎ, ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ে ওঠে,
তাই এক-এক জাতীয় সংস্কার হ'ল বর্ণ,
বর্ণানুগ চলন হ'চ্ছে বৈশিষ্ট্যের বিশেষত্ব,
স্ফোটন-সন্দীপনার ভিতর
যা' সুপ্ত বা প্রকট হ'য়ে আছে
ব্যক্তি-চরিত্রে—
জীবনীয় অনুধায়নায় ;

বর্ণ হয় গুণ ও কর্ম্ম দিয়েই,
যা' ব্যক্তিত্বে
কুলতাৎপর্য্য বহন ক'রে নিয়ে চলে,
তাই, প্রত্যেকে তা'র বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী
ঐ একই সাত্বত-ধৃতিকে
অনুসরণ ও পরিপালন ক'রে থাকে ;
সাত্বত সত্তা চিরদিনই অহিংস,
সে নষ্ট হ'তেও চায় না,
নষ্ট ক'রতেও চায় না,
সত্তা স্বভাবতঃই
পারস্পরিক অনুরণনশীল,
সত্তাই সত্তাকে সঞ্চেতিত ক'রে রাখে,
তাই, হিংসা ক'রে
ঈশ্বরের পূজা হয় না ;
কিন্তু শয়তানের পূজা যেখানে অবাধ,
হিংসা সেখানে লাগেই
তা'কে নিরস্ত ক'রতে,
অসৎ যা' তা'কে নিরোধ করতে,
হিংসা-প্রবৃত্তিকে হনন ক'রে
সত্তাকে প্রতিষ্ঠা ক'রতে ;
যা' সত্তাহিংস, তাই-ই শয়তান ;
কিন্তু ঈশত্বের প্রতিষ্ঠা সেখানেই হয়—
এই ধারণপালনী সম্বেগের প্রবর্ত্তনায়
মানুষকে যত হিংসামুক্ত ক'রে
ধারণপালনী আধিপত্যে
প্রবুদ্ধ ক'রে তুলতে পারা যায় ;
এই তো কথা !

কোন প্রেরিত-পুরুষ, অবতার-পুরুষ
কি কখনও কাউকে
বা কা'রও অস্তিত্বকে ঘৃণা ক'রতে
বা কা'রও প্রতি
ধারণপালনী অনুচর্য্যা-রিক্ত হ'তে ব'লেছেন ?

তাই, সও,
বও,
চল,—চতুর বীক্ষণা নিয়ে,
কুশলকৌশলী তৎপরতায়,
যেখানে যেমনতর দরকার
তেমনি ক'রে ;

আর, এই চলনে চ'লতে-চ'লতে
তাঁ'তে অর্থাৎ ঈশ্বরে
বিশেষতঃ মূর্ত্ত ঈশ্বরে
তোমার যেমন প্রীতি আছে
তা'র ঘনত্ব-অনুপাতিক
তোমার ব্যক্তিত্বের বিচ্ছুরণাও
তেমনতর হ'য়ে উঠবে ;

তাই, অসৎকে নিরোধ কর,
সৎকে পরিচর্য্যা কর,
ধর্ম্ম-পরিপালনের তুক কিন্তু ঐটুকু—
তা' কিন্তু ঐতিহ্য, প্রথা ও সংস্কারের
অনুধায়নী বেদীতে দাঁড়িয়ে
তা'কে নবায়িত ক'রে
নব-উৎসর্জ্জনায় সুপ্রতিষ্ঠ ক'রে;
এমনি ক'রে এগিয়ে চল—
অমরণের পথে,

অমৃতের পথে,
হিংসা ও অসৎ হ'তে আত্মরক্ষা ক'রে ;
স্মরণ রেখো—
কোন প্রেরিত বা অবতারকে নিন্দা করা—
বা তাঁর প্রতি অসূয়াপরবশ হওয়া মানে—
ঈশ্বরকে নিন্দা করা,
তোমার ধারণপালনী সম্বেগকে নিন্দা করা
ও তা'তে অসূয়াপরবশ হওয়া,
আত্ম-অবদলন করা ;
তাই আমি বলি,
অবতার-পুরুষগণ
ক্রমাবর্ত্তনী ধারায়ই
দুনিয়ায় নেমে আসেন—
লোক-অনুকম্পা নিয়ে ;
আর, ঈশ্বর-আরাধনার মধ্যেই আছে
তোমার ধারণ-পালনী সম্বেগকে
সম্বুদ্ধ ক'রে
সৈহর্য্য-অনুনয়নী অনুশাসনের ভিতর-দিয়ে
তোমাতে ঐ ধারণপালনী সম্বেগ
অবতারণা করা,
সুমূর্ত্ত করা,
সম্বৃদ্ধ করা,
পোষণায় প্রদীপ্ত ক'রে তোলা,
আমি যা' বুঝি তা' এমনতরই। ২১৫।

উদ্দাম লালিত্য-নর্ত্তনে
তোমার জীবন

তাথৈ-তাথৈ তালে নেচে উঠুক,
ভীতিবিহ্বল সঙ্কীর্ণতা
ভীতিবিহ্বল অনুকম্পন
ভীতিবিহ্বল পাংশুমুখ
লালিত্য-রঞ্জনায় উচ্ছল হ'য়ে উঠুক,
প্রত্যেকে উদ্দাম হ'য়ে উঠুক,
ভয়াল কম্পন
তিরোহিত হ'য়ে যাক্—
সাগর-তরঙ্গনর্ত্তনে ;
তুমি রঙ্গিল হ'য়ে ওঠ,
সবাই যেন অভয়ে
তোমাকে আলিঙ্গন ক'রতে পারে—
সতর্ক সন্দীপনী তৎপরতায় ;
বিশালের বিপুল ঊর্জ্জনা
দীপ্ত দীপালির মত
হৃদয়ে-হৃদয়ে নেচে উঠুক—
স্মিতসুন্দর তাৎপর্য্যে,
সবাই মুগ্ধ হো'ক,
উদ্দীপ্ত হো'ক,
ঊর্জ্জনায় পরিস্ফুট হ'য়ে উঠুক—
ধীবিনায়িত তৎপরতায় ;
সুন্দরের প্রকট বিধায়নায়
তুমি সবার অন্তরে
সহজ হ'য়ে ওঠ,
তোমার মাভৈঃ-বিধায়না
প্রত্যেকের হৃদয়-স্পন্দনকে
বিহিত বর্দ্ধনার আলিঙ্গনে

উৎফুল্ল ক'রে তুলুক,
বিশ্বনাথের বিপুল নর্ত্তন
ঊর্জ্জনার দীপ্ত উচ্ছলন
স্মিত তালে চলুক,
নিষ্ঠানিপুণ রাগবিভূতি
তোমার অস্তিত্বের স্থণ্ডিল হ'য়ে উঠুক,
আর, তৃপ্ত হ'য়ে উঠুক
কৃতী হ'য়ে উঠুক
দীপ্ত হ'য়ে উঠুক সবাই
তোমার আগমনমন্ত্রে,
তোমার অস্তিত্ব দীপ্ত কণ্ঠে
মাভৈঃ-ঘোষণায়
প্রতিটি অন্তরকে
দীপ্ত ক'রে তুলুক,
সার্থক হ'য়ে উঠুক সবাই,
সার্থক হ'য়ে ওঠ তুমি—
সুনিষ্ঠ মাভৈঃ-তৎপরতায় সমাসীন হ'য়ে,
ঝঞ্ঝার কিঙ্কিণী-দীপনা
ভৈরব-সুরে গেয়ে উঠুক—ভয় নাই। ২১৬।

———

জীবনের রোল
তোমাকে নাচিয়ে তুলুক—
ইষ্টার্থ-অনুদীপনী অনুকম্পায়
তাথৈ তালে
দীপ্ত শুভ ঈক্ষণায়,—
সব যা'-কিছু
সুন্দরে পর্য্যবসিত ক'রে
তৃপ্তিদেবতার
পরম প্রসন্নতায়
শিষ্ট ব্যক্তিত্বের
শুভ আশীর্ব্বাদে
অনুশাসিত হ'য়ে
সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠুক—
স্মিত উজ্জ্বল উদ্দীপনায়
সবকে
আলোক-বিভবে
বিভাবিত ক'রে ;
অন্তর থেকে গেয়ে উঠুক—
স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি !

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

সূচীপত্র

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

১৫৬। ক্ষমার তাৎপর্য্য।
১৫৭। বিজ্ঞ বিগ্রহ।
১৫৮। তোমার পরিচর্য্যার পাত্র।
১৫৯। ষট্‌কর্ম্ম।
১৬০। সন্ধ্যাকাল।
১৬১। ইষ্টভৃতি।
১৬২। "শৃণ্বন্তু বিশ্বে—"
১৬৩। প্রাত্যহিক জীবন-তপ।
১৬৪। সাত্বত অনুশাসনবাদ।
১৬৫। উন্নতির শ্রেয়পন্থা।
১৬৬। কৃষ্টির পরিপোষণে সাহিত্যের। উদ্ভাবনা।
১৬৭। তোমার বিভব-বিভূতিকে যদি উচ্ছল ক'রতে চাও।
১৬৮। ঐতিহ্য-প্রথাকে বিসর্জ্জন দিলে ক্রীতদাস হ'তে হবে।
১৬৯। ব্রাহ্মী-বর্দ্ধনার পথ।
১৭০। মানুষের ভাষা বা কৃষ্টিকে যদি নিরোধ কর, তা'দের বোধও বিপর্য্যস্ত হ'য়ে প'ড়বে।
১৭১। বিশুদ্ধ কুল ও কৌলিন্য।
১৭২। কুলবৈশিষ্ট্য, বর্ণ বৈশিষ্ট্য ও ধর্ম্মের অবহেলার ভয়াল পরিণাম।
১৭৩। ইষ্ট, কৃষ্টি ও ধর্ম্মানুচর্য্যায় সুনিষ্ঠ হও।
১৭৪। দেশমাতৃকার পূজার তাৎপর্য্য।
১৭৫। পিতৃপুরুষের কুলগৌরব অক্ষুণ্ণ রেখো।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

১৭৬। সহজাত-সংস্কারকে অবজ্ঞা ক'রে যদি অপবৃত্তির আশ্রয় নাও—।
১৭৭। সাত্বত নিয়মনায় কৃষ্টির পরিবেষণে প্রতিপ্রত্যেকে সার্থক হ'য়ে উঠবে।
১৭৮। ঐতিহ্য ও সংস্কার।
১৭৯। যা'র ভিটামাটির ওপর কোনও আগ্রহ নেই—।
১৮০। পিতামাতা ও জন্মভূমি।
১৮১। সৌন্দর্য্যের শুভবিনায়নে।
১৮২। জীবনের নিদান।
১৮৩। জীবনস্রোতের সুশৃঙ্খলা।
১৮৪। অস্তিত্বের স্নাতক।
১৮৫। সংস্কৃতই যদি হ'তে চাও।
১৮৬। তাৎপর্য্য না বুঝে সংস্কৃতির রংঢং ক'রে তা'কে ঘায়েল ক'রো না।
১৮৭। বৈশিষ্ট্য ও তাঁ'র ক্রিয়া।
১৮৮। নিয়ম, কুলাচার ইত্যাদি বজায় রেখেই চ'লো।
১৮৯। তোমার আভিজাত্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণ।
১৯০। কৃষ্টির কর্ষণ।
১৯১। জীবনকৃষ্টির সম্বর্দ্ধনায়।
১৯২। "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"
১৯৩। আভিজাত্য যদি আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টি-অনুগ না হয়।

প্রথম পংক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচী

সূচী		পৃষ্ঠা

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

সূচী		পৃষ্ঠা

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

সূচী পৃষ্ঠা

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

সূচী পৃষ্ঠা

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

সূচী পৃষ্ঠা

সূচী **পৃষ্ঠা**

সূচী		পৃষ্ঠা

র

সূচী **পৃষ্ঠা**

শব্দার্থ-সূচী

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

অ

১। অংশু-দীপনায়—১২৪ = ব্যক্তিত্বের বিকিরণা নিয়ে।

২। অঘমর্ষী—১৪২ = পাপবিধ্বংসী।

৩। অতিশায়নী—১৭৮ = ঝোঁকসম্পন্ন ; Leaning towards.

৪। অধি-অয়ন—১৯ = ধারণ-পোষণের পথে চলা।

৫। অধিগতি—১৭৮ = অধিগমন করা হয়েছে যা', জ্ঞান।

৬। অধিগমনী আকুতি—৫৫ = অধিগত বা আয়ত্ত করার আকুতি।

৭। অধিতপা—১৯৮ = তপস্যাকে অধিকার ক'রে চলে যা'।

৮। অধিনিয়মনা—১৯৬ = নিয়ম বা ধারাকে অধিকার ক'রে চলেছে যা'।

৯। অধিষ্ঠিতি—১৪৪ = অধিষ্ঠান, আশ্রয়।

১০। অননুকম্পিতা—২৪ = অনুকম্পা-বিহীনতা।

১১। অনুক্রমণা—৯২ = অনুসরণপূর্ব্বক চলন।

১২। অনুক্রিয়—২০৬ = পশ্চাতে থেকে বা সদৃশভাবে ক্রিয়াশীল।

১৩। অনুক্রিয়তা—৩৪ = অনুসরণ-সমন্বিত কর্ম্মতৎপরতা।

১৪। অনুদীপনা—২৮ = দীপ্তি, উজ্জ্বলতা।

১৫। অনুদীপনী—৪৫ = দীপ্ত ক'রে তোলে যা'।

১৬। অনুধায়না—২০১ = অনুধাবন ক'রে চলা।

১৭। অনুধ্যায়িতা—২১ = অনুচিন্তনযুক্ত চলন।

১৮। অনুনয়ন—৬১ = কোন-কিছু অনুযায়ী নিয়ে চলা।

১৯। অনুনয়ী—১৫৪ = কোন বিশেষ ভাব বা আদর্শ-অনুযায়ী নীত (চালিত) হ'য়ে চলেছে যে।

২০। অনুবর্ত্তনী—১১৯ = কোন-কিছু অনুযায়ী বর্ত্তমান থেকে চলেছে যা'।

২১। অনুবেদনী—১১৮ = অনুসরণী-প্রজ্ঞাযুক্ত।

২২। অনুবেদ্য—১১ = অনুবেদিত (পরিজ্ঞাত) করবার যোগ্য।

২৩। অনুলেখা—২১০ = ছাপ, Impression.

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

২৪। অনুশ্রয়ী—১০৩ = আশ্রয় ক'রে চলেছে যা'।

২৫। অনুস্মৃতি-অভিজ্ঞান—১৯৮ = নীতির অনুসরণ ও তদভিমুখী স্মরণ-মনন।

২৬। অনুসৃষ্ট—১৮৫ = পারম্পর্য্যানুক্রমে সৃষ্ট।

২৭। অনুসেচনা—৬৭ = সিক্তকরণ।

২৮। অনুসেবী—৩৫ = অনুসরণপূর্ব্বক সেবা ও পালন-পোষণ-পরায়ণ।

২৯। অনুস্রবা—১৪৩ = অনুস্রুত বা ক্ষরিত হ'য়ে চলেছে যা'।

৩০। অনুস্রাবী—৪০ = অনুস্রুত বা ক্ষরিত হ'য়ে চলেছে যা'।

৩১। অনুস্রোতা—৩২ = অনুসরণপূর্ব্বক চলমান।

৩২। অন্তঃক্ষেপ—১৭১ = Interpolation, প্রক্ষিপ্ত বিষয়।

৩৩। অন্তর্বিক্ষেপ — :৭১ = Interpolation, প্রক্ষিপ্ত বিষয়।

৩৪। অপক্রমী—১৩৯ = বিকৃত পথে চলছে যা'।

৩৫। অপহৃত—৬০ = অপঘাতপ্রাপ্ত।

৩৬। অপাহত—২০৭ = বিকৃত-বিরাগযুক্ত।

৩৭। অবশায়িত — ১২২ = অবস্থিত, ঝুঁকে থাকা।

৩৮। অভিগতি—১১৯ = কোন-কিছুর অভিমুখী চলন।

৩৯। অভিজিৎ—১৮৯ = জয়-অভিমুখী।

৪০। অভিদীপ্তি—২৮ = কোন বিশেষ দিকের দীপ্তি।

৪১। অভিধর্ম্ম — ১ = ধর্ম্মের অভিমুখী।

৪২। অভিনন্দনী — ৯ = অভিনন্দনাযুক্ত।

৪৩। অভিবেদনা—১৫৭ = সর্ব্বতোমুখী জ্ঞান।

৪৪। অভিস্রোতা — ১৭৩ = তন্মুখী স্রোত-সম্পন্ন।

৪৫। অর্জ্জনী অভিযান—১০৬ = যে-অভিযান উপায় বা অর্জ্জন করে।

৪৬। অর্থনা—২২ = অর্থসমন্বিত চলন।

৪৭। অর্থানুভাবিতা—২৭ = অর্থ-অনুপাতিক হ'য়ে ওঠার চলন।

৪৮। অস্তল—৩০ = অস্তমুখী।

আ

৪৯। আত্মিক সম্বেগ—১০৮ = চলার আবেগ।

৫০। আপূরণা—১২৪ = সর্বতোভাবে পূরণ ও বর্দ্ধন করা।

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

৫১। আবর্ত্ম—১৭৮ = সমীচীন পথ।

৫২। আবিভূতি—১৮০ = আবির্ভাব, অধিষ্ঠান।

৫৩। আভিজাত্য-উৎকর্ণ-বিশেষত্ব—১০ = আভিজাত্যে উদগ্র হ'য়ে আছে যে বিশেষত্ব।

৫৪। আরতি-সম্বেদন—২০৬ = সম্যকপ্রকারে রত হওয়ার ভিতর দিয়ে যে সমীচীন জ্ঞান লাভ হয়।

ই

৫৫। ইষ্টানুধ্যায়ী—১৭ = ইষ্ট অর্থাৎ মঙ্গলকে চিন্তন-মনন ক'রে চলে যা'।

ঈ

৫৬। ঈক্ষণ-দীপনা—২০৪ = দর্শনের আলোক।

উ

৫৭। উছল—১৫৪ = উচ্ছল।

৫৮। উজ্জয়নী—১৬৩ = জয়যুক্ত।

৫৯। উজ্জয়ী—১৪৫ = জয়যুক্ত।

৬০। উৎকর্ষণী—১০৫ = উন্নতিমুখী চলন আছে যাতে।

৬১। উৎক্রমণা—১২২ = উন্নতিমুখী চলন।

৬২। উৎক্রমণী—৩৭ = উন্নতি-অভিমুখে চলে যা'।

৬৩। উৎক্রমিত—১৬৩ = উৎক্রম (উন্নত চলন)-প্রাপ্ত।

৬৪। উত্তারণ—১৮৭ = উত্তীর্ণ ক'রে তোলা।

৬৫। উৎসর্জ্জনা—১৫৩ = উন্নতি-অভিমুখী সৃষ্টি।

৬৬। উৎসর্জ্জিত—৮২ = বিস্তারের পথে চলৎশীল।

৬৭। উৎসারণা—২৭ = বৃদ্ধি-অভিমুখী চলন।

৬৮। উৎসৃতি—৩৪ = উন্নত গতি।

৬৯। উদ্দালক—১৫৭ = বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম ক'রে উন্নতি-অভিমুখী যে চলৎশীলতা।

৭০। উদ্বর্ত্তন—১৩৩ = বেড়ে-ওঠার পথে চলা।

৭১। উদ্বর্দ্ধনা—৩৬ = উন্নতির দিকে বর্দ্ধন।

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

৭২। উদ্বর্দ্ধী—১৩৯ = উদ্বর্দ্ধনশীল।

৭৩। উপস্থাপক—৫৮ = কোন বিষয়কে অন্যের সামনে তুলে ধরে যে।

ঊ

৭৪। ঊর্জ্জনা—১১২ = বল ও প্রাণন-সম্বেগ।

৭৫। ঊর্জ্জী—১৫৭ = শক্তিশালী, প্রাণবন্ত।

ঋ

৭৬। ঋদ্ধি—৫৯ = বৃদ্ধি, উন্নতি।

৭৭। ঋষি-ঋক্—১৪৩ = ঋষিপ্রণীত মন্ত্র বা সংবিধান।

এ

৭৮। একায়নী—৯২ = একমুখী চলন-যুক্ত।

ঐ

৭৯। ঐশী-প্রভাব—৬ = ঈশ্বরীয় প্রভাব।

ও

৮০। ওজোদীপনা—১৮৯ = বীর্য্যদীপনা।

ক

৮১। কল্যাণ-পরিস্রবা—৬৩ = কল্যাণ পরিস্রুত বা ক্ষরিত হয় যেখান থেকে।

৮২। কৃতি-উদ্বেলনী—১৮১ = কর্ম্মসম্বেগকে উদ্বেল ক'রে তোলে যা'।

৮৩। কৃতি-যোজনা—১৫২ = কর্ম্মসম্বেগের সাথে যুক্ত ক'রে তোলা।

৮৪। ক্লেদী—১৮৬ = ক্লেদাক্ত, অপরিচ্ছন্ন, অপবিত্র।

৮৫। ক্লেদ্য—১৮৬ = ক্লেদাক্ত, অপরিচ্ছন্ন, অপবিত্র।

৮৬। ক্লেশসুখপ্রিয়তা—৯৩ = কষ্টটাই যখন সুখের হয়, সেটাকে ভাল লাগা।

গ

৮৭। গণহিতী—১৭ = জনগণের হিত (কল্যাণ) যা'তে হয়।

৮৮। গর্হিত-গর্ব্বী—১৯৮ = জঘন্য গর্ব্ব-ওয়ালা ; কুৎসিত অহং-যুক্ত।

চি

৮৯। চিতি—১৭৩ = চেতনা।

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

জ

৯০। জনি—১৭১=জননের সূত্র, Gene.

৯১। জাতক-অনুনয়নী অনুক্রমণা—২৮=জাতককে কল্যাণের পথে নিয়ে যায় যে চলন।

৯২। জৈবী-সংস্থিতি—৩২=জীবদেহের সংগঠন, Biological make-up.

টে

৯৩। টেঁকী—১০১=দৃঢ়বদ্ধ সংকীর্ণ সংস্কার-সম্পন্ন।

ত

৯৪। তল্‌ছাটান—৫৮=তলে তলে চলে যে-টান।

৯৫। তর্পণা—১২৪=তৃপ্ত ক'রে তোলার কাজ।

৯৬। তাপস-অনুশীলনা—১৩৩=তপস্বীদের নিরন্তর সুনিষ্ঠ অভ্যাসের মত অনুশীলন-তৎপরতা।

দী

৯৭। দীপন—৪৪=দীপ্তিমান।

৯৮। দোধুক্ষিত—৫৩=অতি ক্লেশ-যুক্ত।

৯৯। দ্যোতনা—১৯৬=দ্যুতি, প্রকাশ।

১০০। দ্বিজাধিকরণ—৫৩=(ধর্ম্ম)-সম্প্রদায়, Religious community.

ধি

১০১। ধিক্কার-ধুক্ষিত—১১৩=ধিক্কারক্লিষ্ট, নিন্দামলিন, অবসাদগ্রস্ত।

১০২। ধৃতি-উৎসারণী—১২৪=ধারণ-পোষণ-সম্বেগকে প্রবর্দ্ধিত ক'রে তোলে যা'।

১০৩। ধ্বান্ত—১৪২=গাঢ় অন্ধকার।

ন

১০৪। নন্দনা—৬৩=তৃপ্তিকর বর্দ্ধনসম্বেগ।

১০৫। নান্দীমুখ—১৮৯=শ্রেষ্ঠ-আনন্দবিধানকারী।

১০৬। নিকেশ—৫৫=ধ্বংস, সমাপ্তি।

১০৭। নিবেশ—১৮৪=অবলম্বন।

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

প

১০৮। পরমবশী—১৮৯=সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিপতি।

১০৯। পরমার্থ—১৯০=পরম (শ্রেষ্ঠ) যিনি, তাঁর পথে নিয়ে যায় যে-চলন।

১১০। পরসেবী তৎপরতা—১৫৪=অন্যকে সেবা করার তৎপরতা।

১১১। পরাপ্রাচীন—১১১=চিরকালের জন্য আছেন যিনি, শাশ্বত।

১১২। পরাবর্ত্তনশীল—৫২=ঠিক তেমনিভাবে থেকে চলেছে যা'।

১১৩। পরাবর্ত্তনী—৫২=ঠিক তেমনিভাবে থেকে চলেছে যা'।

১১৪। পরাভূতি—১৪৩=পরাভব, পরাজয়।

১১৫। পরামর্ষণী—কষ্টসৃষ্টিকারী।

১১৬। পরামৃষ্ট—১৮৬=বিধবস্ত, বিনষ্ট।

১১৭। পরিতর্পণা—১৮৬=সর্ব্বতোভাবে তৃপ্ত ও প্রীত ক'রে তোলা।

১১৮। পরিপাচিত—১৩৯=পরিপক্ক-কৃত।

১১৯। পরিবীক্ষণ—১০৬=সম্পূর্ণ এবং সমীচীন দর্শন।

১২০। পরিবেদনা—১৯=সম্যক বা সর্ব্বতোমুখী জ্ঞান।

১২১। পরিস্রুত-কৌলিক-মর্য্যাদা-ব্যতিক্রমী—২৪=বংশপরম্পরায় চ'লে এসেছে যে মর্য্যাদা তাকে বিকৃত বা ভ্রান্ত করে যা'।

১২২। পর্য্যায়ী—২০২=পারম্পর্য্যানুক্রমে হ'য়ে চলেছে যা'।

১২৩। পাবক—২০৯=যিনি পবিত্র ক'রে তোলেন।

১২৪। পুরশ্চরণ—১২৯=এগিয়ে নিয়ে যায় যে চলন বা আচরণ।

১২৫। পুরশ্চরণী—৯=প্রগতিমুখী।

১২৬। প্রপুষ্ট—১৯১=বিশেষভাবে পুষ্ট।

১২৭। প্রবর্ত্তনা-প্রস্রবণ—২১৫=অস্তিত্বের নিত্য প্রবাহ।

১২৮। প্রবোধনা—৩১=জ্ঞান, বোধি।

১২৯। প্রাচীন-পরিস্রবা—১১১=প্রাচীনের (প্রবীণের) অভিজ্ঞতা ও বোধ ক্ষরিত হয় যেখান থেকে।

ফা

১৩০। ফাল্গুনী আবহাওয়ায়—১৭=সার্থক কর্ম্মসন্দীপী অনুকূল পরিবেশে।

ব

১৩১। বর্ত্তনা—২০৭=স্থিতি, থাকা।

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

১৩২। বিকলন—১ = বিশেষ গ্রন্থন ও সংহতি-সাধন।

১৩৩। বিধায়নী তৎপরতা—১১ = বিহিতভাবে ধারণ-পোষণ করে যে তৎপরতা।

১৩৪। বিধায়িত—২০৩ = বিশেষভাবে ধারণ-পোষণ করা হ'য়েছে যা'।

১৩৫। বিধৃতি—৫৮ = ধারণ।

১৩৬। বিনায়িত—৩৩ = বিহিত পথে চালিত, adjusted.

১৩৭। বিভাজনা—২১৫ = বিশেষ বৈশিষ্ট্য-সহ প্রাপ্ত বিভাগ।

১৩৮। বিভাত—১২৮ = বিশেষভাবে প্রকাশিত, সমুজ্জ্বল।

১৩৯। বিশেষণা—২৭ = বিশেষিত ক'রে তোলে যে-ক্রিয়া।

১৪০। বিশ্বস্তি-সংসিদ্ধ—৩১ = নিশ্চিত বিশ্বাস-সম্পন্ন।

১৪১। বীক্ষণা—২১৫ = দর্শন।

১৪২। বীচি-পদক্ষেপ—১৫৮ = তরঙ্গায়িত ছন্দযুক্ত পদক্ষেপ।

১৪৩। বোধনা—২২ = বোধের জাগরণ।

১৪৪। বোধায়নী—২৫ = বোধের পথে নিয়ে চলে যা'।

১৪৫। বোধায়িত—৬৩ = বোধে পর্য্যবসিত।

১৪৬। বোধি-পরিপ্রেক্ষা—২১ = বোধ দিয়ে সমীচীনভাবে দেখা।

১৪৭। ব্যত্যয়ী-আচার-সংবিদ্ধ—১১ = বিকৃত বা ব্যতিক্রান্ত আচারের দ্বারা মর্দ্দিত।

১৪৮। ব্যত্যয়ী বিসৃজী—১৪৫ = বিকৃতি ও বিপর্য্যয়কে সৃষ্টি করে যা'।

১৪৯। ব্যাপন-তাৎপর্য্য—২১২ = ব্যাপ্ত হওয়ার তৎপরতা।

১৫০। ব্যাপনা—৬৩ = ব্যাপ্তি।

১৫১। ব্যামোহ-বিড়ম্বনা—১২৭ = মূঢ়তা-জনিত বিড়ম্বনা।

১৫২। ব্যাহৃতি—১৪৩ = বিস্তার।

১৫৩। ব্রাহ্মণ্যকৃষ্টি—৪৫ = বর্দ্ধনার অনুশীলন।

১৫৪। ব্রাহ্মী-অনুবেদনা—৭৬ = ব্যাপ্তির জ্ঞান।

১৫৫। ভজন-বিভূতি—৯৫ = সেবা ও তপস্যার ঐশ্বর্য্য।

১৫৬। ভজনা—২১০ = আকূতিযুক্ত সেবা ও অনুশীলনাত্মক কর্ম্ম।

১৫৭। ভর্গদেব—১৫৩ = জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ, জীবন-আলোক।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

১৫৮। ভাববৃত্তি—১০৩ = Volitional urge to be (হ'তে থাকার বা হওয়ার সম্বেগ)।

১৫৯। ভৃতি—১৯৫ = ভরণ-পোষণ।

ম

১৬০। মকস—১৮৬ = অভ্যাস, practice.

১৬১। মন্ত্রণী-চলন—৫৩ = কৌশলী চলন।

১৬২। মরকোচ—১২৮ = কৌশল, তুক।

১৬৩। মূর্ত্তনা—১৮৭ = মূর্ত্ত ক'রে তোলা।

১৬৪। মোক্তা—১১৬ = মোটামুটি।

যু

১৬৫। যুত—২০৯ = যুক্ত।

১৬৬। যৌক্তিক সঙ্গতি—১০৯ = যুক্তির সঙ্গতি।

র

১৬৭। রজরঞ্জিত = ১৪৬ = রঞ্জনকারী শক্তি দ্বারা অনুরঞ্জিত।

১৬৮। রঞ্জুনা—২০ = অনুরাগ, রঙ।

১৬৯। রাগদ্যোতনা—১১ = অনুরাগের দ্যুতি।

১৭০। রিক্ততপা—২১০ = কৃষ্টির তপস্যায় দুর্ব্বল।

১৭১। রেতঃনিক্কণী—১০৩ = জৈবদেহস্থিত সাত্বত অনুরণন-যুক্ত।

১৭২। রেতঃসন্দীপনা—১৫৭ = জীবনসত্তার উদ্ভাসনা (দ্যুতি)।

লা

১৭৩। লাস্য-প্রদীপনা—১২৪ = বিকশিত অতিসুন্দর দীপ্তি।

১৭৪। লুব্ধ-কুলটা-ঔদার্য্য—১০ = বংশমর্য্যাদাকে অধঃপাতিত করতে পারে এমনতর লোভ-উৎপাদক উদারতা।

১৭৫। লেলাখ্যাপা—৪৩ = হাবাগোবা।

১৭৬। লোকতর্পণী ১৬৩ = মানুষকে তৃপ্ত ও প্রীত ক'রে তোলে যা'।

১৭৭। লোকহিতী—১০৯ = লোকের হিত (মঙ্গল) যা'তে হয়।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

শ

১৭৮। শাতন—৯৪ = বিশীর্ণ বা ছিন্ন ক'রে তোলে যা', ছেদক, Satan.

১৭৯। শীলচর্য্যা—১৫২ = সাধু অভ্যাস ও আচরণ।

১৮০। শৌর্য্য-অভিনিষ্যন্দী—১৭ = তেজ ও শক্তি ক্ষরিত হয় যেখানে থেকে।

১৮১। শ্রদ্ধোষিত—৪৫ = শ্রদ্ধাযুক্ত।

স

১৮২। সংগর্ভিত—১৯৪ = গর্ভে (অন্তরে) স্থাপিত, impregnated.

১৮৩। সংগুচ্ছিত—১৮৭ = সম্যকপ্রকারে এবং একসাথে গুচ্ছ বাঁধা হ'য়েছে যা'।

১৮৪। সংবৃদ্ধ—৯৩ = সম্যকপ্রকারে বর্দ্ধিত।

১৮৫। সংবোধ-সংস্কৃতি—৩৮ = সমীচীন বোধ থেকে উদ্ভূত সম্যক করা।

১৮৬। সংহিতি—১২৯ = সম্যক ধারণ।

১৮৭। সঙ্কর্ষণী আবেগ—৪৪ = আকর্ষণ করার আবেগ।

১৮৮। সঞ্চারণা—১৮৪ = সঞ্চারিত করা, Imparting.

১৮৯। সঞ্জিত সম্বেগ—১০৩ = সম্যকপ্রকারে জিত সম্বেগ।

১৯০। সতী-সম্ভার-সজ্জিত—১৮ = জীবনবৃদ্ধির উপকরণে সজ্জিত।

১৯১। সন্দীপনা—৬৪ = সমীচীন দীপ্তি।

১৯২। সম্বুদ্ধ—২১১ = সম্যক বোধ-সমন্বিত।

১৯৩। সম্বৃদ্ধি—৭২ = সর্ব্বতোমুখী বর্দ্ধন।

১৯৪। সম্বোধি—১৩৩ = সমীচীন (সম্) বোধ বা জ্ঞান (বোধি)।

১৯৫। সহানুভাবক—১৪৬ = পারস্পরিক সহানুভূতিতে সক্রিয়।

১৯৬। সাত্বত—১৫ = সত্তাসম্বন্ধীয়, জীবনীয়।

১৯৭। সার্থকতার যোগ-তাৎপর্য্যে—১৬৬ = সার্থকতার সাথে যুক্ত হওয়ার তৎপরতা নিয়ে।

১৯৮। সুকর্ষণী—১৭০ = সুন্দর অনুশীলন-যুক্ত।

১৯৯। সুক্রিয়—১৬৪ = সুষ্ঠু বা শুভ-ক্রিয়াশীল।

২০০। সুতপা—৪৫ = সুচারু তপস্যা-পরায়ণ।

২০১। সুতান্ত্রিক—১৭০ = কল্যাণকর অনুশাসনে অনুশাসিত।

২০২। সুবীক্ষণী—১৪৩ = সুষ্ঠু এবং সম্যক দর্শন-যুক্ত।

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

২০৩। সুবীক্ষিত—১২২ = উৎকৃষ্ট ও সুন্দর দর্শন-সমন্বিত।

২০৪। সুরদীপী—১৫৮ = দেবভাবের স্পন্দনে দীপ্ত ক'রে তোলে যা'।

২০৫। সুস্থি—১৮২ = ভাল থাকা, সুস্থ থাকা।

২০৬। সুস্রোতা—৪০ = শুভ স্রোত (চলন)-যুক্ত।

২০৭। স্ফোটন-বিভা—৭ = বিকাশের দ্যুতি।

২০৮। স্ফোটন-সম্বেগী—৩৯ = বিকশিত হওয়ার আবেগ-সম্পন্ন।

২০৯। স্বধা-সন্দীপ্ত—১৬২ = সত্তার ধারণ-পোষণ ক্রিয়ার দ্বারা সন্দীপ্ত।

২১০। স্বস্তিতপা—২০৮ = ভাল থাকার চলনে সাধন-তৎপর।

২১১। স্বস্তিবিভব-বিনায়ক—১৫১ = ভাল থাকার চলনকে শুভের পথে বিনায়িত (নিয়ন্ত্রিত) করেন যিনি।

২১২। স্বস্তিমেরু—১১২ = ভাল থাকার মেরুদণ্ডস্বরূপ (ভূমি)।

২১৩। স্রোতল—২০০ = স্রোতযুক্ত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত 'আর্য্যকৃষ্টি' গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দগুলির অর্থ খুব কম সংখ্যক দেওয়া ছিল। কিন্তু তা' ছাড়াও গ্রন্থমধ্যে আরো অনেক শব্দ আছে, যেগুলি পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন। এর মধ্যে অনেক নবগঠিত শব্দও আছে। সকলের বোধ-সৌকর্য্যার্থে এই নূতন সংস্করণে শব্দার্থের সংখ্যা বর্দ্ধিত ক'রে দেওয়া হ'ল। আর একটি কথা! আর্য্যকৃষ্টি গ্রন্থের ১৩০নং বাণীতে 'প্রস্থানত্রয়' বলতে ১ম সংস্করণে ছাপা হয়েছিল উপনিষদ্, গীতা ও বেদান্ত। কিন্তু বেদান্তস্থলে হবে 'ব্রহ্মসূত্র'। বর্ত্তমান সংস্করণে তাই ক'রে দেওয়া হ'ল।

—শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়